NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ হেমন্ত সরণিতে লতা মঙ্গেশকর

ইংল্যান্ড সিরিজে সমতা ফেরাল ভারত ৮

কলকাতা ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২২ মাঘ ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ২৩৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 6.2.2024, Vol.17, Issue No. 235, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

পরীক্ষা বাতিল আরও ৩ জনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাধ্যমিকে যত কাণ্ড মালদাতে। প্রথম ভাষা, দ্বিতীয় ভাষার পর এবার পরীক্ষার তৃতীয় দিনেও মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র তুলে সোশ্যাল সাইটে ভাইরালের অভিযোগ। অভিযোগ, প্রশ্নপত্র এ ব্যবহার করা কোডগুলি ব্লার করে প্রশ্নপত্রের ছবি সোশ্যাল সাইটে ভাইরাল করার চেষ্টা করা হয়। তারই জেরে মালদা জেলারই তিন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হয়। গত তিন দিনের মাধ্যমিক পরীক্ষায় এখনও পর্যন্ত মোট ১৭ জন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করল পর্ষদ। পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধরা পড়ার হাত থেকে বাঁচতে কৌশল করে ইতিহাসের প্রশ্নপত্রে থাকা কিউআর কোড ঝাপসা করে ছবি তুলেছিল অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীরা। তবে লাভ হয়নি। কারণ, ওই কোডে যে সিরিয়াল নম্বরটি 'এনক্রিপটেড' রয়েছে, সেই কোড দেখেই বোঝা যায়, প্রশ্নপত্রটি কোন জেলায় গিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, কোন স্কুলে ওই প্রশ্নপত্র গিয়েছিল, তা-ও জানা যায় সিরিয়াল নম্বর থেকে। তার পর স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গিয়েছে, কোন পরীক্ষার্থীর হাতে সেই প্রশ্নপত্র পড়েছিল। এর পর অভিযুক্ত ওই তিন পরীক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে পর্ষদ। তাদের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে।

খনিতে 'ধসে' মৃত্যু ২ জনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার রানিগঞ্জে ইসিএলের খোলা মুখ খনিতে চাপা পড়ে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠল। মৃতের নাম রাজেশ তুরী ও বিনোদ ভুঁইঞা। রানিগঞ্জের আমড়াসোতা এলাকায় বাঁশড়া খোলামুখ খনিতে পরিত্যক্ত স্থানে বেআইনিভাবে কয়লা তুলতে গিয়ে ধসে চাপা পড়ে দু'জনের মৃত্যুর হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আহত হয়েছে আরও দুজন। এই ঘটনার এলাকায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এদিন খনি চত্বরে পৌঁছন স্থানীয় বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল, স্থানীয় সিপিএমের শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা ও তৃণমূল। অগ্নিমিত্রা বলেন, 'ওঁরা রাতে কয়লা আনতে গিয়ে চাপা পড়ে মারা গিয়েছে।' জানান, ওঁদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে তিনি বিজেপির বিধায়ক হলেও ইসিএলকেই চাপ সৃষ্টি করবেন। এদিকে অগ্নিমিত্রা যাওয়ার আগেই তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি এবং সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটু পতাকা নিয়ে হাজির হয়েছিল ক্ষতিপূরণের দাবিতে। অগ্নিমিত্রাকে দেখে তারা মোদি হটাও স্লোগান দিতে শুরু করেন। খনি বাঁচাও স্লোগান দিতে শুরু করেন। ইসিএলের ওই খনিতে কেন সিআইএসএফ মোতায়েন নেই ? কেন ফেন্সিং করা হয়নি? এই নিয়েই আওয়াজ তোলা হয়।

শেষ মুহূর্তে দিল্লি সফর বাতিল মুখ্যমন্ত্রীর

'এক দেশ, এক ভোট' সংক্রান্ত বৈঠকে অংশ নেবেন সুদীপ ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার বিকেলেই দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। মঙ্গলবার যোগ দেওয়ার কথা ছিল 'এক দেশ, এক ভোট' সংক্রান্ত বৈঠকে। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে তাঁর প্রস্তাবিত দিল্লি সফর বাতিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা অধিকারিকেরাও রাজধানীতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী সফর বাতিলের কথা জানান। নবান্নে সাংবাদিকদের তিনি জানান, বৃহস্পতিবার রাজ্য বাজেট পেশ করা হবে। জরুরি পরিস্থিতি চলছে। তাই এখন দিল্লি যেতে পারছেন না।

উল্লেখ্য এক দেশ এক ভোট' প্রস্তাব বিবেচনার জন্য প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে একটি কমিটি তৈরি হয়েছে। ওই কমিটির ডাকা বৈঠকে যোগ দিতেই মুখ্যমন্ত্রীর একদিনের জন্য দিল্লিতে যাওয়ার কথা ছিল । এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিজের অপারগতার কথা তিনি রামনাথ কোবিন্দকে জানিয়েছেন। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এতে

ফাইল চিত্র

সম্মতি জানিয়েছেন। তাঁর বদলে সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। যদিও 'এক দেশ, এক ভোট' সংক্রান্ত বিষয়ে মমতা এর আগেই তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'এক দেশ, এক ভোট'-এর অর্থ দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সঙ্কুচিত করা। যা আসলে সামগ্রিক ভাবে সংবিধান বদলের নামান্তর।

মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি সফর নিয়ে রাজনৈতিক মহলে গত কয়েক দিন ধরে বিস্তর আলোচনা ছিল। তৃণমূলের অনেকেও মুখ্যমন্ত্রীর সূচি নিয়ে স্পষ্ট কিছু বলতে পারছিলেন না। অন্য দিকে বাম, কংগ্রেস নেতারা বলতে শুরু করেছিলেন, 'বোঝাপড়া' করার উদ্দেশেই দিল্লি যেতে হচ্ছে মমতাকে। প্রদেশ কংগ্রেসের অনেক নেতার 'আশঙ্কা' ছিল, দিল্লি গিয়ে কংগ্রেস নেত্রী সনিয়া গান্ধীর সঙ্গেও মমতা দেখা করতে পারেন। যদিও শেষ পর্যন্ত সফর বাতিল করলেন মমতা।

বিধানসভায় শুরু বাজেট অধিবেশন, 'স্মোক ক্যান কাণ্ডে'র জেরে নিরাপত্তায় বাড়তি নজর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার থেকে শুরু হল রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। প্রথা মাফিক শোক প্রস্তাব গ্রহণের পর প্রথম দিনের অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়। স্পিকার বিধান বন্দোপাধ্যায় সাম্প্রতিক কালে প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তি দের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাঠ করেন। পরে সকল সদস্যরা এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করেন। যাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় তারা হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুল কাইয়ুম মোল্লা, নারায়ণ বিশ্বাস, প্রাক্তন বিধায়ক অনুপ ঘোষাল চিত্ত রঞ্জন রায়, মহারানী কোনার,মির কাশেম মোল্লা ,উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী উস্তাদ রশিদ খান এবং কবি দেবারতি মিত্র।

রাজ্যপালের ভাষণ ছাড়াই শুরু হল বাজেট অধিবেশন। ৮ তারিখ রাজ্য বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। ৯ ও ১০ তারিখ বাজেটের উপর আলোচনা। এই অধিবেশনের সূচিতে কোথাও রাজ্যপালের ভাষণের কথা উল্লেখ নেই। ফলে বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে জলঘোলা শুরু হয়েছে। একাংশের দাবি, রাজভবন-নবান্ন সংঘাতের

জেরে এমনটা হল। তবে রাজ্য সরকারের দাবি, এই অধিবেশন গতবারেরই বর্ধিত অধিবেশন, নতুন নয়। তাই আইন সংগতভাবেই সব হচ্ছে।

এদিকে, সংসদে 'স্মোক ক্যান' কাণ্ডের প্রেক্ষিতে রাজ্য বিধানসভার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। বিধানসভার মেন গেটে বসানো হয়েছে অত্যাধুনিক স্ক্যান যন্ত্র। প্রত্যেক বিধায়ক ও মন্ত্রীদের গাড়িতে বিশেষ চিপ লাগানো হচ্ছে। বিধানসভায় ঢোকার আগে সমস্ত গাড়ি স্ক্যান করা হবে। বিধানসভার নিরাপত্তায় ১৬ দফা নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রচুর সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বিধানসভায় প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রথমেই রয়েছে একটি বুম ব্যারিয়ার। তারপরেও দর্শনার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট গেটে আলাদা করে দেহ তল্লাশি করা হচ্ছে। দর্শনার্থীদের দুই ঘন্টার বেশি থাকতে নিষেধ করা হয়েছে। এর বেশি সময় বিধানসভা চত্বরে থাকলে প্রয়োজনে পুলিশি পদক্ষেপের মুখোমুখি হতে হতে পারে। মূল অধিবেশন কক্ষে মোবাইল ফোন, ট্রানজিস্টর বা কোনরকম ইলেকট্রনিক গ্যাজেট নিয়ে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

সকলে যাতে নিয়ম মেনে নির্ধারিত গেট দিয়ে বিধানসভায় প্রবেশ করেন তা দেখা হচ্ছে। বিধানসভার অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য, শাসক দলের মুখ্য সচেতক, উপমুখ্য সচেতক এবং রাজ্য সরকারের সচিবরা প্রবেশ করবেন ৬ নম্বর গেট দিয়ে। নিজস্ব পরিচয়পত্র দেখিয়ে বিধানসভার এক নম্বর গেট দিয়ে প্রবেশ করবেন বিধানসভার স্টাফ বা কর্মীরা, বিধানসভার সচিবালয়ের কর্মীরা। এছাড়া ভিজিটরস বা অতিথিরাও সঠিক অনুমতিপত্র দেখিয়ে এই এক নম্বর গেট দিয়েই বিধানসভায় প্রবেশ করবেন। দুই নম্বর গেট দিয়ে প্রবেশ করবেন বিরোধী দলনেতা, বিরোধীদলের মুখ্য সচেতক, বিরোধী দলের বিধায়করা এবং সাংবাদিকরা। সদস্যদের সঙ্গে আসা ভিজিটরদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে এক নম্বর গেট।

'আস্থা' চম্পই সোরেনেই, বিপক্ষে ভোট পড়ল ২৯

রাঁচি, ৫ ফেব্রুয়ারি: শেষ পর্যন্ত দলীয় বিধায়কদের ও জোট শরিকদের আস্থাভাজন হলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়া চম্পই সোরেন। সোমবার ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় আস্থা ভোটে জয়ী হল চম্পই সোরেনের নেতৃত্বাধীন জোট সরকার। ৪৭ জন বিধায়ক ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতৃত্বাধীন জোটের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। আর বিপক্ষে ভোট পড়েছে মাত্র ২৯টি। ঝাড়খণ্ডের প্রক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের ইস্তফা এবং জমি কেলেঙ্কারি মামলায় তাঁকে ইডি গ্রেপ্তার করার পর, গত শুক্রবার নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছিলেন হেমন্তর ডান হাত বলে পরিচিক চম্পই সোরেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেও নবগঠিত সরকারকে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে হত। সেই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন চম্পই সোরেন।

এদিনের আস্থা ভোটের পর ঝাড়খণ্ডের রাজনৈতিক সংকট আপাতত মিটল বলা যায়। মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা প্রধান হেমন্ত সোরেন ইস্তফা দেওয়ার পর থেকে এই রাজ্যে এক রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিবেশ তৈরি হয়। গত ৩১ জানুয়ারি, হেমন্ত সোরেনকে গ্রেপ্তার করে ইডি। ১ ফেব্রুয়ারি, রাজ্যের তৎকালীন পরিবহণ মন্ত্রী তথা ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার বিশিষ্ট নেতা চম্পই সোরেনকে মুখ্যমন্ত্রী

নিযুক্ত করেন রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণণ। এদিকে সোমবার রাজ্য বিধানসভায় আস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী চম্পই সোরেন বলেন, 'আমি গর্ব করে বলছি, আমি হেমন্ত সোরেন পার্ট-২।' এরই পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, 'আমাদের রাজ্যে ১৫০ বছর ধরে খনির কাজ হয়। কিন্তু এখানকার মানুষ এক টুকরো লোহা ছুঁয়ে পর্যন্ত দেখেনি। আপনারা রাজ্যের যে কোনও গ্রামে গিয়ে দেখবেন, প্রতিটি বাড়ি হেমন্ত সোরেনের প্রকল্পগুলির সুবিধা পাচ্ছে। সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা মানুষকে ছুঁতে পেরে গর্বিত। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির অপব্যবহার করা হচ্ছে। এখন গোটা দেশ দেখছে হেমন্ত সোরেনের প্রতি কতটা অবিচার করা হচ্ছে। যে জমি চুক্তির অভিযোগ করা হচ্ছে, ওই সম্পত্তি তাঁর নামে নেই। তাও তাঁকে জেলে পাঠানো হচ্ছে। যখনই কোনও আদিবাসী ব্যক্তি সরকার চালায়, তখনই সেই সরকারকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।'

এরই পাশাপশি চম্পাই সোরেন এদিন এও মনে করিয়ে দেন, তিনি শিবু সোরেনের ছাত্র। শিবু সোরেন আন্দোলন করতে শিখিয়েছেন। হেমন্ত সোরেনের স্কিম দেখা যাবে ঘরে ঘরে। ইডি, সিবিআই ক্ষমতার অপব্যবহার করা হচ্ছে। আর এটা গণতন্ত্রের জন্য বড় হুমকি। আর সেই কারণেই সারা দেশে আজ গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হবে। জনধর এবং হেমন্ত সোরেনকে বাঁচাতে আমার আপনার সমর্থন দরকার।'

বন্ধুকে বেঁধে দিঘায় পর্যটক তরুণীকে 'ধর্ষণ'! গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, দিঘা: হোটেলের ঘর দেখানোর নাম করে দিঘায় এক পর্যটককে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পলাতক দু'জন। তাঁদের খোঁজে নানা জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। সোমবারই ধৃতদের আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের ১৪ দিন জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, গত শনিবার পূর্ব মেদিনীপুরের বাসিন্দা ওই তরুণী তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে দিঘায় বেড়াতে যান। এদিক-ওদিক ঘুরে রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ তাঁরা ঠিক করেন, দিঘাতেই রাত কাটাবেন। সেই মতো নিউ দিঘায় হোটেল খুঁজতে শুরু করেন তাঁরা। অভিযোগ, সেই সময়েই মোটরবাইক নিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা তিন যুবক তাঁদের হোটেলের ঘর দেখানোর নাম করে বাইকে তুলে নেন। এর পর তাঁদের ওড়িশার দিকে দিঘাশ্রী পেরিয়ে একটি অন্ধকার জায়গায় নিয়ে যান। সেখানেই ওই তরুণীকে বেধড়ক মারধর করে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ, সেই সময় তরুণীর বন্ধুকে মারধর করে সামনেই বেঁধে রাখা হয়েছিল।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুষ্কৃতীদের অত্যাচারে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন ওই তরুণী। পরে দুষ্কৃতীরা ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে গেলে তরুণীর বন্ধুই তাঁকে নিয়ে দিঘা থানায় যান। তদন্তে নেমে রাতেই পুলিশ অভিযান চালিয়ে দিঘা লাগোয়া রতনপুর থেকে অভিযুক্ত দু'জনকে গ্রেপ্তার করে।

নরেন্দ্রপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ার রহস্য মৃত্যুতে নাটকীয় মোড়!

একে অন্যকে দোষারোপ বাবা-মায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নরেন্দ্রপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া অপ্রতিম দাসের রহস্যমৃত্যুতে নাটকীয় মোড়!

ছেলেকে খুন করা হয়েছে বলে একে-অপরের দিকে আঙুল তুলছেন বাবা ও মা। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যুতে বাবা ও মা যে ভাবে একে অন্যকে দোষারোপ করছেন তাতে পুলিশের সন্দেহ, পারিবারিক বিবাদের কারণেই মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে ওই যুবকের। রবিবার দুপুরে নরেন্দ্রপুর থানার গড়িয়ার ফরতাবাদ এলাকায় একটি জলাশয় থেকে উদ্ধার হয় বারুইপুরের একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া অপ্রতিমের দেব। পরিবার সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাত থেকে অপ্রতিমের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয়। রবিবার জলাশয়ে ওই ছাত্রের দেহ ভাসতে দেখেন এলাকার মানুষ। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভও দেখান তাঁরা। অপ্রতিমের পরিজনের অভিযোগ, তাঁকে খুন করা হয়েছে।

পরিবার সূত্রে খবর, অপ্রতিমের বাবা সুমন দাস ও বর্ণালী দাসের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে অশান্তি চলছিল। তার জেরেই অপ্রতিম খুন হয়ে থাকতে পারেন বলেই মনে করছেন পরিবারের অনেকে। এর মধ্যে বর্ণালী ও অপ্রতিমের দিদিমার দাবি, বাবা সুমনই ছেলেকে খুন করেছেন। সুমনের একাধিক বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে বলেও দাবি করেছেন পড়ুয়ার মা। পাল্টা সুমন ও দাদু সুব্রত দাসের দাবি, ছেলেকে খুন করেছেন মা! দু'পক্ষই থানায় একে অপরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। প্রসঙ্গত, স্থানীয় সূত্রের খবর, দাদু-ঠাকুমা ও মায়ের সঙ্গে থাকতেন ওই ছাত্র। বাবা তাঁদের সঙ্গে থাকেন না। অপ্রতিমের এক ভাইও রয়েছে। সে মাধ্যমিক দিচ্ছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, অপ্রতিমের বাড়ি মহামায়াতলা এলাকায়। ফরতাবাদে তাঁর মামার বাড়ি। মামার বাড়ির পাশেই একটি ক্লাব বিয়েবাড়ি হিসেবে ভাড়া দেওয়া হয়। গত বৃহস্পতিবার সেখানে বিয়েবাড়িতে নিমন্ত্রিত ছিলেন অপ্রতিম। সেই উপলক্ষে মামার বাড়িতে এসেছিলেন তিনি। রাতে বিয়েবাড়িতে গিয়ে খেতেও বসেন। কিন্তু খেতে খেতেই উঠে যান। এর পর থেকেই তাঁর খোঁজ মিলছিল না। প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশ জানিয়েছেন, শৌচাগারে যাওয়ার কথা বলে উঠে যান ওই ছাত্র। কেউ আবার জানান, ফোনে মেসেজ পেয়েই উঠে যান তিনি। পরে উদ্ধার হয় ওই পড়ুয়ার দেহ।

নরেন্দ্রপুর এবার কলকাতা পুলিশে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভাঙড়ের পরে কলকাতা লাগোয়া দক্ষিণ শহরতলির বারুইপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত নরেন্দ্রপুর থানার একাংশ কলকাতা পুলিশের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে সোমবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নরেন্দ্রপুরের খেয়াদহ ও আটঘরা এলাকাকে কলকাতা পুলিশের আওতায় আনার প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। পাশাপাশি এই দুই থানার জন্য বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৩১৪টি পদ তৈরির প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে এদিন। উল্লেখ্য গত মাসেই কলকাতা পুলিশের অধীনে নতুন ডিভিশন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে ভাঙড় । ধনধান্যে অডিটোরিয়াম থেকে তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

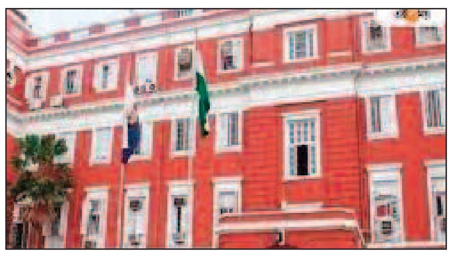

করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা খেয়াদহ-১ ও খেয়াদহ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাকে কলকাতা পুলিশের ভাঙড় ডিভিশনের অধীনে আনতে নির্দেশ দেন। তার পরিপ্রক্ষিতেই এই উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে।

৩৭০ -এর বেশি আসনে জিতবে বিজেপি, দাবি নমোর

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি: বিজেপি জিতবে। ক্ষমতায় আসবে এনডিএ। সোমবার লোকসভার বাজেট অধিবেশনের জবাবি ভাষণ দিতে গিয়ে এমনটাই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, বিজেপি একাই ৩৭০টি আসন পেয়ে ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে। এনডিএ জোট ৪০০-এর বেশি আসন দখল করবে। মোদির দাবি, তৃতীয় বার তাঁর নেতৃত্বে সরকার গঠন হওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা। এবারের নির্বাচনে কংগ্রেসের হাল আরও করুণ হবে বলেও ভবিষ্যদ্বাণী প্রধানমন্ত্রীর ।এরই রেশ ধরে তাঁর কটাক্ষ, ভোটের ফলে দেখা যাবে সংসদের দর্শক গ্যালারিতে ঠাঁই হয়েছে কংগ্রেসের।

এদিনের শুরু থেকেই এদিন তাঁর নিশানায় ছিল কংগ্রেস। সরাসরি কংগ্রেসকে বিদ্ধ করে তিনি জানান, 'বিরোধী হিসেবে ব্যর্থ হয়েছে কংগ্রেস।' এরই পাশাপাশি বিরোধীদেরকেও বিদ্ধ করে নমো বলেন, 'দশকের পর দশক উলটোদিকে বসার সংকল্প নিয়ে ফেলেছেন বিরোধীরা। জনতা তো ভগবানের প্রতীক। আপনারা যেভাবে পরিশ্রম করছেন, আমার মনে হয় ভগবানরূপী জনতা আপনাদের দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করবেন এবং সঠিক জায়গায় বসার ব্যবস্থা করে দেবেন।'

এরপরই কংগ্রেসের লোকসভার দলনেতা অধীর রঞ্জনকে কটাক্ষ করে মোদি বলেন, 'কতদিন আর সমাজকে বিভক্ত করবেন। বন্ধ করুন এই বিভাজন। আপনারা দেশকে অত্যন্ত হতাশ করেছেন। আপনাদের ভাবনা নিয়ে করুণা হয় আমার। নেতা তো বদলে ফেলেছেন আপনারা। কিন্তু টেপ রেকর্ডার এক রয়ে গিয়েছে। সেই পুরনো রাগ বেজে চলেছে টেপ রেকর্ডরে। নির্বাচনের বছর, পরিশ্রম করে কিছু নতুন নিয়ে আসুন। এটাও কি আমি শিখিয়ে দেব?' পাশাপাশি নমোর সংযোজন, 'অধীরবাবুর অবস্থা আমি বুঝতে পারি। পরিবারতন্ত্রের সেবা তো করে যেতেই হবে তাঁকে। খাড়গে এই কক্ষ থেকে ওই কক্ষে চলে গেলেন। গুলাম নবিজি তো পার্টি থেকেই শিফট করে গেলেন। পরিবারতন্ত্রের কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছেন ওঁরা। একই প্রোডাক্ট বারবার লঞ্চ করার জন্য দোকান খুলেছেন। এই দোকানে তালা পড়ার সময় হয়ে এসেছে।'

নমোর কটাক্ষ, দেশের কোটি কোটি পরিবারের কষ্ট, আকাঙ্খা তারা দেখতে পায় না কারণ কংগ্রেস একটি পরিবারের মধ্যেই রয়ে গিয়েছে। কংগ্রেস ক্যানসেল কালচারে ফেঁসে গিয়েছে। কারণ তারা কেন্দ্রের সমস্ত প্রকল্পের বিরোধিতা করে। মোদির কথায়, 'আপনাদের মধ্যে অনেকেই ভোটে লড়ার ইচ্ছে এবং সাহসও হারিয়ে ফেলেছেন।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০১/০২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৯২ নং এফিডেভিট বলে Pintu Sant ও Pintu Santh S/o. Madan Mohan Santh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৮৩৪ নং এফিডেভিট আমি Probuddha Basu ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bhupendra Nath Basu ও B. N. Basu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০২/০২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭৭০ নং এফিডেভিট বলে আমি Mongol Chakrabarty S/o. Sukumar Chakrabarty (old name) R/o. Rabindranagar Paschimpara, Rabindranagar, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Mangal Chakraborty S/o. Sukumar Chakraborty (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Mongol Chakrabarty S/o. Sukumar Chakrabarty & Mangal Chakraborty S/o. Sukumar Chakraborty উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৯ নং এফিডেভিট বলে Abhijit Adhikari S/o. Arun Adhikari ও Avijit Adhikary S/o. A. Adhikary সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/১২/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৫ নং এফিডেভিট বলে Anup Ghosh S/o. Kashinath Ghosh ও Anup Kumar Ghosh S/o. Lt. K. N. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, মেট্রোপলিটন, কলকাতা, কোর্টে ৩১৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Sakil Halder S/o. Abdul Safik Halder R/o. Pontba Hadde Para, Simlagarh, Pandua, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে আমার পিতা Abdul Safik Halder & Abdul Sofik Halder উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

আমি অশোক দাস ৩০-১-২০২৪ কৃষ্ণনগর নোটারী পাবলিকের এফিডেভিটে Ashoke Das থেকে Ashok Das হলাম Ashok Das ও Ashoke Das একই ব্যক্তি।

নাম-পদবী

আমি Tapu Biswas 8-12-2022 রানাঘাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিটে Tanu Biswas হলাম Tapu Biswas ও Tanu Biswas একই ব্যক্তি।

নাম-পদবী

আমি কার্ত্তিক বিশ্বাস ২-২-২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টের এফিডেভিট Karttik Biswas ও Karttik Chandra Shil একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম Karttik Biswas.

নাম-পদবী

আমি শিপ্রা বিশ্বাস, স্বামী- বিধান চন্দ্র বিশ্বাস, সাং ধুবুলিয়া ৩/৫ নং গ্রুপ, পোঃ ও থানা- ধুবুলিয়া, জেলা নদীয়া, আমার স্বামীর নামীয় ৭১ নং Kamalpur মৌজায় ৬৪১/২ নং খতিয়ানে ও ২০৪, ২৯০, ২৯৮, ২০৪/১৮৮২ নং দাগে তাহার নাম বিমল চন্দ্র বিশ্বাস এবং আমার আধার কার্ডে তাহার নাম বিধান বিশ্বাস হইয়াছে। ০৫.০২.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিট বলে বিধান চন্দ্র বিশ্বাস, বিমল চন্দ্র বিশ্বাস এবং বিধান বিশ্বাস একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

E-Tender

E-Tender are invited by the Prodhan Chaitanyapur-I Gram Panchayat (Under Beldanga-I Panchaybat Samity). Beldanga, Murshidabad. **NIT No-18/ 15th. Fc/chait-I/23-24.** Last date of submission **12.02.2024.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan
Chaitanyapur-I Gram Panchayat.**

Tender

Sealed Tenders Invited By The Prodhan, Karimpur- I Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **MEMO No- 603/PAN/KGP-I/2023-24, Dated-25.01.2024.** For various schemes. Last date of application **08.02.2024 up to 12.30p.m.** For details please contact to the Office.

**Sd/- Prodhan,
Karimpur- I Gram Panchayat.**

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল কল্পনা সাহা, স্বামী- সন্তোষ সাহা, জাতি- হিন্দু, সাং- পাতুয়া, পোষ্ট- খামার শিমুলিয়া, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া, পিন নং- ৭৪১১২১। বিগত ইং- ০১/০৪/২০১৪ তারিখে ডি.এস.আর কৃষ্ণনগর, নদীয়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৩৬নং আমমোক্তার দলিল বলে জেলা- নদীয়া, থানা- তাহেরপুর ১০নং জমির তৌজির মহাল ৪২ নং পাতুয়া মৌজার খতিয়ান নং এল.আর. ২৪, ১১৪, ১৭২, ২৯, ২১১, ২৫৭, ১৬, দাগ নং- ৫৭৩, ৭৫৮, ৬৯৯, ৮০১, মোট জমির পরিমান ৬৬ শতক সম্পত্তি শ্রী সজল জোয়ার্দ্দার, পিতা- মৃত রঞ্জন জোয়ার্দ্দার, জাতি- হিন্দু, সাং- পাতুয়া, পোষ্ট- খামার শিমুলিয়া, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া, পিন নং- ৭৪১১২১ মহাশয়কে আমোক্তারনামা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত আমোক্তারনামা যাহা IV নং বহির ১নং সিডি ভল্যুমের ১৫৩৩ হইতে ১৫৪১ নং পাতায় লিপিবদ্ধ ১৩৬ নং আমোক্তারনামা দলিল ডি.এস.আর. নদীয়া, কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত দলিলটি গত ইং- ১০/১১/২০২৩ তারিখে আমার কতৃক বাতিল বা রদ ঘোষণা করিয়া ভারতীয় ডাকের মাধ্যমে রেজিস্ট্রি নোটিশ পাঠাইয়াছি, যাহা আপনি শ্রী সজল জোয়াদ্দার বিগত ইং-১১/১১/২০২৩ তারিখে গ্রহন করিয়াছেন। আমি আমার মক্কেলের পক্ষ হইতে এই বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে জানাইতেছি যে উক্ত' আমোক্তারনামা আমার মক্কেল বাতিল বা রদ করিয়াছেন এবং আপনি শ্রী সজল জোয়াদ্দার উক্ত সম্পত্তি হইতে কোন অংশ বিক্রয় বা দলিল সম্পাদন করিবেন না।

তাং- 2/2/24

নিবেদক-
JYOTI SADHUKHAN
Advocate
Krishnanagar Dist. Judges & Criminal Court
MOB-8670877087.

বিজ্ঞপ্তি

**In the Court of the District Delegate, Kharagpur, Paschim Medinipore
Succession Certificate
Case No. 27 / 2023**

1) Ranjan Dubey, 2) Khokan Dubey 3) Abhijit Dubey, All of Vill - Sanjual, P.O. Kharagpur, P.S. - Kharagpur (T), Dist - Paschim Medinipur .... **Petitioners**

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর টাউন থানার অন্তর্গত সাঁজুয়াল সাকিনে বসবাসকারী সুকুমার দূবে গত ইং ১২.০৭.২০২৩ তারিখে মারা গিয়াছেন। মৃত্যুর সময় নিম্ন বর্নিত LICI Kharagpur শাখায় তাহার নামিত একটি 498638610 নং Policy যাহার Date Commencement 28.03.2009 তাহাতে Rs. 2,36,000/- & Other Benefits জমা আছে। উক্ত টাকার উত্তরাধিকার সাব্যস্তের জন্য দরখাস্তকারীগন অর্থাৎ তাহার তিন পুত্রগন উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন নচেৎ এক তরফ শুনানী হইবে। অত্র মোকর্দ্দমার পরবর্তী তারিখ ০৬.০৩.২০২৪।

**মদন মিশ্র
সেরেস্তাদার**
ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট, খড়্গপুর
জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর। 01/01/2024

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী বরুন মন্ডল, পিতা- বাসুদেব মণ্ডল, বয়স-৪৬ বৎসর, ১৮, দমদম রোড, পোঃ- ঘুঘুডাঙ্গা, থানা- চিৎপুর, উঃ ২৪ পরগণা, কলিকাতা-৩০ নিবাসী। উনি ইং ১৪ই জুন, ২০১৮ তারিখে শ্রীমতী পারুল দাস, স্বামী- বাসুদেব দাস -এর নিকট হইতে তৌজি নং- ১৭২, জে.এল. নং- ৪, ফিঙ্গা মৌজার অন্তর্ভূক্ত ২৪৩ নং দাগের দুই কাঠা পরিমাপের একটি জমি খরিদ করেন। যাহার ঠিকানা- ৪৭৯ নং সপ্তগ্রাম, ৩ নং ওয়ার্ড- দমদম পৌরসভার অন্তর্গত কলিকাতা- ৭০০০৪৯। কিন্তু শ্রীমতী পারুল দাসের পুরানো দলিল, যাহার নং- I-২৯৪২।২০১৬, দলিলটি নিখোঁজ হইয়া গিয়াছে। উক্ত দলিল রেজিষ্ট্রী হয় ইং ২৭-০৯-১৬ তারিখে। যদি এই দলিলটি কেউ পেয়ে থাকেন তবে আমার মক্কেলের সঙ্গে পনের দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

**শশাঙ্ক শেখর রায়
এ্যাডভোকেট
ব্যারাকপুর কোর্ট
মোঃ ৯০৩৮৮৬১১০১**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৬ই ফেব্রুয়ারি। মঙ্গলবার, ২২শে মাঘ। একাদশী তিথী। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ এক নতুন যোগাযোগের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কেনাকাটা করলে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি হবে, তা কিনতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য সমস্যা সমাধানের দিন। প্রবীণ নাগরিক যারা ব্যাধি তে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের মুক্তির দিন। বিবাহের ব্যাপারে কোন কথা পাকা হতে পারে। প্রতি সোমবার বাবা মহা মৃত্যুঞ্জয়ের উপবাস সহ শিব পূজা করুন।

বৃষ রাশি : মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা কোন এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তা বাধা পড়বে। যারা লেখক-সাংবাদিকতা করেন, শিল্পী কলাকুশলী তাদের যে চূড়ান্ত পারফরমেন্স হওয়ার কথা ছিল, সেটা থমকে যাবে। নজর আপনার প্রতি থাকবে ।বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ নয় ।হরি ওম হরি ওম বলুন পথ চলুন।

মিথুন রাশি : নতুন কর্মের সম্ভাবনাময় দিন। যে চিন্তাটা আগে করেছিলেন, আজ আবার পুনরায় করুন, শুভ ফল পাবেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনার কাজে তুষ্ট থাকবেন। সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রবিন নাগরিকদের ব্যাংক ইন্সুরেন্সের ক্ষেত্রে, শুভ। কৃষি জমি, বাস্তু জমি, দোকান ঘর ,বিক্রয়ের ব্যাপারে কথা বলতে পারেন। বিবাহের ব্যাপারে পাকা কথা হওয়ার সম্ভাবনা। শ্রী শিবনাম করুন ১০৮ বার শুভ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মের জন্য শুভ দিন। গত কয়েকদিন ধরে যে পরিশ্রম করেছেন, আজ তার মূল্যায়ন হবে। বাড়ি ও বাস্তু জমি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সন্তানের বিদ্যালয়ের সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রেমিক যুগল শুভ দিন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে অশান্তি ছিল, আজ তার সমাধান হবে। পরিবারের প্রবীণ মানুষের সহায়তা লাভ। পরিবারে নারীর দ্বারা নারীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। সতর্ক থাকুন বন্ধু বেশি শত্রুরূপী মানুষের থেকে। যারা ব্যবসা করেন ,তাদের জন্য অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। এক ঐশ্বরিক সহযোগিতা পাবেন।

কন্যা রাশি : আজ সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি কাটাবেন ।পুরাতন বান্ধব দ্বারা যে সহযোগিতা প্রাপ্তির কথা ছিল, তা আজ বাধা পড়বে। যে কাজটা হয়ে গেলে মানসিক শান্তি এবং অর্থ লাভ দুটোই হতো, সেই কাজে বাধা পড়বে। ব্যাংক ইন্সুরেন্স এর ব্যাপারে অশুভ ।আজ যেটা নিয়ে খুব দৌড়াদৌড়ি করবেন সে কাজে বাধা আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসা-বাণিজ্যে দুশ্চিন্তা ।ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্গা দিন উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : আজকের দিনটি অতি ব্যয় হবে। বন্ধুর জন্য যে কাজ করছেন, তাতে কি বন্ধুর সহযোগিতা পাবেন? সত্য কথা, স্পষ্ট কথা, বলা ভালো। কিন্তু রুঢো বাক্য ব্যবহার করার আগে, পরিবেশ দেখে নিন। শত্রু বেশি মানুষ আশেপাশে আছে সতর্ক থাকবেন। কৃষ্ণ নাম করুন।

বৃশ্চিক রাশি : সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় শুভ যোগ। যে সম্পত্তি বিক্রয় বা ক্রয়ের কথা ভাবছেন তা আজ চূড়ান্ত করতে পারেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সন্তানের বিদ্যা ভাগ্য শুভ। ধৈর্য রাখলে আজ অত্যন্ত শুভ দিন। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র প্রদান করুন।

ধনু রাশি : যারা বিক্রয় প্রতিনিধি, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। আজ কর্মের সম্মান বৃদ্ধি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া টার্গেট হয়তো ফুলফিল হতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। উচ্চ বিদ্যায় যারা রয়েছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিদেশে আছেন তাদের পরিবারে, পারিবারিক আনন্দ বৃদ্ধি হবে। পোষ্য কুকুর বিড়ালকে নিয়ে, যে সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাবে। প্রতিদিন মা দুর্গার ছবিতে কর্পূর আরতি করুন অতীব শুভ।

মকর রাশি : গৃহে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও মনের মধ্যে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। সন্তানের জন্য যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন, আজ তা আটকে গেল। যারা কর্মে নতুন পথের সন্ধান চেয়ে অপেক্ষা করছেন, তাদের জন্য দিনটি ঠিক নয় ১০৮ বিল্লপত্র দ্বারা ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : পারিবারিক শান্তির বাতাবরণ ।আটকে থাকা অর্থ হাতে আসার প্রবল সম্ভাবনাময় দিন। ব্যবসায়ীদের শুভ দিন, অর্থপ্রাপ্তির দিন। বিদ্যার্থীদের বিশেষত যারা আইনি বিদ্যা বিষয়ে পড়াশোনা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাজটি করে দেওয়ার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা খনিজ পদার্থ, তরল পদার্থ, জল, কেমিক্যাল এইসব দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অতীব শুভ দিন। সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তার অবসান হবে। ভগবান বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র নিবেদন করুন অতীব শুভ।

মীন রাশি : দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কষ্টের হাত থেকে মুক্তি। দুশ্চিন্তার অবসান হবে। বিশেষত পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের শুভ গৃহবধূদের শুভ। প্রবিন নাগরিকদের ব্যাধি বা পীড়া কাল শেষ। মহা মৃত্যুঞ্জয় শিবের পুজো করুন।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

জল জীবন মিশন প্রকল্পে গতি আনতে মন্ত্রিগোষ্ঠী গঠন মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জল জীবন মিশন প্রকল্প নিয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে ফের একবার ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি এই প্রকল্পের কাজে আরও গতি আনতে তিনি একটি মন্ত্রিগোষ্ঠী গঠন করে দিয়েছেন। প্রকল্পের কাজ যাতে দ্রুত এগোয় এই গোষ্ঠী তা দেখাশোনা করবে। সুত্রের খবর এই মন্ত্রিগোষ্ঠীতে থাকছেন অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, শশী পাঁজা, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, পুলক রায় এবং মলয় ঘটক। এছাড়াও থাকছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব ভগবতীপ্রসাদ গোপালিকা এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের সচিব সুরেন্দ্র গুপ্ত। ২০২৪ সালের মধ্যেই রাজ্যের গ্রামীন এলাকার প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। সেই কাজ যাতে সময়ে শেষ হয়, মুখ্যমন্ত্রী তাই এইমন্ত্রীগোষ্ঠী তৈরি করে দিয়েছেন। নবান্ন সূত্রে খবর, এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'কেন্দ্রের জলজীবন মিশন ৭৫ শতাংশ খরচ করছে রাজ্য সরকার। অথচ নাম হচ্ছে কেন্দ্রের। প্রসঙ্গত, এই প্রকল্পে খরচ হওয়া অর্থের ৫০ শতাংশ দিতে হয় রাজ্যকে, বাকি অর্ধেক দেয় কেন্দ্রে। কিন্তু জলের লাইন বসাতে যে জমির প্রয়োজন হয় তা রাজ্য সরকারকেই দিতে হয়। এই জমি নেওয়ার জন্য খরচও করতে হয় রাজ্যকে। সম্প্রতি এই প্রকল্পের অগ্রগতি দেখতে কেন্দ্রীয় সচিব বিনি মহাজনের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় দল রাজ্যে ঘুরে গিয়েছে। তাঁরা প্রশংসা করার পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করার কথাও জানিয়ে গিয়েছেন। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর সূত্রে খবর, প্রায় ৭৫ লক্ষ বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। যেভাবে কাজ এগোচ্ছে এবছরের মধ্যে ১ কোটি জলের সংযোগ দেওয়া সম্ভব হবে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে এদিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, মোট ১ হাজার ১০০-রও বেশি নতুন পদ সৃষ্টি করা হবে। যার মধ্যে যুগ্ম নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট পদে ৩২৪টি, জেলার জনস্বাস্থ্য নার্সিং অফিসার পদে ২৪টি, স্টাফ নার্স ৪০৫টি, গ্রেড-২ তে সিনিয়র পাবলিক হেলথ নার্স ৩৫৮টি অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করা হবে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে এদিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, মোট ১১০০-রও বেশি নতুন পদ সৃষ্টি করা হবে। যার মধ্যে যুগ্ম নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট পদে ৩২৪টি, জেলার জনস্বাস্থ্য নার্সিং অফিসার পদে ২৪টি, স্টাফ নার্স ৪০৫টি, গ্রেড-২ তে সিনিয়র পাবলিক হেলথ নার্স ৩৫৮টি অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করা হবে।

হুগলির ত্রিবেণীতে মহাকুম্ভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি জেলার ত্রিবেণী সপ্তর্ষিঘাটে ১২ এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি শাহীস্নান অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে জুনা আখড়ার সন্ন্যাসী সুন্দরগিরি মহারাজের তত্ত্বাবধানে এক হাজার নাগা সন্ন্যাসীর উপস্থিতিতে ১৫৮টি কুণ্ডে মহাযজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে। উপস্থিত থাকবেন কাশীর শঙ্করাচার্য, দ্বারকার জগৎগুরু শঙ্করাচার্য, কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত, পুরীর দৈতপতি প্রমুখ সাধু ধর্মাত্মাগণ। ভারতীয় সংস্কৃতি দপ্তরের পরিচালনায় কুম্ভ কমিটির তত্ত্বাবধানে অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের সর্বাধীশ কিঙ্কর বিঠ্ঠল মহারাজের পৌরোহিত্যে ওঙ্কারনাথ মিশনের ব্যবস্থাপনায় শাহী স্নান অনুষ্ঠিত হবে। বিশিষ্ট সাধুদের শ্রী শ্রী ঠাকুর ওঙ্কারনাথ লীলাভূমি ডুমুরদহ রামাশ্রমে অবস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে আশ্রম কর্তৃপক্ষ।

দাসনগরে ইডি হানা, টানা এগারো ঘণ্টার তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: সোমবার সকাল থেকেই হাওড়াতে ইডি আধিকারিকদের হানা। হাওড়ার দাসনগর এলাকার বিপ্লবী অনাদি দাস, সরণ লেনে, সোমবার সকাল গৌতম বর্মনের বাড়িতে চার সদস্যের ইডির আধিকারিক দল হানা দেয়। সকাল ৮ টা ৩০ মিনিটে তারা বাড়িতে ঢোকেন। যদিও কোন বিষয়ে এই তল্লাশি তা জানাননি আধিকারিকরা। যা নিয়ে এলাকাতে যথেষ্ট চাঞ্চল্য দেখা যায়। সকাল থেকে এগারো ঘণ্টার তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদের পর অবশেষে সন্ধ্যা ৭ টার পর ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান আধিকারিকরা। যদিও তল্লাশি নিয়ে আধিকারিকরা কোনো প্রশ্নের উত্তর দেননি। প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেননি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে তারা গাড়ি নিয়ে চলে যান।

গত বছরে বিভিন্ন সময়ে হাওড়ার বিভিন্ন ঠিকানাতে একাধিকবার ইডি, সিবিআইয়ের হানা হলেও চলতি বছরের শুরুতে এই প্রথম ইডির আধিকারিকরা হাওড়াতে হানা দিল।

সরকারের কাছে সিআইএল ও এসসিসিএলের তরফ থেকে আর্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিআইএল ও এসসিসিএল-এর অর্ধ মিলিয়ন অবসরপ্রাপ্ত কয়লা খনি শ্রমিক, শ্রমিক ও কর্মচারীদের পক্ষে সিআইএল/ এসসিসিএল এবং জেবিসিসিআই-সিআইএল-এর কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য, এবং সিএমপিএফও-এর বিওটি অর্থাৎ বোর্ড অফ ট্রাস্টির সদস্যদের পক্ষে বেশ কিছু আর্জি সামনে আনা হল। এই প্রসঙ্গে অ্যাসোসিয়েশন অফ রিটায়ার্ড এমপ্লয়িজ অফ কোল ইনডাস্ট্রি অ্যাট ক্যালকাটার-র প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ ঘোষাল জানান, সিআইএল ও এসসিসিএল-এর অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পেনশন বাড়ানোর মাধ্যমে সিআইএল এবং এসসিসিএল-৯৮-এর অভিন্ন বকেয়া সুবিধা প্রদানের আর্জি জানানো হয়েছে।

একজিকিউটিভ গ্রুপ এবং নন-একজিকিউটিভ গ্রুপের মধ্যে সুপার অ্যানুয়েশন বেনিফিটসের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য রয়েছে তা নির্মূল করার ক্ষেত্রেও আর্জি জানানো হয়। তবে সে আর্জিতে কর্ণপাত করা হয়নি। এরই প্রেক্ষিতে আরও আর্জি জানানো হয়েছে যে, অবসরকালীন ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে অভিন্ন নীতি গ্রহণের। দাবি করা হয়েছে, গ্র্যাচুয়িটির ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আনা হোক। ন্যূনতম পেনশনের অংক বাড়ানো হোক। ওয়ান ব্যাঙ্ক ওয়ান পেনশন নীতি চালু করা হোক।

অতিরিক্ত দায়িত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের সচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হল। এই দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব অজিতরঞ্জন বর্ধন শুধুমাত্র জলপাইগুড়ি ডিভিশনের কমিশনার পদে থাকবেন। সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষাদপ্তরের প্রধান সচিব বিনোদ কুমারকে কেএমডিএ,র সিইও পদের দায়িত্ব দেওয়া হল। সোমবার কর্মী বর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর থেকে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পরিদর্শনে চিফ কমিশনার অফ রেলয়ে সেফটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: চিফ কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি জনক কুমার গর্গ সোমবার হুগলি নদীর তলদেশ দিয়ে ট্রলিতে পূর্ব-পশ্চিম মেট্রোর হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড স্টেশন পরিদর্শন করেন। এটি কলকাতা মেট্রোর কাছে নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত কারণ, সিসিআরএস-এর এই পরিদর্শন এবং অনুমোদন এই অংশে বাণিজ্যিক পরিষেবা চালু ও চালু করার জন্য আবশ্যক।

কলকাতা মেট্রো সূত্রে খবর, সোমবার চিফ কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি জনক কুমার গর্গ হাওড়া ময়দান স্টেশন থেকে এসপ্ল্যানেড স্টেশন পর্যন্ত ট্রলিতে পরিদর্শন শুরু করেন। পরিদর্শের সময় তিনি হুগলি নদীর নিচে সুড়ঙ্গ পথ, ট্র্যাক, টানেল বায়ুচলাচল ব্যবস্থা এবং টানেলের আলোর ব্যবস্থাও পরিদর্শন করেন।

এসপ্ল্যানেডে পৌঁছানোর পর সিসিআর এসপ্ল্যানেড স্টেশনে প্রবেশের এবং প্রস্থান গেট, যাত্রী ইন্টারচেঞ্জিং পয়েন্ট ব্লু লাইন এবং গ্রিন লাইন, স্টেশন সিস্টেম ম্যাপ, লিফট, এসকেলেটর, স্টেশন সাইন এবং অন্যান্য যাত্রী সুবিধাগুলি পরিদর্শন করেন। এসপ্ল্যানেড স্টেশন পরিদর্শন শেষে গার্গ ফের এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান স্টেশন ট্রলির মাধ্যমে পরিদর্শন করেন। সোমবারের এই পরিদর্শনকালে কলকাতা মেট্রোর প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার এবং অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার (এজিএম)ভি কে শ্রীবাস্তব এবং মেট্রো রেল ও কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেডের অর্থাৎ কেএমআরসিএলঃএর অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকরাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

বিশিষ্ট সমাজসেবী ও খ্যাতনামা সাংবাদিক শাশ্বতী দাস পেলেন রোটারি রত্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: জীবন সাথী বিকাশ ফাউন্ডেশনের কর্ণধার তথা প্রেসক্লাব অফ ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট এর ন্যাশনাল সেক্রেটারি সহ স্টেট প্রেসিডেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং পি২৩ নিউজের চিফ এডিটর শাশ্বতী দাস প্রাপ্ত সম্মাননার মুকুটে আরো একটি সম্মাননার পালক সংযোজিত হল 'রোটারি রত্ন'। এর আগে তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে সম্মানিত হয়েছেন যথা - দ্য রিয়েল সুপার ওমেন, ম্যাজিক বুক অফ রেকর্ড নারী শক্তি অ্যাওয়ার্ড, ভারত গৌরব সম্মান এছাড়াও বহু বিশেষ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তিনি। এসব কিছুর পিছনে ছিল কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য - সহনশীলতা, কর্মের প্রতি নিষ্ঠা এবং স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা। সাংবাদিকতা-সহ সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সমাজের উন্নতি সাধন তার একমাত্র লক্ষ্য।

কলকাতার লেকগার্ডেন্স নিবাসী শাশ্বতী দাস যিনি স্বপ্ন দেখেছেন, স্বপ্ন বুনেছেন, স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছেন। কিশোরী বয়স থেকেই তার সুপ্ত বাসনা ছিল সমাজের জন্য কিছু করার। তার এই কিছু করে দেখানোর ইচ্ছার ফলস্বরূপ হিসেবে, তিনি আজ কেবল গৃহবধূ শাশ্বতী দাস নন। তিনি একজন সাংবাদিক একজন সমাজসেবীও । প্রথম দিকে নিজের কর্মনিষ্ঠা এবং অক্লান্ত পরিশ্রম থাকা সত্ত্বেও সমাজসেবার কাজে অর্থ সংকট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই অর্থ সংকট থেকে মুক্তি পেতে, তিনি শহরের নানান প্রান্তে জামা কাপড়ের স্টল দেন এবং সেখান থেকে উপার্জিত অর্থ তিনি সমাজসেবার কাজে ব্যবহার করেন। তিনি আজও লড়ে যাচ্ছেন পথশিশুদের ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করতে । শহর থেকে দূরে ইটভাটা সংলগ্ন এলাকায় তিনি একটি শিক্ষায়তন করেছেন। যেখানে শিশুরা কেবল পুঁথিগত বিদ্যায় শিক্ষিত হয় না, সঙ্গে রয়েছে নাচ, গান, কবিতা অঙ্কন আর সঙ্গে রয়েছে শিশু এবং তার মায়েদের জন্য হাতের কাজ শেখার সুযোগ। অসহায় মানুষের পাশে কখনো অভিভাবক, কখনো সন্তান রূপে, আবার কখনো মা রূপে তিনি রয়েছেন পাশে। ঠিক তেমনি মানুষের অধিকারের লড়াইয়ে পাশে রয়েছেন সর্বদা। তার নতুন স্বপ্ন একটি হাসপাতালের। অন্নবস্ত্র এবং কর্মের মতোই সুস্বাস্থ্য মানুষের অধিকার। মানুষকে সুস্বাস্থ্যের অধিকার দিতেই এই হাসপাতাল নির্মাণ। বিনা চিকিৎসায় যেন কারো প্রাণ সংশয় না ঘটে।

কিছু করে দেখানোর স্বপ্নের উড়ান শাশ্বতী দাসকে সাধারণ থেকে অসাধারণ করে তুলেছে। নিজস্ব সংবাদমাধ্যম এবং নিজস্ব সমাজসেবী সংস্থার কর্তৃরূপে আজ তিনি বিরাজমান। সমাজের সকল শ্রেণির নারীর কাছেই শাশ্বতী দাস আজ একজন আইডল। তিনি বলেন, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কম বেশি স্বপ্ন তো আমরা সবাই দেখি, কিন্তু এই স্বপ্নকে বাস্তবে পূরণ করে রাত জাগাই তো জীবন। স্বপ্ন পূরণের জন্য লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য পূরণের জন্যই স্বপ্ন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা কি কি পেয়েছি সেটা প্রশ্ন নয়। কিকি করেছি সেটাই প্রশ্ন। কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। পরিচয় দ্বারা কাজ কিছু সময়ের জন্য থাকে কিন্তু কাজের দ্বারা প্রাপ্ত পরিচয় সারাজীবন থাকে।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২২ মাঘ ১৪৩০ মঙ্গলবার

রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তের ভার সিবিআইকে দেওয়ার আর্জি ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন দুর্নীতির তদন্তের ভার সিবিআইকে দেওয়ার আবেদন নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হল অপর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি বা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। রেশন দুর্নীতির ফৌজদারি মামলাগুলি সিবিআইকে দিয়ে তদন্তের দাবি করে এবার মামলা করল ইডি। আদালত সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত ছ'টি এফআইআর-এর পাঁচটিতে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। আর একটির চূড়ান্ত রিপোর্ট দিয়েছে পুলিশ। এদিকে রাজ্যে এর বাইরে কোনও এফআইআর হয়ে থাকলে তা রাজ্যকে জানাতে নির্দেশ দেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। এছাড়াও এরই প্রেক্ষিতে বালিগঞ্জ থানায় রেশন দুর্নীতির বিচার প্রক্রিয়ায় আপাতত স্থগিতাদেশ দেন বিচারপতি সেনগুপ্ত। পাশাপাশি তিনি ছ'টি এফআইএর-এর কেস ডায়েরিও তলব করেন। একইসঙ্গে বিচারপতি এও নির্দেশ দেন পরবর্তী শুনানির দিন, অর্থাৎ ৫ মার্চ এই কেস ডায়েরি পেশ করার। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত এদিন স্পষ্টতই জানান, রেশন দুর্নীতি তদন্তে প্রয়োজনে নতুন করে তদন্ত হবে। যে

তদন্তগুলি এখনও চলছে সেগুলিতে হাইকোর্টের অনুমতি ছাড়া চার্জশিট দেওয়া যাবে না। এদিন আদালতে ইডি জানায়, রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে মোট ২ হাজার কোটি টাকা দুবাই পাচার হয়েছে সীমান্ত দিয়ে। ইতিমধ্যে রাজ্যের শাসক দলের কয়েকজন প্রভাবশালীকে ইডি গ্রেপ্তার করেছে। বিচারপতি এদিন জানতে চান, কতগুলি তদন্ত বাকি আছে সে ব্যাপারে। এক্ষেত্রে জানানো হয়, মোট ৬ টা এফআইআর হয়েছে। ইডি জানায়, গত বছর ১১ ডিসেম্বর চিঠি লিখে পুলিশের কাছে কোন মামলার কী অবস্থা সেটা জানতে চাওয়া হয়। আমরা নতুন করে তদন্ত চাই সিবিআইকে দিয়ে। ইডি আদালতে জানায়, রেশন দুর্নীতি বিষয়ক যে মামলাগুলি রাজ্য পুলিশের তদন্তাধীন ছিল, তা যেন সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

তবে ইডির এই দাবির বিরোধিতা করে রাজ্য। রাজ্য জানায়, ফাইনাল রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে এফআরটি দিয়ে। একটা এজেন্সি চাইছে অন্য একটা এজেন্সি তদন্ত করুক, এটা হয় না। বিচারপতি জানান, অভিযুক্ত কোনওদিন তদন্ত সংস্থা বাছতে পারে না। এজেন্সি নিয়ে এটা খাটে না। ইডি জানতে চায়, রাজ্য জানাক, কোন কোন মামলা কী অবস্থায় আছে। উত্তরে রাজ্য জানায়, রেশন দুর্নীতি নিয়ে মোট ৫ টি মামলায় চার্জশিট হয়েছে। একটায় ফাইনাল রিপোর্ট দিয়েছে পুলিশ। রাজ্য হলফনামা দিতে চায়।

এদিকে শুধুমাত্র বালিগঞ্জ থানায় ২০১৯ সালে দায়ের হওয়া এফআইআর-এর ভিত্তিতে নিম্ন আদালতের বিচারপ্রক্রিয়ার ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয় আদালত। যদি এই মামলায় পুলিশের তদন্ত এখনও সচল থাকে তাহলে তার ওপরও বহাল থাকবে স্থগিতাদেশ সোমবার এমনও জানায় আদালত। এদিকে রেশন দুর্নীতিতে ৬ এফআইআর হয়েছে এই রাজ্যে। এই ৬ এফআইআরকে ধরে আর্থিক অপরাধ তদন্ত শুরু করে ইডি। এর মধ্যে রয়েছে কলকাতার দুই এবং নদিয়ার চারটি এফআইআর। রাজ্যের তদন্ত সঠিক হয়নি ৬ এফআইআর-এ, অভিযোগ ইডি'র। এর ভিত্তিতে আদালত জানায়, এই মুহূর্তে সার্বিক ভাবে কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়ার সুযোগ নেই। সোমবার এই প্রসঙ্গে রেশন দুর্নীতির বেশিরভাগ তদন্ত রাজ্য পুলিশ শেষ করেছে, পুলিশ চার্জশিট পেশ করেছে, চূড়ান্ত রিপোর্ট দিয়েছে, আদালতে জানান রাজ্যের আইনজীবী অমিতেশ বন্দোপাধ্যায়। পাল্টা আদালত জানায়, তাহলে আরও তদন্ত করার সুযোগ রয়েছে।

হাইকোর্টে এজি-র কাছে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্টে গিয়ে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তের সঙ্গে দেখা করলেন তৃণমূলের মুখপাত্র তথা রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ। বেশ খানিকক্ষণ কথা হয় দু'জনের। পরে কুণাল জানিয়েছেন, এসএলএসটি শরীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষা চাকরিপ্রার্থীদের তরফে তিনি অ্যাডভোকেট জেনারেলের সঙ্গে দেখা করে মামলার বিষয়ে কথা বলেন। কুণালের দাবি, অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন যে, ৭ ফেব্রুয়ারি মামলার শুনানির দিন রাজ্যের পক্ষ থেকে 'সদর্থক ভূমিকা' নেওয়া হবে।

২০১৬ সালের এসএলএসটি শরীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষা চাকরিপ্রার্থীদের প্যানেল প্রস্তুত হয়ে গেলেও নতুন মামলায় তা আটকে রয়েছে। নিয়োগের বিষয়ে রাজ্য সরকার শূন্যপদও তৈরি করেছিল। এ ব্যাপারটি গোড়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোচরে আনার কাজটি করেছিলেন কুণাল। কিন্তু আইনি জটে নিয়োগ কার্যকর হয়নি। উল্লেখ্য, বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু, অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তর পর রবিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন কর্মপ্রার্থীরা। রবিবার দুপুরে হেঁটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে গিয়ে তাঁর বাসভবনের সামনে পৌঁছন শরীরশিক্ষা-কর্মশিক্ষা চাকরিপ্রার্থীরা।

বস্তুত, পর্ষদও হলফনামা দিয়ে জানিয়েছে, এই প্যানেল বৈধ। এর আগে চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠকের পর কুণাল বলেছিলেন, 'রেকমেন্ডেশন (সুপারিশ) পেয়ে যাওয়ার পরেও চাকরি দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ, এমন এক জনের নামে মামলা করা হয়েছে, যাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।' কুণাল বলেছিলেন, 'কিছু আইনজীবী চাকরিপ্রার্থীদের সর্বনাশ করছেন। আমি চাকরিপ্রার্থীদের ধরনা মঞ্চে গেলে তাঁরা ডেপুটেশন (স্মারকলিপি) দেন। তা আমি দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রীকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আন্দোলনকারীদের প্রত্যেকের চাকরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিছু আইনজীবী মামলা করে নিয়োগ আটকে দিচ্ছেন। কোর্টের স্থগিতাদেশ না উঠলে নিয়োগ সম্ভব নয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী চান, সবাই চাকরি পান।'

তুলির টানে...। সোমবার কুমোরটুলিতে ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

স্বামীর অত্যাচারে নৈহাটিতে শিশু পুত্রকে হত্যা করে আত্মঘাতী মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নিত্যদিন মদ্যপ অবস্থায় স্ত্রীর ওপর অত্যাচার চালাতেন স্বামী। স্বামীর সেই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে চার বছরের শিশু পুত্রকে 'হত্যা' করে আত্মঘাতী হলেন মা। রবিবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নৈহাটি পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের অরবিন্দ পল্লিতে। মৃতার নাম বিশ্বমিত্রা অধিকারী ওরফে প্রিয়াঙ্কা (২৮)। নৈহাটি থানার পুলিশ মৃতার স্বামী শুভঙ্কর অধিকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, অধিকারী দম্পতির মধ্যে প্রতিদিন অশান্তি লেগেই থাকতো। রবিবার রাতে সেই অশান্তি চরমে ওঠে। অভিযোগ, বিশ্বমিত্রা তাঁর চার বছরের পুত্র সৌমিক অধিকারীকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়ে নিজেও আত্মঘাতী হন। খবর পেয়ে নৈহাটি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মা ও শিশুর নিথর দেহকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। যদিও দেহ দুটি উদ্ধারের সময় পেশায় ইলেকট্রিশিয়ান শুভঙ্কর ঘরে ছিলেন না। শুভঙ্করের জেঠতুতো দাদা দেবাশিস অধিকারী বলেন, সন্ধেতে পাশে এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ বাদে ভাই তাকে ফোন করে। বউমা প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে কথা ভাই কথা বলতে চেয়েছিল। কিন্তু ভাইকে বলেছিলাম এখন আমি বন্ধুর বাড়িতে। দেবাশিস

আরও বলেন, রাত ৯-৪০ নাগাদ বাড়িতে আসি। ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করে একটা ছেলে রাত দশটা নাগাদ নিজের সাইকেল নিতে আসে। বউমাকে অনেকবার ডাকে ওই ছেলেটি। কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে কোনও সাড়াশধ মেলেনি। তখন মাকে বলি একটু বউমাকে ডেকে দাও। মা গিয়ে দরজা খুলতেই দেখে দু'জন ঝুলছে। দেবাশিসের বক্তব্য, মদ খাওয়া নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে প্রিয়াঙ্কার অশান্তি হত। মাঝেমধ্যে ওদের ঝামেলা মিটমাটও করে দেওয়া হত। কিন্তু এত বড় ঘটনা ঘটবে তার বিন্দুমাত্র টের পাইনি। শুভঙ্করের জেঠিমা অনিতা অধিকারী বলেন, একজন সাইকেল নিতে এসেছিল। তখন দরজা খুলে প্রিয়াঙ্কাকে ডাকতে গিয়েছিলাম। কিন্তু দরজা খুলতেই হতবাক। নাতি দেখি সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলছে। আর বউমা গলায় ফাঁস অবস্থায় আলমারির এককোনে পড়ে রয়েছে। অনিতা দেবীর অভিযোগ, প্রায় শুভঙ্কর রাতে মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে মারধোর করত। ওকে অনেক বুঝিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুতেই কর্ণপাত করত না। জানা গিয়েছে, বাড়ির কাছেপিটে সুকুমার শিশু শিক্ষা নিকেতনে শিশু শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল খুদে সৌমিক। সোমবার থেকে ওঁর স্কুলে যাবার কথা ছিল। এদিন সকালে অশ্রুভেজা নয়নে অনিতা দেবী বললেন, এদিন থেকে স্কুলে যাবে বলে ওর মা রবিবার স্কুলের পোশাক কিনে এনেছিল। কিন্তু নাতির আর স্কুল যাওয়া হল না। তবে দাম্পত্য কলহে মা ও শিশুর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে নৈহাটির অরবিন্দ পল্লিতে। এতবড় ঘটনায় হতভম্ব অধিকারী পরিবার ও পড়শিরা। তবে ঠিক কি কারণে সন্তানকে হত্যা করে আত্মঘাতী হলেন মা, তা পুলিশকে যথেষ্ট ভাবাচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মৃতার স্বামীকে থানায় আনা হয়েছে।

সিএনজি না মেলায় অবরোধ রুবি মোড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিএনজি সংকটে অফিস টাইমে লম্বা লাইন পেট্রোল পাম্পে। আর তারই প্রতিবাদে রুবি মোড়ে রাস্তায় আড়াআড়িভাবে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিলেন বাস, ট্যাক্সি, প্রাইভেট গাড়ির চালকরা। সব মিলিয়ে সোমবার অফিস টাইমে অবরুদ্ধ রুবি মোড়। ইএম-বাইপাসে তৈরি হয় ব্যাপক যানজট। সোমবার সকালে এই ঘটনার জেরে রুবি মোড়ের একটা অংশ অর্থাৎ যেটা চিংড়িহাটার দিকে, সেটা সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। পরপর দাঁড়িয়ে থাকে বাস। আধ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে চলে এই পরিস্থিতি। স্বাভাবিকভাবেই চরম ভোগান্তি অফিস যাত্রীরা। বেশিরভাগ যাত্রী জানেনেই না কী কারণে এই অবরোধ। এদিকে এই অবরোধের মাঝেও দেখা গিয়েছে, নীলবাতি গাড়িও দাঁড়িয়ে রয়েছে। এদিকে এদিন ছিল মাধ্যমিক পরীক্ষাও। তার মধ্যে রুবির মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এইভাবে অবরুদ্ধ হওয়ার জেরে চরম ভোগান্তিতে পড়েন আমজনতা।

এদিকে অবরোধকারীদের অভিযোগ, তাঁরা সিএনজি পান না। আর সিএনজি মেসে চার ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর। আমাদের কথা কেউ শুনছে না। শুধু নতুন নতুন গাড়ি এনে দিচ্ছে। আর এই প্রসঙ্গে অবরোধকারীদের দাবি, তাহলে সরকারকে সেরকম ব্যবস্থা করতে হবে।

এসএসসির ওএমআর শিট পরীক্ষার্থীদের দেখানোর অনুমতি কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র (ওএমআর শিট) দেখার সুযোগ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

সোমবার এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানি ছিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ সব্বর রশিদির বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চে। শুনানি চলাকালীন বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, কোনও এসএসসি পরীক্ষার্থী (নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ, গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি) চাইলে নিজেদের ওএমআর শিট দেখতে পারবেন। তবে তার জন্য মঙ্গলবার বিকেল ৪টের মধ্যে সিবিআইয়ের কাছে আবেদন করতে হবে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীদের। ওএমআর শিট নিয়ে কারও কোনও আপত্তি থাকলে, তা-ও তাঁরা আদালতে জানাতে পারবেন বলে জানিয়েছে বিচারপতি বসাক এবং বিচারপতি রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ।

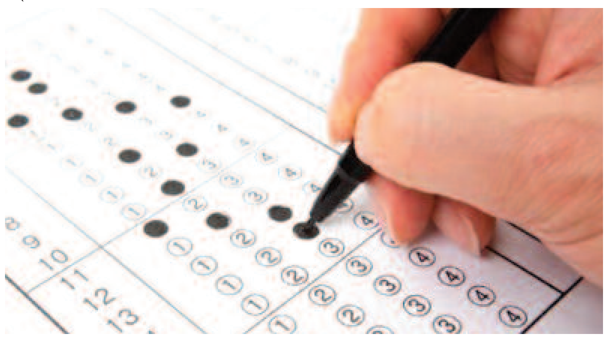

উল্লেখযোগ্য যে, এসএসসির মামলার এই ওএমআর শিটগুলি গাজিয়াবাদ থেকে উদ্ধার করেছিল সিবিআই। পরে সেগুলি হাইকোর্টে জমা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এবার সেই উত্তরপত্রগুলিই পরীক্ষার্থীদের দেখার সুযোগ করে দিল উচ্চ আদালত।

নিজের মৃত্যু নিয়ে ভুয়ো খবরের জেরে কলকাতা থেকে পুনম পাণ্ডের কাছে গেল আইনি নোটিস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিজের মৃত্যু নিয়ে ভুয়ো খবর ছড়িয়ে ফ্যাসাদে মডেল তথা বলি অভিনেত্রী পুনম পাণ্ডে। জরায়ু ক্যানসারের মতো একটি অতি সংবেদনশীল ইস্যুকে নিজের সস্তা প্রচারের জন্য ব্যবহারের অভিযোগে এবার আইনি চিঠি পাঠানো হল পুনমকে। আর তা পাঠানো হয়েছে কলকাতার এক সমাজসেবী অমিত রায়ের তরফ থেকে। অভিযোগ, প্রচারের আলোয় থাকার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে মানুষকে ভুল বোঝানো হয়েছে। সঙ্গে এ অভিযোগও আনা হয়েছে যে, আত্ম-প্রচারের জন্য জরায়ু ক্যানসারের মতো একটি অতি স্পর্শকাতর বিষয়কে ব্যবহার করেছেন পুনম।

এই প্রসঙ্গে সমাজসেবী অমিত রায়ের বক্তব্য, লাখ লাখ মহিলা এই জরায়ু ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করছেন। আর এমন একটি বিষয়কে আত্মপ্রচারের জন্য ব্যবহার করা শুধুমাত্র অনৈতিক নয়, বিপজ্জনকও বটে। এই 'পাবলিসিটি স্টান্ট'-এর জেরে মানুষের মধ্যে অহেতুক ভয়, উদ্বেগ জন্মেছে বলেও অভিযোগ

অমিতবাবুর।

এমন অবস্থায় তাই এবার পুনম পাণ্ডেকে আইনি চিঠি পাঠিয়ে হুঁশিয়ারি দিতে দেখা গেল অমিত রায়কে। কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী সায়ন সচিন বসু মারফত চিঠি পাঠিয়ে, পুনমকে এই ধরনের কাজের জন্য জনসমক্ষে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান তিনি। একইসঙ্গে আগামী দিনে যাতে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণ করতে এই ধরনের বিভ্রান্তকর কাজকর্ম থেকে বিরত থাকতেও বলেছেন। নাহলে আইনি পদক্ষেপ হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন অমিত রায়।

অমিত রায় জানাচ্ছেন, পুনম পাণ্ডের এই কীর্তিতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত। একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, মানুষের সেন্টিমেন্ট নিয়ে খেলা হচ্ছে। সস্তার প্রচার পাওয়ার চেষ্টা করেছেন পুনম পাণ্ডে। এতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত, ব্যথিত। নিজের অনুরাগীদের সেন্টিমেন্ট নিয়েও উনি খেলেছেন। সেই কারণেই আমি আইনি পদক্ষেপের দিকে এগোচ্ছি। উনি যদি জনসমক্ষে ক্ষমা না চান, তাহলে আগামী দিনে আমি মামলা করব বলে ঠিক করেছি।'

এই বিষয়ে সমাজসেবী অমিত রায়ের আইনজীবী সায়ন সচিন বসু জানান, 'আমরা ই-মেলের মাধ্যমে পুনম পাণ্ডেকে আইনি নোটিস পাঠিয়েছি। কলকাতার ডেপুটি পুলিশ কমিশনারকেও এই আইনি নোটিসের প্রতিলিপি পাঠিয়েছি। আমরা বলেছি, পুনম পাণ্ডেকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। না হলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

পুনমের এই মৃত্যু-বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল শুক্রবার। পুনম পাণ্ডে নাকি মারা গিয়েছেন। শুক্রবার সকালে আচমকা সোশ্যাল মিডিয়ায় এই নিয়ে হইচই পড়ে যায়। অবিশ্বাসের কোনও কারণ ছিল না। কারণ মডেল-অভিনেত্রীর ম্যানেজার নিজে সেই মৃত্যু-সংবাদ শেয়ার করেছিলেন। সে সবের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই নিজেই আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকট হলেন পুনম। জানালেন, তিনি মরেননি। মৃত্যু বিতর্কের মাঝেই ইনস্টাগ্রামে আবির্ভাব হয়ে জানালেন, জরায়ু ক্যানসার নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতেই নাকি তিনি এই কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন।

অগ্নিমূল্য রসুন, দাম ছাড়াল কেজি পিছু ৫০০ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কিছু মাস আগে পেঁয়াজ কিনতে চোখে জল এসেছিল। এবার রসুন কিনতে হাত পুড়ছে মধ্যবিত্তের। আচমকা রসুনের দাম কেজি পিছু ৫০০ টাকা ছাড়াল! শীতের মরসুমে এবার অল্পবিস্তর সব আনাজেরই দাম ছিল চড়া। অগ্নিমূল্যের সেই বাজারে এবার নতুন সংযোজন রসুন। সেই দামেও যে বেশ ভালো জাতের মোটা দানার রসুন মিলছে, তা-ও কিন্তু নয়। ইদানীং রসুনের কোয়া ছাড়ালেই দেখা যাচ্ছে ভেতরটা ফাঁপা।

জানা যাচ্ছে, পেঁয়াজের দাম বাড়লে রাজনৈতিক ভাবে তার জন্য বাদ-প্রতিবাদ হয়, কিন্তু রসুন নিয়ে কোনও প্রতিবাদ নেই! পেঁয়াজের দাম বাড়লে সরকারেরও টনক নড়ে। কিন্তু রসুনে এসব কিছুই হয় না! রসুনের এই আকাশছোঁয়া দাম আমিষভোজী, ভোজনরসিকদের হতাশ করে তুলেছে। কেননা, যে কোনও আমিষ রান্নার অপরিবহার্য অংশ, তা পরিমাণে যত কমই লাগুক, হল এই রসুন।

কৃষিবিশেষজ্ঞদের কথায়, সামগ্রিক ভাবে আবহাওয়ার ছন্দপতনই এর পিছনে বড় কারণ। তা ছাড়া এবারের বিক্ষিপ্ত বর্ষা এবং মরশুমের শেষের দিকে বৃষ্টির

পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় রসুনচাষে বড় রকম ব্যাঘাতও ঘটেছে। তারই প্রভাব পড়েছে রসুনের দামেও।

পশ্চিমবঙ্গে রসুন চাষ খুবই অল্প হয়। ফলে এজন্য অন্য রাজ্যের উপর নির্ভরতা সব সময়ই রসুনের দাম বেশির দিকে রাখে। দেশে সবচেয়ে বেশি রসুন চাষ হয় তিনটি রাজ্যে মধ্যপ্রদেশ, গুজরাত এবং মহারাষ্ট্রে। অন্য কয়েকটি রাজ্যেও রসুনচাষ হয়। কৃষিবিশেষজ্ঞেরা বলছেন, বছরে দু'বার রসুন ওঠে খারিফ এবং রবি মরশুমে। এর মধ্যে খারিফ বা বর্ষাকালীন রসুন চাষ হয় মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাতে, পাশাপাশি ছত্তিসগঢ়, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, রাজস্থানেও। আর শীতকালীন অর্থাৎ, রবি-রসুন ফলে পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পাশাপাশি বিহার, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গেও।

শীতের আমেজ নেই মহানগরী তিলোত্তমায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গ্রাম বাংলায় আবারও ফিরল শীতের আমেজ। সোমবার ভোর ও সকালের দিকে কলকাতা ও লাগোয়া জেলা-সহ অন্যান্য জেলাগুলিতে শীতের আমেজ অনুভূত হয়েছে। তবে, শীতের তেমন আমেজ নেই মহানগরী তিলোত্তমায়। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি। গরম জামা-কাপড় গায়ে চড়ানোর আর তেমন প্রয়োজন পড়ছে না মহানগরীতে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর আবারও বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে। ৬ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের তিন জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তার পর থেকে গোটা দক্ষিণবঙ্গে আবার বৃদ্ধি পেতে পারে তাপমাত্রা। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিঙে আগামী পাঁচ দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তুষারপাতও হতে পারে।

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞানীরা রোগের আবিষ্কার ও নিরাময়, দুই করতে পারেন

কোভিড প্রসঙ্গে বিজ্ঞানীরা নাকি একটা আতঙ্ক জিইয়ে রাখছেন। প্রথম কথা হল, এই ধারণাটি, যে; বিজ্ঞানীদের বেশি প্রয়োজন রোগের নিবারণে মনোযোগ দেওয়া, রোগের আবিষ্কারে নয়, এটি একেবারেই ভুল কথা। আমাদের দেশ যখন স্বাধীন হয়, সেই ১৯৪৭ সালে আমাদের দেশের মানুষের গড় আয়ু ছিল মোটামুটি ৩২ বছর। আজ সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সত্তরে। এই যে মানুষ বেশি দিন বেঁচে থাকছেন, বেশি দিন সুস্থ থাকছেন, সেটার কারণ শুধুমাত্র উন্নত মানের ওষুধ আবিষ্কার নয়। কারণ, আমাদের বিজ্ঞানীরা এখন বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে অনেক বেশি জানেন। এই জানা থেকেই আসে অনেক বেশি ওষুধের আবিষ্কার, শুধুমাত্র ধনী দেশের ধনী মানুষদের জন্য নয়, ছাপোষা মানুষদের জন্যও। রোগ আবিষ্কার আর রোগের নিরাময়, দুটো ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। রোগটা না বুঝে, তাকে নিরাময় করতে গেলে গড়িয়াহাটের ভিড়ে চোখ বেঁধে হাঁটা হয়ে যাবে। আর এই দীর্ঘতর আয়ু, মোটামুটি ভাল ভাবে বেঁচে থাকার পিছনে অনেক বিজ্ঞানীর হাড়ভাঙা পরিশ্রম আছে। 'আবিষ্কার' ব্যাপারটি করেন বিজ্ঞানীরাই, তা সে জীবনদায়ী ওষুধই হোক কি হাইড্রোজেন বোমা। কিন্তু কোন আবিষ্কার কোন কাজে লাগছে, সেটা ঠিক করেন প্রশাসকেরা। আমাদের সমাজ যত তাড়াতাড়ি এটা বুঝতে পারবে, ততই মঙ্গল।২০১৯ সালে আমরা যখন এই নামটা শুনলাম, তখন এটার ব্যাপারে কিছুই জানতাম না। দেশ-বিদেশের তাবড় বিজ্ঞানী এবং ভাইরাস বিশেষজ্ঞরাও খুব বেশি কিছু বলতে পারছিলেন না। এ রোগ কী ভাবে ছড়িয়ে পড়ে, শরীরের কোন কোন প্রোটিন কী ভাবে এ রোগ ছড়াতে কার্যকর ভূমিকা নেয়, কোন প্রোটিনকে ঠিক করে পাকড়াও করলে একটা ওষুধ বা একটা ভ্যাকসিন বেরোতে পারে, অজানা ছিল সব কিছুই। তার দেড় বছরের মাথায় যে ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়েছে, তা বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে দ্রুত ভ্যাকসিন আবিষ্কার। এবং তার কৃতিত্ব বিজ্ঞানীদেরই। এমনকি উপরের অজানা প্রশ্নগুলির প্রায় সব ক'টারই উত্তর অনেকাংশে বিজ্ঞানীরাই বার করেছেন। শুধু তা-ই নয়, একাধিক ভ্যাকসিনও তৈরি করা গিয়েছে। তাই আজ যখন কোভিড অতিমারি থেকে দীর্ঘমেয়াদি রোগ হয়ে উঠছে, তখন এই 'আতঙ্কতত্ত্ব' নতুন করে সাধারণ পাঠকের সামনে তুলে আনা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক এবং অনৈতিক। এটা হয়তো তর্কসাপেক্ষ যে, সকলকে সংক্রমিত করে টিকাকরণ কতটা গ্রহণযোগ্য, কতটাই বা সম্ভব। কিন্তু এ সব তর্কের মীমাংসা বিজ্ঞানীরাই করতে পারবেন। মোদ্দা কথা হল, বিজ্ঞানীরা রোগের আবিষ্কার যেমন করতে পারেন, নিরাময়ও তাঁরাই করার ক্ষমতা রাখেন। বিজ্ঞানীর কাজ ভয় দেখানো নয়, ভয়কে খুঁজে বার করে তাকে দূর করা। বিজ্ঞানীর কাজ যতটা সম্ভব সত্যি কথাটা বলা, তা সে সত্যি যতই কটু হোক। কখনও কখনও শুনেছি যে, অনেক চিকিৎসকও নাকি রোগের ভয় দেখান। সে সব ভয় দেখানো তাঁদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য, জনগণকে মূর্খ রেখে নিজেদের কর্তৃত্ব ও পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্য। তাঁদের কাজের দায় বিজ্ঞানীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া ঘোরতর অন্যায়।

আনন্দকথা

মাস্টার — আচ্ছা, ইনি কি খুব বই-টই পড়ন?
বৃন্দে — আর বাবা বই-টই! সব ওঁর মুখে।!
মাস্টার সব পড়াশুনা করে এসেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বই পড়েননা শুনে আরও অবাক্ হলেন।
মাস্টার — আচ্ছা, ইতি বুঝি এখন সন্ধ্যা করবেন? — আমরা কি -ঘরের ভিতর যেতে পারি? — তুমি একবার খবর দিবে?
বৃন্দে — তোমরা যাও না বাবা। গিয়ে ঘরে বস।
তখন তাঁহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, ঘরে আর অন্য কেহ নাই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে একাকী তক্তপোশের উপর বসিয়া আছেন। ঘরে ধুনা দেওয়া হইয়াছে ও সমসত দরজা বন্ধ। মাস্টার প্রবেশ করিয়াই বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিত অনুজ্ঞা করিলে তিনি ও সিধু মেঝেতে বসিলন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় থাক, কি কর, বরাহনগরের কি করতে এসেছো" ইত্যাদি।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

ভূপিন্দর সিং

১৯২৩ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জে রামেশ্বর রাওয়ের জন্মদিন।
১৯৪০ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ভূপিন্দর সিংয়ের জন্মদিন।
১৯৮৩ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় এস শ্রীসন্থের জন্মদিন।

হেমন্ত সরণিতে লতা মঙ্গেশকর

বিশ্বনাথ বিশ্বাস

লতা মঙ্গেশকর
জন্ম : ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৯
মৃত্যু : ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২

'হেমন্তদা কি আওয়াজ শুনকর মুঝে ইউ লাগতা থা কে য্যায়সে কৌই সাধু মন্দির মে ব্যায়ঠে ভজন গারাহো। আচ্ছে গায়ক তো থে হি, উথনে হি আচ্ছে ও মিউজিক ডিরেক্টর ভি থে। উনকি সংগীত মে রবীন্দ্রসংগীত, আসাম অউর বাঙালকে লোকসংগীতকে সাথ সাথ আধুনিক অউর শাস্ত্রীয় সংগীত কা মিলাপ ভি থা'। - এই কথাগুলি সংগীত সম্রাট হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' (১৯৯২) নামক নিজের গাওয়া ক্যাসেটে বলে ছিলেন সংগীত সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর।

লতা মঙ্গেশকর এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কিংবদন্তি এই দুই মহান সংগীত শিল্পীর প্রথম আলাপ হয় ১৯৫২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দি 'আনন্দমঠ' ছবির কাজের সূত্রে। এই ছবিতেই হেমন্তের সুরে লতার কণ্ঠে শোনা যায় সেই বিখ্যাত গান 'বন্দেমাতরম'। হেমন্ত তখন মুম্বইয়ে শশধর মুখার্জির 'ফিল্মিস্তান' ব্যানারের সুরকার হিসেবে গেছেন ।প্রথম কাজ পেলেন 'আনন্দমঠ' (১৯৫২)। এই ছবির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্দেমাতরম' গানটি হেমন্ত নতুন করে সুরারোপ করলেন। ইচ্ছে লতাকে দিয়ে গাওয়ানোর। তখন ফিল্মিস্তানের সঙ্গে লতা বনিবনা চলছে। ফিল্মিস্তানের ছবিতে গান গাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছেন। তবু সব কিছু উপেক্ষা করে একদিন লতার বাড়িতে হাজির হন হেমন্ত । লতা সব কিছু খুলে বললেন। হেমন্তের মিষ্টি ব্যবহারের মুগ্ধ হয়ে লতা খুব আদর আপ্যায়ন করল। প্রথম আলাপেই দুজনের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠল। শুধু মাত্র হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্যই লতা ফিল্মিস্তানের 'আনন্দমঠ' ছবিতে গাইতে রাজি হলেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় অনেক আগেই অবশ্য লতা জানতেন 'হেমন্তকুমার' নামে। ১৯৪৪/৪৫ সময় থেকে। তখন হেমন্তের গীত ও গজলের সুনাম সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে হেমন্তের সেই স্মরণীয় 'আঁচল সে কিউ বান্ধ লিয়া মুঝে পরদেশী কা প্যার' গানে মঙ্গেশকর পরিবারের ঢেউ তুলে দিয়ে ছিল। লতা, আশা ভোঁসলে তো যাকে হিন্দ ভাষায় বলে ফিদা হয়ে গিয়ে ছিলেন।

লতা এলেন ফিল্মিস্তানে। কিন্তু রিহার্সাল করলেন হেমন্তের ভাড়া বাড়িতে। 'বন্দেমাতরম' গানের ফাইনাল টেকের দিন ঘটল বিপত্তি। কিছুতেই ফাইনাল টেক ওকে হচ্ছে না ।২১ বার এই গানের রেকর্ডিং হয়ে ছিল। ভাবা যায়। প্রতিবারই লতা নিখুঁত গেয়েছিলেন। কিন্তু তা বাতিল হচ্ছিল কোন না কোন সময় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে, মিউজিক স্কোর নিয়ে, কোরাস নিয়ে, ঘোড়ার রিদম প্রভৃতি। এই দেখে হেমন্ত খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। ভাবলেন এইখানেই বুঝি লতার তাঁর সম্পর্ক ইতি। হেমন্তের দুশ্চিন্তা লতা বুঝতে পেরে বলেছিলেন - 'দাদা চিন্তা করবেন না। কোন ভয় নেই। যতবারই টেক হোক আমি টাইনালি ও কে পর্যন্ত গেয়ে যাবো'। এবার লতাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য হেমন্ত নিজেই কোরাসের সঙ্গে গাইতে নেমে পড়লেন। শেষে ২১ নম্বর টেক ফাইনালি ও কে হল। এহেন ঘটনা লতা জীবনে প্রথম এবং সম্ভব শেষবারের মতো ঘটে ছিল। 'বন্দেমাতরম' গানটি লতার সঙ্গে গাওয়া ছাড়াও হেমন্ত আলাদা ভাবেও গেয়েছিলেন। হেমন্ত সুরারোপিত এই 'বন্দেমাতরম' গানের সুরই জনপ্রিয়তার নিরিখে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রসিদ্ধ সুরের স্বীকৃতি অর্জন করে।

১৯৫৪ সালে হেমন্তকুমারের সুরে 'নাগিন' ছবিতে লতা মঙ্গেশকর 'মেরা দিল পুকারে আজা', 'তেরি ইয়াদ মে জ্বলকর', 'সুন রসিয় মন বসিয়া' এমন একগুচ্ছ গান গেয়ে আলোড়ন ফেলে দিলেন । বিশেষ করে 'মন ডোলে মেরা তন ডোলে' গানের সঙ্গে বীনের সুরে মেতে উঠল সারা ভারত । 'নাগিন' ছবির সুবাদে হেমন্ত পেয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ সুরকার হিসেবে 'ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার' । আর এই ছবির সুবাদে হেমন্ত সম্মানিত হয়েছিলেন অস্কার সমতুল্য CLARE AWARD সম্মানে। 'নাগিন' ছবির গানের রেকর্ড বিক্রিতে ১৯ বছর সর্বকালীন রেকর্ড অক্ষত ছিল । ১৯৭৩ সালের 'ববি' ছবির গান সেই রেকর্ড স্পর্শ করে।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে এসে লতা মঙ্গেশকরের মধ্যে বাঙালিয়ানার উন্মেষ ঘটে । ১৯৫৩ সালে হেমন্তের অনুপ্রেরণায় তাঁর সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে গেয়েছিলেন 'তোমার হল শুরু' ও 'মধুগন্ধে ভরা' শীর্ষক দুটি রবীন্দ্র সংগীত। খুব জনপ্রিয় হয় এই রেকর্ড। সংগীত তত্ত্বাবধানেও ছিলেন হেমন্ত । হেমন্ত-র সুরে প্রথম আধুনিক গান গেয়েছিলেন ১৯৫৮ সালে 'প্রেম একবারই এসেছিল নীরবে' এবং 'ও পলাশ ও শিমুল' । লিখেছিলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার । ১৯৭৬ সালের আকাশবাণীর মহালয়া 'দেবীং দুর্গতিহারিণীম' নামক প্রভাতী অনুষ্ঠানে হেমন্ত-র সুরে লতা গেয়েছিলেন 'তুমি বিশ্বমাতা ব্রহ্মময়ী মা'। এই দুর্গা বন্দনাটি লিখেছিলেন শ্যামল গুপ্ত। ১৯৭০ সালে হৃদয়নাথ মঙ্গেশকরের সুরে হেমন্ত ও লতা দ্বৈতকণ্ঠে গেয়েছিলেন সেই বিখ্যাত গান 'দে দোল দোল দোল'। গানের কথা লিখেছিলেন সলিল চৌধুরি ।

বাংলা চলচ্চিত্রে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে লতা মঙ্গেশকর প্রথম প্লেব্যাক করেছিলেন ১৯৫৭ সালে 'শেষ পরিচয়' ছবিতে। গেয়েছিলেন 'গোপীজন মন চোর', 'কত যে কথা ছিল'। গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। এই ছবি দুটি হিন্দি গানও গেয়েছিলেন লতা। তারপর হেমন্তের সুরে লতা গেয়েছিলেন ১৯৫৮ সালে 'যৌতুক' ছবিতে 'এই মন বিহঙ্গ ওই সুদুর দিগন্ত', ১৯৫৯ সালে 'দীপ জ্বেলে যাই' ছবিতে 'আর যেন নেই কোন ভাবনা', ১৯৬৬ সালে 'মনিহার' ছবিতে 'আষাঢ় শ্রাবণ মানে না তো মন', ১৯৬৮ সালে 'অদ্বিতীয়া' ছবিতে 'চঞ্চল ময়ূরী এ বঁধূ যেতে দিও না', 'বাঘিনী' (১৯৬৮) ছবিতে 'যদিও রজনী পোহাল তবুও', ১৯৬৯ সালে 'মন নিয়ে' ছবিতে 'চলে যেতে যেতে দিন বলে যায়', ১৯৭১ সালে 'কুহেলি' ছবিতে 'কে জেগে আছো', ১৯৭২ সালে 'অনিন্দিতা' ছবিতে 'ওরে মন পাখি কেন ডাকাডাকি', ১৯৭৫ সালে 'রাগ অনুরাগ' ছবিতে 'ওই গাছের পাতায় রোদের ঝিকিমিকি', ১৯৭৭ সালে 'প্রক্সি' ছবিতে 'তোমাদের আসরে আজ এই তো প্রথম', 'সানাই' (১৯৭৭) ছবিতে 'এসো এসো এসো প্রিয় এসো আমার ঘরে' প্রভৃতি আরও অনেক কালজয়ী গান।

'মরুতীর্থ হিংলাজ' (১৯৫৯) ছবিতে হেমন্ত-র সুরে লতা মঙ্গেশকর গেয়েছিলেন দুর্গাস্তোত্র 'দেবী প্রপর্ণাতি হরে প্রসিদ' । লতা একমাত্র শ্যামা সংগীত গেয়েছিলেন হেমন্তের সুরে ১৯৭২ সালে 'অনিন্দিতা' ছবিতে 'কেমনে তরিব তারা ভাবি তাই দিন রজনী'। কবিতা কৃষ্ণমূর্তি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ছিলেন ১৯৭৩ সালে হেমন্ত সুরারোপিত 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' ছবিতে। এই ছবিতে কবিতা কৃষ্ণমূর্তির গাওয়া সেই প্রথম গানটি হল, লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে 'সখি ভাবনা কাহারে বলে' শীর্ষক রবীন্দ্র সঙ্গীত। হেমন্তের সুরে লতা সর্বশেষ বাংলা গান গেয়েছিলেন ১৯৮৮ সালে 'পরশমণি' ছবিতে 'যায় যে বেলা যায়, এবার আমি যাই'। এটাই হেমন্ত ও লতা জুটির সর্বশেষ কাজ। গানটা লিখেছিলেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলা চলচ্চিত্রে হেমন্ত আর লতা একসঙ্গে প্রথম দ্বৈতকণ্ঠে গেয়েছিলেন ১৯৫৭ সালে 'বড় মা' ছবিতে। এই ছবিতে পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সুরে তাঁরা দ্বৈতকণ্ঠে গেয়েছিলেন 'ও ভগবান আমায় তুমি কোন দোষে বরবাদ কর'। গীতিকার প্রণব রায়। ১৯৬৬ সালে 'মনিহার' ছবিতে হেমন্তের সুরে ও দ্বৈতকণ্ঠে লতা গেয়েছিলেন 'কেন যেন গো ডেকেছে আমায়'। ১৯৬৮ সালে 'অদ্বিতীয়া' ছবিতে তাঁরা দ্বৈতকণ্ঠে গেয়েছিলেন 'চঞ্চল মন আনমনা হয় যেই তার ছোঁয়া লাগে'। সুর হেমন্ত । দুজনে মিলে রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছিলেন ১৯৭১ সালে 'কুহেলি' ছবিতে 'তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম'। এমনকি ১৯৫৯ সালে হেমন্ত সুরারোপিত 'মরুতীর্থ হিংলাজ' ছবিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'মাগো পথের ক্লান্তি ভুলে', 'হে চন্দ্রচূড়', 'সর্বস্য বুদ্ধিরূপেন' - এই সব গানের কোরাসেও গলা মিলিয়ে ছিলেন লতা মঙ্গেশকর ।

হিন্দি ছবিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে লতা মঙ্গেশকর গেয়েছিলেন 'মেরি তকদির কে মালিক' (শর্ত, ১৯৫৪), 'রাত সুহানি হ্যায়' (বন্দিশ, ১৯৫৫), 'বাঁশি কি ধুন' (তাজ, ১৯৫৬), 'কাঁহা লে চলে হো' (দুর্গেশনন্দিনী, ১৯৫৬), 'ইয়ে হাওয়া ইয়ে ফিজা' (এক ঝলক, ১৯৫৭), 'ও রাত কে মুসাফির' (মিস মেরী, ১৯৫৭, সঙ্গে রফি), 'ছুপ গয়া কোই রে' (চম্পাকলি, ১৯৫৭), 'বনকে সুহাগন রহে অভাগন' (সাহারা, ১৯৫৮), 'খোয়ি খোয়ি আঁখিয়া' (চান্দ, ১৯৫৯), 'মন মেরা উড়তা যায়ে' (মা বেটা, ১৯৬২), 'সপনে সুহানে লড়কপন কে' (বিশ সাল বাদ), 'খুশি ভি মিলি হমকো' (বিন বাদল বরসাত, ১৯৬৩), 'ও বেকারার দিল' (কোহরা, ১৯৬৪), 'পিয়াসী হিরনি বনবন' (দো দিল, ১৯৬৫), 'কুছ দিল নে কাঁহা' (অনুপমা, ১৯৬৬), 'সুনি রাত মে খো গয়ে' (সন্নাটা, ১৯৬৬), 'বাইরি আঁচল পগপগ উড়তে হামার' (রাহগীর, ১৯৬৮), 'হামনে দেখি হ্যায়' (খামোশি, ১৯৬৯), 'আজ ভি হামারা দিল' (বিশ সাল পহেলে' ১৯৭২), 'খুশিয়াঁ উনকো মিলতি হ্যায়' (লাভ ইন কানাডা, ১৯৭৯) প্রভৃতি আরও অসংখ্য জনপ্রিয় গান ।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে ও দ্বৈতকণ্ঠে লতা মঙ্গেশকর গেয়েছিলেন 'দেখো বো চান্দ ছুপকে' (শর্ত, ১৯৫৪), 'সাঁওয়ালে সালোনে আয়ে' (এক হি রাস্তা, ১৯৫৬), 'বাহারোঁ সে পুছো' (ফ্যাশন, ১৯৫৭), 'চল চলরে সাজন ধীরে ধীরে' (পায়েল, ১৯৫৭), 'মোহব্বত জিসকো কহতে হ্যায়' (মা বেটা, ১৯৬২), 'একবার জরা ফির কহে দো' (বিন বাদল বরসাত, ১৯৬৩) ইত্যাদি এমন অনেক জনপ্রিয় গান । আবার লতা আর হেমন্ত দ্বৈতকণ্ঠে গেয়েছিলেন শচীনদেব বর্মণের সুরে 'ইয়ে রাত ইয়ে চাঁদনি' (জাল, ১৯৫২), শংকর জয়কিষাণের সুরে 'ইয়াদ কিয়া দিল নে' (পতিতা, ১৯৫৩), নওশাদের সুরে 'চন্দন কা পালনা' (১৯৫৪), বসন্ত দেশাইয়ের সুরে 'নয়ন সে নয়ন নাহি মিলাও' (ঝনক ঝনক পায়েল বাজে, ১৯৫৫), সলিল চৌধুরির সুরে 'ঝিরঝির ঝিরঝির বদরবা বরসে' (পরিবার, ১৯৫৬), রবির সুরে 'বেদর্দ জমানা তেরা দুশমন' (মেহেন্দি, ১৯৫৮), কল্যাণজি আনন্দজি-র সুরে 'তুহে ইয়াদ হোগা' (সাট্টা বাজার, ১৯৫৯), কানু ঘোষের সুরে 'তুমসে দুর চলে' (প্যার কি রাহেঁ, ১৯৫৯), চিত্রগুপ্তের সুরে 'চান্দ নে কুছ কাঁহা' (ডাকা, ১৯৫৯), সি রামচন্দ্রের সুরে 'উমর হুই তুমসে মিলে' (বহু রাণী, ১৯৬৩), রোশনের সুরে 'ছুপা লো ইউ দিল মে' (মমতা, ১৯৬৬) প্রভৃতি আরও জনপ্রিয় গান ।

সংগীত সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর সাফল্যের তুমুল জনপ্রিয়তার মাঝে একবার মহাসংকটে পড়েন । সেটা ১৯৬০ সালের ঘটনা। লতার স্বরযন্ত্রে হঠাৎ বড়সড় ত্রুটি ধরা পড়ে। ঠিক মতো গাইতে পারছিলেন না। খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গেলেন গুরু উস্তাদ আমির খাঁ-র কাছে । সব খুলে বললেন। তিনি তালিমের মাধ্যমে পরীক্ষা করে পরামর্শ দিলেন, টানা ছয় মাস সম্পূর্ণ মৌন ব্রত পালন করতে হবে। সেই সঙ্গে টানা এক বছর কোনও রকম গানও গাওয়া চলবে না। কঠোরভাবে এই দুই শর্ত মানতে পারলেই আবার লতা গাইতে পারবেন । গুরুর উপদেশ শিরোধার্য করে লতা অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করেছিলেন । বিষয়টি সম্পূর্ণ গোপন রেখে মুম্বই ছেড়ে অন্তরালে চলে গেয়েছিলেন। সে যে কি যন্ত্রণাদায়ক মূহুর্ত তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন লতা মঙ্গেশকর।

ওই সময় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তৈরি করছিলেন নিজের প্রযোজিত প্রথম হিন্দি ছবি 'বীস সাল বাদ'। ছবিতে লতাকে দিয়ে গাওয়ানোর জন্য হেমন্ত সুরারোপ করেছিলেন 'কহিঁ দীপ জ্বলে কহিঁ দিল', 'সপনে সুহানে লড়কপন কে', 'অ্যায় মোহব্বত মেরি দুনিয়ে মেঁ' শীর্ষক তিনটি গান । এক বছর নিষ্ঠার সঙ্গে গুরু উপদেশ ব্রত পালন করে যথা সময়ে ফির এসে প্রথমেই রেকর্ড করলে হেমন্ত সুরারোপিত 'বীস সাল বাদ' ছবির তিনটি গান। হেমন্তদার ছবি, মানে নিজের ছবি, তাই লতা একটি পয়সাও পারিশ্রমিক নেননি। লতার অভূতপূর্ব ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন হেমন্ত।

১৯৬২ সালে 'বীস সাল বাদ' মুক্তি পায়। সুপার-ডুপার হিট হয়। তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, হেমন্তের সুরেই লতা মঙ্গেশকর আবার দুর্দান্তভাবে ফিরে আসেন নিজের সিংহাসনে। জয়জয়কার হয়েছিল তাঁর সেই প্রত্যাবর্তন। অসাধারণ 'কহিঁ দীপ জ্বলে কহিঁ দিল' গানের সুবাদেই শ্রেষ্ঠ গায়িকা হিসেবে সেবার লতা মঙ্গেশকর পেয়েছিলেন 'ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড'। এই গানের জন্য গীতিকার শাকিল বদায়ুনি'ও একই পুরস্কার পেয়েছিলেন। আবার লতা মঙ্গেশকরকে নিয়ে আলোড়ন পড়ে যায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরেই লতা মঙ্গেশকর তাঁর হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পেয়ে ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সুরকার হিসেবে মনোনয়ন পেয়েও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কপালে 'ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড' জোটেনি।

শুধুই যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে লতা গেয়েছেন তা কিন্তু নয়। লতা মঙ্গেশকরের সুরেও হেমন্ত গেয়েছিলেন। মারাঠি ছবিতে । ১৯৬৪ সালে 'মারাঠা তিতুকা মেলবাবা' নামক মারাঠি ছবিতে লতা মঙ্গেশকরের সুরে হেমন্তকুমার, হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর, উষা মঙ্গেশকর আর লতা মিলি গেয়েছিলেন 'মারাঠি পাউল পড়তে পুঢ়ে' গানটি । ছবিটি লতা মঙ্গেশকর 'আনন্দঘন' ছদ্মনামে সুরারোপিত করে ছিলেন ।

মারাঠি ভাষার গানেও হেমন্ত-র সুরে লতা মঙ্গেশকর গেয়েছিলেন । ১৯৫৭ সালে 'নায়কিনিচা সাজ্জা' নামক মারাঠি ছবিতে হেমন্ত কুমারের সুরে লতা গেয়েছিলেন এককককণ্ঠে 'নশিবি মাতে দুঃখচি' এবং হেমন্তের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে 'তান্ডা চালে চালেরে' । এছাড়াও ১৯৬৯ সালে হৃদয়নাথ মঙ্গেশকরের সুরে হেমন্ত ও লতা দ্বৈতকণ্ঠে গেয়েছিলেন 'মী ডোলকর ডোলকর ডোলকর দরিয়াচা' । এই গান সমগ্র মহারাষ্ট্রে আলোড়ন ফেলে দিয়ে ছিল । এই গান পরের বছর বাংলায় ফিরে আসে 'দে দোল দোল দোল' (১৯৭০) হয়ে । 'নশিবি মাতে দুঃখচি' গানের সুরে 'লুকোচুরি' (১৯৫৮) ছবিতে হেমন্ত গেয়েছিলেন 'মুছে যাওয়া দিনগুলি' ।

লতা মঙ্গেশকরের সেই বিখ্যাত দেশাত্মবোধক 'এয়ে মেরে ওয়াতন কে লোগো' গানের নেপথ্যেও আছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের অবদান । ১৯৬২ সালের ভারত ও চীন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কবি-গীতিকার প্রদীপ লিখেছিলেন এই গান । সুরারোপ করেন সি রামচন্দ্র । মিউজিক অর্কেস্ট্রেশন করলেন হেমন্ত । ঠিক হল লতা আর আশা ভোঁসলে দুই বোন এই গান গাইবেন প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে পরের দিন দিল্লির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে। হেমন্ত-র তত্ত্বাবধানে । সেই ভাবেই কাজ চলছিল । কিন্তু হেমন্ত অনুভব করলেন এই গান লতা একা গাইলে সবচেয়ে ভালো । এই নিয়ে আলোচনা করলেন প্রদীপ, সি রামচন্দ্রের সঙ্গে । তাঁরাও রাজি হলেন । কিন্তু এখন আশা নিয়ে কি করার যায় । হেমন্ত আবার দায়িত্ব নিয়ে একান্তে আশা বুঝিয়ে এই গানে থেকে সরে আসতে রাজি করলেন । আশা সরে আসতে বেঁকে বসলে লতা । তিনি ভরসা পেলেন না এই গান একা গাইবার । শেষে হেমন্ত-র কথা রাখতে লতা এই গান এক গাইতে রাজি হলেন । এবং ইতিহাস সৃষ্টি হল ১৯৬৩ সালের ২৭ জানুয়ারি । সেই দিন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু 'এয়ে মেরে ওয়াতন কে লোগো' লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে শুনে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি । আর গোটা স্টেডিয়াম মোহিত হয়ে গিয়েছিল । এই ঐতিহাসিক গান সৃষ্টির অধ্যায়ের পুরো প্রজেক্ট একহাতে সামলে ছিলেন হেমন্ত । এত সত্বেও 'এয়ে মেরে ওয়াতন কে লোগো' গানের নেপথ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব কেন যে আড়ালেই রয়ে গেল, তা বোঝা বড় দায় ।

হেমন্ত কুমারের হিন্দি গানের 'লেজেন্ডস' (২০০০) নামক পাঁচ খন্ডের ক্যাসেট অ্যালবামে লতা মঙ্গেশকরের বলেছিলেন- 'হেমন্তদা ইস মেঁ বিশ্বাস করতে থে কে, সিম্পল টিউন হো, বোল আচ্ছে হো । অউর বহুত বড়া ফিল্মস্টার ইয়া ইস মেঁ ও বিশ্বাস নহি করতে । অব খুদ গাতে থে আচ্ছা । তো যো খুদ গাতে হ্যায়, ও জব গানা বানাতে তো উস কা এক আলাগি রঙ হো যাতে হ্যায় । হেমন্তদা মুঝে সমঝা দেতে থেকে কে লতা ম্যায় ইয়ে চাহাতা হু ইস গানে মেঁ' ।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ইসিএলের খোলামুখ খনিতে দুর্ঘটনায় ২ বহিরাগতর মৃত্যু

অগ্নিমিত্রাকে দেখে মোদি হঠাও স্লোগান সিপিএম তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: সোমবার ইসিএলের খোলামুখ খনিতে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। মৃতের নাম রাজেশ তুরী ও বিনোদ ভুঁইয়া। পরিবারে লোকজনের দাবি, তাঁরা প্রাতঃভ্রমণে গিয়ে দুর্ঘটনা শিকার হয়েছেন। এই খবর পেয়ে অগ্নিমিত্রা পাল রানিগঞ্জের আমরাসতা এলাকায় যান ও পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের সমবেদনা জানান। অগ্নিমিত্রা জানান, ওঁরা রাতে কয়লা আনতে গিয়ে চাপা পড়ে মারা গিয়েছেন। তাঁদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে তিনি বিজেপির বিধায়ক হলেও ইসিএলকেই চাপ সৃষ্টি করবেন বলে দাবি জানান।

ইসিএলের খনিতে বেআইনি ভাবে কয়লা কাটতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই দু'জনের বলে দাবি করেন অগ্নিমিত্রা। এরপর সেখান থেকে বাঁশরায় এজেন্ট অফিসে যান অগ্নিমিত্রা পাল। সেখানে আগে থেকেই তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি এবং সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটু পতাকা নিয়ে হাজির হয়েছিল ক্ষতিপূরণের দাবিতে। অগ্নিমিত্রাকে দেখে তারা মোদি হঠাও স্লোগান দিতে শুরু করে। খনি বাঁচাও স্লোগান দিতে শুরু করেন। ইসিএলের ওই খনিতে কেন সিআইএসএফ মোতায়েন নেই? কেন ফেন্সিং করা হয়নি? এই নিয়েই আওয়াজ তোলে তারা।

উল্লেখ্য, একদিন আগেই এই রানিগঞ্জে বেঙ্গল পেপার মিল বন্ধের বিরুদ্ধে সিটুর সঙ্গে অগ্নিমিত্রা পালকে এক মঞ্চে দেখা যায় আন্দোলন করতে। সোমবার আবার ফের সম্পূর্ণ উলটো ঘটনা। দেখা গেল অগ্নিমিত্রাকে দেখে পালটা স্লোগান দিচ্ছে সিটু। এদিন ঘটনাস্থলে যান তৃণমূলের পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন চক্রবর্তী।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণাতেও একশো দিনের বকেয়া মেলা নিয়ে আশঙ্কায় শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কেন্দ্র একশো দিনের কাজের প্রকল্পে বকেয়া টাকা না মেটালে রাজ্য শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দেবে। মুখ্যমন্ত্রীর সেই ঘোষণার পরেও প্রায় তিন বছর ধরে বকেয়া পড়ে থাকা হাজার হাজার টাকা মজুরি মিলবে কিনা, সেই আশা আশঙ্কার দোলাচলে একশো দিনের প্রকল্পের শ্রমিকরা।

গত প্রায় দু' দশক ধরে বাঁকুড়ার মতো খরাপ্রবণ জেলার গ্রামীণ অর্থনীতির বড় সাপ্লাই চেইন ছিল একশো দিনের কাজের প্রকল্প। বছরে একশো দিন না হোক প্রতি বছর শ্রমিকরা কাজ পেতেন গড়ে পঞ্চাশ থেকে সত্তর দিন হারে। শুখা মরসুমে সেই কাজের মজুরিই ছিল বহু দরিদ্র পরিবারের একমাত্র সংস্থান। কিন্তু কেন্দ্র-রাজ্য টানাপোড়েনে গত প্রায় তিন বছর এ রাজ্যে বন্ধ একশো দিনের প্রকল্পের কাজ।

এর সবথেকে বেশি প্রভাব পড়ছে এ রাজ্যের শুখা জেলাগুলিতে। শুধু কাজ বন্ধ রয়েছে তাই নয়, এ রাজ্যে প্রকল্পে কাজ করেও টাকা পাননি অনেকে। তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে শ্রমিকদের বকেয়া পড়ে রয়েছে হাজার হাজার টাকা। আর এই ঘটনার জন্য কখনও কেন্দ্র রাজ্য সরকারের দুর্নীতিকে দুষেছে, তো কখনও রাজ্য দুষেছে কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণকে। এই পরিস্থিতিতে মাস কয়েক আগে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন বকেয়া থাকা টাকা তিনি মেটাবেন। জেলায় জেলায় দু'-একজন করে শ্রমিকের হাতে ঘটা করে বকেয়া টাকা মিটিয়েও দেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণ শ্রমিকদের বেশিরভাগেরই সেই সৌভাগ্য হয়নি বলে দাবি।

রবিবার কলকাতার ধর্না মঞ্চ থেকে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কেন্দ্র বকেয়া টাকা না দিলে রাজ্য তার কোষাগার থেকে শ্রমিকদের এই বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেবে। বারংবার প্রতিশ্রুতি আর ঘোষণা ব্যর্থ হওয়ার পর আর মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণাতে শ্রমিকরা ভরসা রাখতে পারছেন না বলে দাবি। তাঁদের দাবি, অন্যান্যবারের মতো এবারও প্রতিশ্রুতিভঙ্গ হবে না কে বলতে পারে। শেষ পর্যন্ত বকেয়া মজুরি যদি রাজ্য সরকার দিয়েও দেয়, তা হলেও পরবর্তী কাজ পাওয়ার নিশ্চয়তা কোথায়? বিজেপি কর্মীদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা শুধুমাত্র নির্বাচনের আগে ভুয়ো প্রতিশ্রুতি। একশো দিনের প্রকল্পের বকেয়া এবারও পাবেন না শ্রমিকরা।

আধিকারিকদের উদাসীনতায় প্রাচীন স্টেশনের জন্মদিন না পালনের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: ১৭০ বছরে পদার্পণ করল বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশন। ব্রিটিশ আমলে তৈরি এই রেল স্টেশন ১৮৫৫ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি পথচলা শুরু করেছিল। এই স্টেশনের আধিকারিকদের উদাসীনতায় জন্মদিনটিকে উদযাপন করা হয়নি বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে তৃণমূল নেতা তথা তৃণমূলের রাজ্য মুখোপাত্র প্রসেনজিৎ দাসের দাবি, দেশের প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র নিজের রাজ্য গুজরাতের বিষয়ে গুরুত্ব দেন। অন্যান্য রাজ্যের ব্যাপারে তিনি ওত মাথা ঘামান না। এছাড়াও কিছু যাত্রীও জানান, খুবই দুঃখের বিষয়, যাঁরা এই স্টেশনের দায়িত্বে আছেন, তাঁদের বিষয়টি জেনে রাখা উচিত ছিল।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে খুবই জনপ্রিয় এবং ব্যস্ততম রেলওয়ে স্টেশন বর্ধমান জংশন স্টেশনটি। এখন এটি বর্ধমান জংশন স্টেশন হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী ওঠানামা করে এই স্টেশনে। হাওড়া থেকে দিল্লিগামী সমস্ত ট্রেনকে বর্ধমান জংশন স্টেশনের ওপর দিয়েই যাতায়াত করতে হয়। বর্তমান কেন্দ্র সরকার অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় নতুন করে সাজিয়ে তোলার ঘোষণা করেছে এই শতাব্দী প্রাচীন এই স্টেশনটিকে।

হাসপাতালে বসে মাধ্যমিক সাপে কামড়ানো পরীক্ষার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: অদম্য মনোবল নিয়ে ভাতারের বালসিডাঙা গ্রামের এক পরীক্ষার্থী ভাতার ব্লক হাসপাতালে বসে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল সাপে কামড়ানো সত্ত্বেও। সোমবার জানালেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তার সাহসের প্রশংসা করেছেন শিক্ষক থেকে শুরু করে সকলেই। পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার হাইস্কুলের এক ছাত্র অর্জুন মাঝিকে রবিবার রাতেবিষধর সাপে কামড় দেয় বাড়িতে। পরিবারের লোকজন তাকে তড়িঘড়ি ভর্তি করে ভাতার ব্লক হাসপাতালে। ওই যুবক ভাতার ব্লক হাসপাতালে বসেই পরীক্ষা দিচ্ছে বলে জানালেন স্কুলের শিক্ষক। তার পরীক্ষার সিট পড়েছে বড়বেলুন হাই স্কুলে।

তিনটি গাড়ির সংঘর্ষে আহত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিষ্ণুপুর বাইপাস সংলগ্ন গোপালপুরের কাছে দু'নম্বর রাজ্য সড়কের ওপর পরপর তিনটি গাড়ির সংঘর্ষ হয়। সূত্র মারফত জানতে পারা যায়, বিষ্ণুপুরের দিক থেকে একটি কুরিয়ার সার্ভিসের গাড়ি এবং একটি বোলেরো গাড়ি ওন্দার দিকে যাচ্ছিল। ঠিক তখনই ওন্দা থেকে একটি ধান বোঝাই লরি বিষ্ণুপুরের দিকে আসছিল, আর গোপালপুরের কাছে ছোট বোলেরো গাড়িটি দু'টি গাড়ির মাঝখানে পড়ে যায়। ছোট গাড়িটিকে বাঁচাতে গিয়ে কুরিয়ার সার্ভিসের গাড়ি এবং ধানের গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বোলেরো গাড়িটিও, দুর্ঘটনার তীব্রতা এতটাই ছিল কুরিয়ার সার্ভিসের গাড়ি এবং ধানবোঝাই গাড়িটির দুমড়ে মুছড়ে যায় রাস্তার দু'ধারে দু'টি গাড়ি ছিটকে পড়ে। উলটে যায় ছোট বোলেরো গাড়িটি। ঘটনায় আহত হন চারজন। গুরুতর আহত হন কুরিয়ার সার্ভিসের গাড়ির চালক এবং ধানবোঝাই গাড়ির গাড়ি চালক। দু'জনকেই আনা হয় বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে।

তাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L01222WB1983PLC059695
রেজিঃ অফিস : অরিহান্ট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ৫৩এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬
ফোন নং: (০৩৩) ২২২৬ ০৯৩৮, ৪০৪১ ৬৬৬৬, **ফ্যাক্স:** (০৩৩) ২২৪৯ ৭৩১৯, **ইমেল:** info@taiind.com, **ওয়েবসাইট:** www.taiind.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(₹ লাখে)

ক্রম. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ডিসেম্বর ২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ডিসেম্বর ২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ডিসেম্বর ২০২২	নয় মাস সমাপ্ত ডিসেম্বর ২০২৩	নয় মাস সমাপ্ত ডিসেম্বর ২০২২	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৩
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২,৬৫৪.১৬	২,৯৩২.৫২	৫,৪৫১.০৬	১১,৬০৬.৬৪	১৮,৭৯১.১৮	২৬,০২১.১৬
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)(কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পূর্বে)	৯.৩৫	১০০.৬৩	৩১১.২০	১১৯.৬৪	৫৬১.১০	৬৩১.৯৩
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	৯.৩৫	১০০.৬৩	৩১১.২০	১১৯.৬৪	৫৬১.১০	৬৩১.৯৩
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	৯.৩৫	৬৬.৫৮	২১৯.২০	৭৭.০৮	৩৯৫.৩৫	৪৬১.৪৪
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	৪০.৩৩	৮৭.৩৫	২১৩.৭৫	১৫৬.৬৬	৩৬৬.৫৩	৪১০.২৭
৬	আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ১০ টাকা)	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০
৭	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে) পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত উদ্বর্তপত্রে যেমন প্রদর্শিত	-	-	-	-	-	২,০৭১.১৪
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চালু থাকা ও ব্যাহত হওয়া কার্যাদির জন্য) -						
	(ক) মৌলিক (₹)	০.১৬	১.১১	৩.৬৫	১.২৮	৬.৫৯	৭.৬৯
	(খ) মিশ্রিত (₹)	০.১৬	১.১১	৩.৬৫	১.২৮	৬.৫৯	৭.৬৯

দ্রষ্টব্য ঃ
ক) সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে ত্রৈমাসিক/নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের নির্যাস উপরোক্তটি। ত্রৈমাসিক/নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.taiind.com-তেও পাওয়া যাবে।

তাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
রোহন ঘোষ
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
(DIN:- 00032965)
স্থান: কলকাতা
তারিখ : ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড
CIN: L10400WB1907PLC001722
রেজিঃ অফিস : ১৭, রয় স্ট্রিট, একতলা, কলকাতা-৭০০ ০২০
দূরভাষ নং ০৩৩ ৪০৬২ ৯১২৭
ই-মেল: neelachalkolkata@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.neelachal.co.in

বিজ্ঞপ্তি

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ২৯ অনুসারে এতদ্দ্বারা আপনাদের জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভা ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখ মঙ্গলবার বেলা ১১:০০টায় কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ১৭, রয় স্ট্রিট, একতলা, কলকাতা ৭০০০২০ -তে অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য সবকিছুর মধ্যে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ সময়ে সমাপ্ত তৃতীয় ত্রৈমাসিকের কোম্পানির স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা, অনুমোদন করা হবে।

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
তেজস দোশী
ডিরেক্টর
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রিকভারি অফিসার-I এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি নোটিশ
১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
RC/14/2023 **03.01.2024**
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
শ্রীমতি রীতা সাধু এবং অন্যান্য

প্রতি
(সিডি ১) শ্রীমতি রীতা সাধু এবং অন্যান্য স্বামী শ্রী আনন্দ সাধু বসিরহাট বড় কালী বাড়ি পাড়া পো. এবং থানা - বসিরহাট, কলকাতা - ৭৪৩৪১১ উত্তর ২৪ পরগনা -৭৪৩৪১১
(সিডি ২) শ্রী আনন্দ সাধু পিতা প্রয়াত নগেন্দ্র সাধু বসিরহাট বড় কালী বাড়ি পাড়া পো. এবং থানা - বসিরহাট, কলকাতা - ৭৪৩৪১১ উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ -৭৪৩৪১১
(সিডি ৩) শ্রী আশিস চক্রবর্তী পিতা শ্রী মণিলাল চক্রবর্তী উত্তর বীরেশপল্লী পো. মধ্যমগ্রাম থানা - বারাসত, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৪১১

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **TA/818/2017** অনুযায়ী পরিমাণ **১৩৭৩৫৯৬ টাকা (তেরো লাখ তিয়াত্তর হাজার পাঁচশ ছিয়ানব্বই টাকা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১০.৭৫ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক ০৬.০৭.২০১১ থেকে সমুদয় শুল্ক **১৬০০০ (ষোলো হাজার টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/সম্পূর্ণ/সীমিত)।

২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **১৬.০২.২০২৪** তারিখে সকাল ১০.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য।
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ০৩.০১.২০২৪
স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডিআরটি শিলিগুড়ি, ভারত সরকার
অর্থমন্ত্রক, শিলিগুড়ি - ১

এসবিআই, আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড, তারাতলা, কোল - ৭০০০৫৩ ই-মেল - sbi.17899@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী অনিরুদ্ধ চৌধুরী এবং শ্রীমতি সুমিতা চৌধুরী** রোনিত অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং বি-৩, ৩য় তল, ১৮৪/৭, সরকারহাট লেন, কলকাতা - ৭০০০৬১ **আরও:** ৩৯/১৭এ, গোপালনগর রোড, আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০২৭	**তপশিল 'সি' অংশ -১ :** দায়বদ্ধতার ধরন : সমপরিমাণ বন্ধক **অংশ -২ : স্বত্ব দলিল বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ** রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং -১, সিডি ভলিউম নং ১৭,পৃষ্ঠা ২৮৭ থেকে ৩১৯ দলিল নং ০৫১৬৭ -২০১৪ সালের, এডিএসআর-বেহালা, **স্বত্বাধিকারী : শ্রী অনিরুদ্ধ চৌধুরী এবং শ্রীমতি সুমিতা চৌধুরী** **তপশিল 'এ' উল্লিখিত মতে : সংশ্লিষ্ট সকল** অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ ৩ কাঠা বা ৫ ডেসিমেল কমবেশি এবং তদস্থিত নবনির্মিত ৩ তলা ভবন , সিএস দাগ নং ৪৭৭/৬৫০ খতিয়ান নং ৩৪, মৌজা : দক্ষিণ বেহালা, জেএল নং ১৬, তৌজি নং ৩৫১, আরএস নং ৮১, পরগনা বালিয়া, জেলা : সাব রেজিস্ট্রি অফিস - আলিপুর, এবং অ্যাডি. জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস : বেহালা, এবং অংশত প্রেমিসেস নং ৬৭, সরকারহাট লেন, ওয়ার্ড নং ১২৬, উল্লেখ্য অ্যাসেসি নং ৪১-১২৬-১৭-০০৬৬-২, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০৬১, কলকাতা পৌর সংস্থা (এস এস ইউনিট), জেলা :দক্ষিণ ২৪ পরগনা,। উক্ত জমির চৌহদ্দি : উত্তরে: পতিত পাবন পাত্রর জমি, দক্ষিণে : ১৪ ফুট চওড়া সরকার হাট লেন, পূর্বে : অন্যান্যর জমি, পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ সমন্বিত। **দ্বিতীয় তপশিল 'বি' উল্লিখিত মতে :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি মার্বেল মেঝে সমন্বিত ফ্ল্যাট নং বি-৩, তৃতীয় তলে, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সামনের অংশে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৭০ বর্গফুট, ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং। ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ ডব্লু সি এবং ১ ব্যালকনি, উক্ত ৩ তলা ভবনে অবস্থিত কেএমসি প্রেমিসেস নং ৬৭, সরকারহাট লেন, ওয়ার্ড নং ১২৬, উল্লেখ্য অ্যাসেসি নং ৪১-১২৬-১৭-০০৬৬-২। থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০৬১ এবং অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, ওয়ার্ড নং ১২৬, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ০২.০২.২০২৪ এনপিএ তারিখ ২৯.০১.২০২৪	হাউস বিল্ডিং টার্ম লোন এ/সি নং ৩৩৯০১৫২৭৫৯৭ এবং সুরক্ষা লোন এ/সি নং ৩৩৯০১৫২৮৪৪৪ (১২,৮১,৪৩৬ টাকা (বারো লাখ একাশি হাজার চারশ ছত্রিশ টাকা) ৩১.০১.২০২৪ অনুযায়ী। আপনারা উক্ত পরিমাণের সঙ্গে ব্যয় শুল্ক চার্জ ইত্যাদি সহ পরবর্তী সুদ চুক্তি মোতাবেক হারে আদায় দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ০৬.০২.২০২৪, স্থান - বেহালা, কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - রূপসা ভৌমিক চক্রবর্তী, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৯৬৭৪৭৬৬২৩৮

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ০৮.০৩.২০২৪ তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ০৮.০৩.২০২৪

সময় - ১২০ মিনিট বেলা ১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, সম্পত্তির বিস্তারিত এবং বন্ধকদাতা	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. বায়না জমা (ইএমডি)	বকেয়া পরিমাণ	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের ধরণ
১	**শ্রী তাপস মাইতি, পিতা শ্রী প্রভাত মাইতি** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট **'বালাজি অ্যাপার্টমেন্ট'** নামে বহুতল ভবনে, নং বি/১, তৃতীয় তলে, সামনের অংশে , পরিমাণ আনুমানিক ১১৪৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া দুই বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং রুম, এক কিচেন, দুই টয়লেট এবং এক ব্যালকনি উক্ত ভবনে অবস্থিত মৌজা : রাইগাছি, জেএল নং ১২, আরএস নং ১৯৪, তৌজি নং ৩, ১৪৭, ১৬০, ১৬২ এবং ১৬৯, সিএস খতিয়ান নং ২৩০২ এবং ২৩০৩, সিএস দাগ নং ৪৫/৬৫১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৬৫, থানা : রাজারহাট, স্থানীয় রাজারহাট-বিষ্ণুপুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা :৭০০১৩৫, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিদা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত যা প্রথম তপশিলে উল্লিখিত স্বত্ব দলিল নং ১-১৯০১-০৯৩৭৮/২০২২ রেজিস্ট্রিকৃত ১৮ অক্টোবর ২০২২ সংশ্লিষ্ট রুল ৬০ এবং ৬৯ অধীনে, নথিভুক্ত বুক নং -১, ভলুম নং ১৯০১-২০২২ পৃষ্ঠা ৪১৮৭৯৪ থেকে৪১৮৮২১, দলিল নং ১৯০১০৯৩৭৮-২০২২ সালের, অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স-১, কলকাতা। **জমির চৌহদ্দি :** উত্তরে : আরএস দাগ নং ৬৫, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : ৩৬ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : আরএস দাগ নং ৬৫ এবং ৬৭। **সম্পত্তি শ্রী তাপস মাইতির নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ১-১৯০১-০৯৩৭৮/২০২২, ১৮.১০.২০২২।**	ক) ২৯,৯১,০০০.০০ টাকা খ) ২,৯৯,১০০.০০ টাকা	৬৪,১৯,২৫২.০০ টাকা (চৌষট্টি লাখ উনিশ হাজার দুশো বাহান্ন টাকা) ১৩.০৬.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ। যোগাযোগের ব্যক্তি : ৯৪৩৩০৯৬৫৬৬	ক. নেই খ. প্রতীকী দখলীকৃত
			ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ১০,০০০.০০ টাকা পর্যবেক্ষণের তারিখ - ০১.০৩.২০২৪	

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ০৬.০২.২০২৪
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ৪, বি.বি.ডি. বাগ (পূর্ব), স্টিফেন হাউজ, কক্ষ নং ৫, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন: (০৩৩) ২২৩০১১৫৩, ২২৩০৬৮২৫
কর্পোরেট অফিস: ৫ম তল শালিন বিল্ডিং, নেহরু ব্রিজ কর্নার, আশ্রম রোড, আমেদাবাদ - ৩৮০ ০০৯, ফোন: ২৬৫৭ ৮৮৬৩, ২৬৫৭ ৮২০১/ ২৬৫৭ ৯৭৫০
ফ্যাক্স: ০৭৯-২৬৫৭৬৬১৯, ২৬৫৮০২৮৭ ই-মেল : frontlinecorplimited@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.frontlinecorporation.org CIN NO : L63090WB1989PLC099645

নোটিস

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ২৯ অনুসারে, আমরা আপনাকে জানাতে চাই যে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা বুধবার, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে,

১) ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ৩য় ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল বিবেচনা ও অনুমোদন করা।
২) ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ সমাপ্ত ৩য় ত্রৈমাসিকের জন্য বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকের সীমিত পর্যালোচনা প্রতিবেদন রেকর্ড করা।
৩) চেয়ারের অনুমতি নিয়ে অন্য কোনও ব্যবসা।

ট্রেডিং উইন্ডো বন্ধ

পরিচালক, প্রবর্তক, মনোনীত ব্যক্তি এবং পরিচালকদের অবিলম্বে প্রবর্তক, মনোনীত ব্যক্তি এবং তাদের সংযুক্ত ব্যক্তিদের নিকটতম আত্মীয়দের দ্বারা কোম্পানির শেয়ারের লেনদেনের জন্য ট্রেডিং উইন্ডো ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ সমাপ্ত তৃতীয় ত্রৈমাসিকের অ-নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল ঘোষণার ৪৮ ঘন্টা পরে ১ জানুয়ারী, ২০২৪ থেকে বন্ধ রয়েছে।

ট্রেডিং উইন্ডো বন্ধের উল্লিখিত তথ্যটি ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩-এ স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি) জমা দেওয়া হয়েছে।

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড-এর পক্ষে
সুরেশ কুমার ভর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ: ০৫.০২.২০২৪
স্থান: আমেদাবাদ

বৈংক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসাত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধান নগর, কলকাতা , ৭০০০৬৪

পরিশিষ্ট-৪, [রুল-৮(১) দেখুন]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বিরাটী শাখা-র অনুমোদিত আধিকারিক** হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **১১-১০-২০২৩ তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি** প্রদানপূর্বক **ঋণগ্রহীতা মহঃ হাজিজুল আলম** -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত পরিমাণ বকেয়া **৫,৪৯,৯৮৫.৯০ টাকা (পাঁচ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার নয়শো পঁচানব্বই টাকা নব্বই পয়সা মাত্র)** উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তি/পরিসম্পদের দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪** তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত **৫,৪৯,৯৮৫.৯০ টাকা (পাঁচ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার নয়শো পঁচানব্বই টাকা নব্বই পয়সা মাত্র)** টাকা এবং তদুপরি সুদ **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াবিরাটি শাখা**-র ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

২০১৫ সালের টাইটেল দলিল নং আই-০৫২৭৫, মৌজা বৈদ্যপুর, তৌজি নং সাবেক-১৪৬ এবং হাল-১২, জেএল নং-১৫০, এলআর খতিয়ান নং ৬৬, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৫৯২, গ্রাম ও পোস্ট- বৈদ্যপুর, ফলতি বেলিয়াঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে থানা- বারাসাত এখন সাসন, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৪২৩-এ অবস্থিত জমি ও ভবন সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। **পরিবেষ্টিত: উত্তরে**- ১২' ফুট চওড়া রাস্তা এবং অন্যান্য ভবন, **দক্ষিণে**- সামশের আলমের বাড়ি এবং কমন প্যাসেজ, **পূর্বে**- সহিদুল ইসলামের বাড়ি, **পশ্চিমে**- সুকুর আলীর বাড়ি দ্বারা।

তারিখ: ০৩.০২.২০২৪
স্থান: বিরাটি
স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
বাঘাযতীন ব্রাঞ্চ
৩৮ বাঘাযতীন স্টেশন রোড, কলকাতা - ৭০০০৮৬

পরিশিষ্ট - IV {রুল ৮(১)}
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ১৮.১১.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রীমতি টুম্পা ঘোষ স্বামী পেটুয়া (সিটি), পো. সুভাষগ্রাম, থানা - বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৪৭, যোগাযোগের ঠিকানা - ফ্ল্যাট এ-১, ৬৪৫, বৈষ্ণবঘাটা, পাটুলি, কলকাতা - ৭০০০৯৪ (প.ব.) বাঘাযতীন ব্রাঞ্চ (এসি নং ৭১৮৩৭১২০৭৬) নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ২৬৩৬৯৬৩.০০ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার নশো তেষট্টি টাকা) নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে**।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিতক করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর নিকট বকেয়া **২৬৫৩৮০৩.০০ টাকা (ছাব্বিশ লাখ তিপান্ন হাজার আটশ তিন টাকা) টাকা** ৩১.০১.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ আদায়দান সাপেক্ষ। এতদ্বারা জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকদত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এ১, একতলায় (মোজাইক মেঝে) পরিমাণ ৭৪৬ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া দুই বেড রুম, এক কিচেন, এক লিভিং তথা ডাইনিং রুম, এক টয়লেট, এক ডব্লুসি এবং এক বারান্দা এবং কার পার্কিং স্পেস নং ১ একতলায় সামনের দিকে, পরিমাণ ১২০ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা: পাটুলি, জেএল নং ২৯, আরএস দাগ নং ২১৮, সিএস দাগ নং ২০৩, সিএস খতিয়ান নং ৯১, ২৬, ২৮, ৯৪ এবং ২৬৮ (আরএস খতিয়ান নং ৩৬, ৪৭, ৪৯, ৮৮, ১১১, ১১৪, ১১৬, এবং ২৭৭) কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০১ অধীন, অ্যাসেসি নং ৩১১০১০৯০৬৭২০, পুর প্রেমিসেস নং ৬৪৫, বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি,বর্তমানে বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি টাউনশিপ, থানা : যাদবপুর বর্তমানে পাটুলি, ডিএসআর-১, এডিএসআরও আলিপুর, কলকাতা- ৭০০০৯৪ (পব) এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ১ ছটাক ৪৪ বর্গফুট কমবেশি এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, উক্ত কার পার্কিং স্পেস জি-৩ ভবনে, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা (পব) প্লট অবস্থিত ভবন এর **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৬ ফুট চওড়া পুর সড়ক, **দক্ষিনে :** অংশত আরএস দাগ নং ২১৭ এবং ২১৮, **পূর্বে :** অংশত আরএস দাগ নং ২১৮, **পশ্চিমে :** অংশত আরএস দাগ নং ২১৮।

তারিখ - ০১.০২.২০২৪, স্থান - কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

Edelweiss

এডেলউইস অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার : U67100MH2007PLC174759
রেজিস্টার্ড অফিস : এডেলউইস হাউস, অফিস সিএসটি রোড, কালিনা, মুম্বই - ৪০০০৯৮
ফোন : + ৯১ ২২ ৪১৮৩ ০৬০০ | earc.info@edelweissarc.in
অভিযোগ সমাধানকারী আধিকারিক : অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট : www.edelweissarc.in বা কল করুন + ৯১ ২২ ৪১৮৩ ০৬০০ যোগাযোগ সেন্টার নং : ১৮০০ ২৬৬৬৫৪০
ইমেল : customercare.retailarc@edelweissarc.in ওয়েবসাইট : **www.edelweissarc.in**

পরিশিষ্ট - IV
রুল ৮(১)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, অনুমোদিত অফিসার নির্ধারিত ঋণদাতা হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ২৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স মিনু ড্রেসেস, শ্রী সজল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীমতি চৈতালি ব্যানার্জি** লোন অ্যাকাউন্ট নং **WEL00045N** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৯,৩৭,০৭২.৬৬ টাকা (উনত্রিশ লাখ সাঁয়ত্রিশ হাজার বাহাত্তর টাকা এবং ছেষট্টি পয়সা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

দি ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি. (পরবর্তীতে আইবিএল হিসেবে উল্লিখিত) এডেলউইস অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড-কে আর্থিক প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেছে **ইএআরসি ট্রাস্ট এসসি-৪১৪ (পরবর্তীতে "ইএআরসি" হিসেবে উল্লিখিত) এর ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করার জন্য** ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ৫ ধারাধীনে ৩০.০৩.২০২১ তারিখ থেকে। ইএআরসি আইবিএল-এর কাজ এবং আইবিএল-এর সমস্ত অধিকার, শিরোনাম এবং স্বার্থের সাথে আর্থিক সম্পদের সাথে অন্তর্নিহিত নিরাপত্তা স্বার্থ, গ্যারান্টি, অঙ্গীকারগুলি ইএআরসি-তে ন্যস্ত করা হয়েছে ঋণগ্রহীতা(দের) দ্বারা প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে এবং ইএআরসি সুরক্ষিত ক্রেডিটর হিসাবে তার সমস্ত অধিকার প্রয়োগ করবে।

ঋণগ্রহীতা(গণ) বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে এডেলউইস অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড-এর অনুমোদিত অফিসার উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে**।

ঋণগ্রহীতা(গণ) এর অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা(গণ) কে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিতক করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন এডেলউইস অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড-এর নিকট বকেয়া **২৯,৩৭,০৭২.৬৬ টাকা (উনত্রিশ লাখ সাঁয়ত্রিশ হাজার বাহাত্তর টাকা এবং ছেষট্টি পয়সা) টাকা** এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ
সম্পত্তির তপশিল

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট দোতলায় মার্বেল ফিনিশ মেঝে পরিমাণ ১০০৩ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া তিনতলা ইটের ভবন নির্মিত জমির পরিমাণ ১ কাঠা ৮ ছটাক, সিএস দাগ নং ৯৯,আরএস দাগ নং ৩৯৩/৬৩৫, আরএস খতিয়ান নং ৪২০,মৌজা : চন্দগড়,জেএল নং ৪৪, থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুর প্রেমিসেস নং ৭২/এ/৭, যশোর রোড দক্ষিণ মধ্যমগ্রাম পুরসভার ওয়ার্ড নং ৮ অধীন।

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিস্তারিত/বিবরণ রেজিস্ট্রিকৃত হস্তান্তর দলিল নং এসআর নং : ০১৮৩১ তারিখ ১৭.০২.২০১৫ অনুযায়ী উল্লিখিত মতে যা রেজিস্ট্রিকৃত শ্রীসজল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীমতি চৈতালি ব্যানার্জির নামে।

অনুমোদিত অফিসার
এডেলউইস অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড
(ট্রাস্টি-ইএআরসি ট্রাস্ট এসসি ৪১৪)
তারিখ : ০১/০২/২০২৪
স্থান : বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা

প্যারলে বাপের বাড়িতে গেলেন অনুপম হত্যাকাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত মনুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: প্যারলে বাপের বাড়িতে আসলেন অনুপম হত্যাকাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত মনুয়া সিংহ রায়। বর্ধমান সংশোধনাগার থেকে সোমবার দুপুরে তাকে প্রথমে বারাসাত থানায় আনা হয়। সেখানে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সেরে তাকে বারাসাতের নবপল্লির ষষ্ঠীপুকুরে তার বাপের বাড়িতে পাঠানো হয় পুলিশি নজরদারিতে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে বাবা মায়ের অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে সে বাড়িতে এসেছে মাত্র ৬ ঘণ্টার জন্য। তার বাড়িতে ফেরায় এলাকার মানুষের মধ্যে কানাঘুষো শুরু হয়েছে। মেয়ে বাড়িতে ফেরায় কান্নায় ভেঙে পড়ে মা।

দীর্ঘদিন সংশোধনাগারে থাকার পর অবশেষে প্রথমবার অনুপম হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত অনুপমের স্ত্রী মনুয়া সিংহ রায় বাড়ি আসলেন। এদিন দুপুরেই বারাসাত থানা থেকে তার আপের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। যদিও সংবাদ মাধ্যমের উপস্থিতি দেখেই মনুয়া তার মুখ ওড়না দিয়ে ঢেকে দেয়। একটিও কথা বলেননি সংবাদ মাধ্যমের সামনে। বিবাহের দেড় বছরের মাথায় ২০১৭ সালে ২ মে তার স্বামী অনুপম সিংহকে মনুয়া তার প্রেমিক অজিত রায়কে দিখে খুন করায়। পরদিন বাড়ি থেকে অনুপমের দেহ উদ্ধার করে বারাসাত থানার পুলিশ। সেদিন কাজ থেকে ফিরে রাত্রে যখন অনুপম হৃদয়পুরে তার নিজের বাড়িতে ঢোকে তখনই তাকে নৃশংসভাবে খুন করে অজিত। খুনের সমস অজিত ফোনে অনুপমের আর্তনাদ শুনিয়েছিল মনুয়াকে। মনুয়া ও অজিত উভয়ই পরিকল্পনা করেই এই খুন করেছিল বলে পরবর্তীতে পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছিল। পরকীয়ার জেরে সেই নৃশংস খুনের ঘটনা সেই সময় রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় হয়েছিল। তবে পুলিশি তদন্ত ও সরকার পক্ষের আইনজীবীদের জোরদার সাওয়ালের কারণে বিচারক তাদের দোষী সাব্যস্ত করে। এবং আদালতের আদালতের নির্দেশে তাকে দমদম সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়েছিল। পরবর্তীতে করোনার সময় দমদম সংশোধনাগারে বন্দি বিক্ষোভের কারণে তাকে বর্ধমান সংশোধনাগারে পাঠানো হয়। সেখান থেকেই এদিন তাকে বারাসাতে আনা হয়।

কড়া নিরাপত্তা সত্ত্বেও বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁস, উঠছে নানা অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করলেও মাধ্যমিকে মালদাতে বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার বিষয় নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিস্তর অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। যদিও রাজ্য শিক্ষা পর্ষদ মাধ্যমিক পরীক্ষার শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার মাধ্যমেই কড়া নজরদারি চালানোর কথা জানিয়েছিল। এমনকী মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় মালদায় বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করে পরীক্ষায় কড়াকড়ি ব্যবস্থার নির্দেশও দিয়ে যান। কিন্তু তারপরেও মালদায় মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনেই ফাঁস হয়েছে বাংলা প্রশ্নপত্র। সেটিও আবার মোবাইলের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। যদিও এই ঘটনায় মালদার কালিয়াচক এবং ইংরেজবাজারের দুই স্কুলের পরীক্ষার্থীকে আটক করে পুলিশ। কিন্তু প্রশাসনের এত কড়াকড়ির পরেও কিভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার অনেক আগেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে মোবাইল পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যবহার না করার নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। এমনকী যেসব পরীক্ষা কেন্দ্র আশেপাশে জেরক্সের দোকান রয়েছে সেগুলিও বন্ধ রাখার কথা জানানো হয়। নকল রুখতে প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ এবং সিভিক ভলান্টিয়ার। এছাড়াও যেগুলো জায়গায় পরীক্ষা কেন্দ্রকে ঘিরে গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। এতকিছুর পরেও কিভাবে পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীরা মোবাইল নিয়ে প্রবেশ করতে পারল, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশের সময় পরীক্ষার্থীদের সবকিছু যাচাই করেই প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে। কোথাও কোনরকম ত্রুটি থাকার ফলেই কেউ হয়তো পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিটা পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের নজরদারির জন্য মেটাল ডিরেক্টর বসানো সম্ভব নয়। তবে এবছর পরীক্ষার শুরু থেকেই কড়াকড়ি নজরদারি থাকায় নকল ঠেকানো সম্ভব হয়েছে। তবে মাধ্যমিকের প্রথম দিনের বাংলা পরীক্ষা থেকে শিক্ষা নিয়েই পরবর্তী পরীক্ষাগুলিতে কড়া নজরদারির মধ্যে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের প্রবেশ করানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তৃণমূল শিক্ষা সেলের জেলা সভাপতি তথা মাধ্যমিক পরীক্ষার জেলা কনভেনার বিপ্লব গুপ্ত জানিয়েছেন, প্রশ্নপত্রের কিউআর কোড চালু করার কারণেই প্রথম দিনের মাধ্যমিকের বাংলা পরীক্ষায় ওই দুই পরীক্ষার্থীকে ধরা সম্ভব হয়েছে। এবারে শিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকেই উন্নত ধরনের এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে কোনো পরীক্ষার্থীরা যদি মনে করে কৌশলে প্রশ্নপত্র পাচার করার চেষ্টা চালাবেন সেটা কোনোভাবেই সম্ভব হবে না। প্রথম দিনের ঘটনাটি কিভাবে ঘটল তা বলতে পারব না। পরবর্তী পরীক্ষাগুলি যাতে নির্বিঘ্নে হয়, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক সুজিত সামন্ত জানিয়েছেন, প্রথম দিনের প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি পুরোটাই তদন্ত সাপেক্ষ। এর বেশি কিছু বলতে পারব না। তবে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা সম্পন্ন করতে প্রশাসনের সহযোগিতায় সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

গোঘাটের ভগ্নপ্রায় প্রাচীন মন্দির ও মাজার সংস্কারের জন্য জেলা শাসকের দ্বারস্থ মানস

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: জনপ্রতিনিধি হিসাবে বড় কোনও পদে না থেকেও গোঘাটবাসীর জন্য লড়াই করে চলেছেন প্রাক্তন বিধায়ক মানস মজুমদার। বর্তমানে সামান্য জেলা পরিষদের সদস্য তিনি। গোঘাট বিধানসভা জুড়ে যে সব প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী ভগ্নপ্রায় মন্দির ও মাজার রয়েছে সেই গুলি সংস্কারের জন্য মানস মজুমদার হুগলি জেলা শাসকের কাছে আবারও দ্বারস্থ হন। এসবিএসটিসি বোর্ডের ডাইরেক্টর হিসাবে তিনি পুনরায় ওই সমস্ত ধর্মীয় স্থানগুলি সংস্কারের দাবি জানান। জরাজীর্ণ মন্দির ও মাজারগুলো সংস্কার না-হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে গোঘাটে। পশ্চিমবঙ্গের মন্দির নগরী বলা হয় বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরকে। এই মন্দির নগরীতে যেমন অসংখ্য প্রাচীন মন্দির রয়েছে তেমনি আরামবাগ মহকুমার গোঘাটেও বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক মন্দির এখনও জরাজীর্ণ হয়ে মাথা উঁচু হয়ে রয়েছে। এই সব মন্দিরগুলি হল, বদনগঞ্জ-ফুলুই শ্রী শ্রী পুরাতন ছৈল্লেশ্বর শিব ঠাকুর মন্দির, কৃষ্ণগঞ্জ বাজার পরমেশ্বর শিব মন্দির, হরিসভা মানিক রাজার শিব মন্দির, শ্রীপুর হাটতলা বিষ্ণুমন্দির, পাইনদের বিষ্ণুমন্দির, কামারপুকুর শান্তিনাথ শিব মন্দির, বালি রাউতপাড়া দুর্গামন্দির, ছোটো ডোঙল কালী মন্দির, লক্ষ্মীপুর কালী মন্দির, রায়বাঘিনি ধর্মমন্দির, গোঘাট স্বরূপনারায়ণের মন্দির, বালি হালদারপাড়া শিবমন্দির, শুনিয়া বারোয়ারী শিবমন্দির। পাশাপাশি মাজারগুলি হল গড় মান্দারণ বড় আস্তানা, গড় মান্দারণ ছোট আস্তানা, ভাদুর মগদম পীরের মাজার, মান্দারণ পাচ পীরের মাজার, মান্দারন শকুনজলা এনায়েত শাহ বাবার মাজার, হাজীপুর দেবখন্ড শাহ ইসমাইল গাজীর মাজার, হাজীপুর তেহুরিয়া ইমাম সাহেব পীরের আস্তানা। এই বিষয়ে গোঘাটের প্রাক্তন বিধায়ক তথা এসবিএসটিসির ডাইরেক্টর মানস মজুমদার বলেন, আমি বিধায়ক থাকাকালীন ২০১৭ সালে তৎকালীন পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব ও পরে পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকে বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্ব ও লিখিতভাবে গোঘাটের ১৩ টি মন্দির, যেগুলি ২০০, ৩০০ আবার কোনটি ৫০০ বছরের পুরনো। তাই বাংলার সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বর্তমানে সেগুলি ভগ্নপ্রায় থাকায় সংস্কারের জন্য চিঠি করি। পর্যটন দপ্তর থেকে পূর্বের ২ জেলাশাসককেও চিঠি করা হয়। আমি নিজেও জেলা শাসকদের চিঠি করে জানাই। কিন্তু সংস্কারের বিষয়ে কোনও অগ্রগতি হয়নি। তাই অবিলম্বে পুনরায় জেলা শাসককে পর্যটন দপ্তরে মন্দির ও মাজার গুলি সংস্কারের বিষয়ে অর্থ বরাদ্দের জন্য আবেদন জানাই। সবমিলিয়ে এইসব ঐতিহ্যপূর্ণ প্রাচীন মন্দির ও পীরের মাজার গুলির দ্রুত সংস্কারের কাজ করা হোক বলে দাবি ওঠে।

মৃত ছাত্রীর খুনে দায়ী অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ইংরেজবাজারে নৃশংসভাবে খুন হওয়া পঞ্চম শ্রেণির নাবালিকা ছাত্রীর প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে এবং অভিযুক্তের ফাঁসির দাবিতে রাস্তায় নামল গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সোমবার দুপুরে ইংরেজবাজার শহরে জুড়ে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মী সহ অন্যান্যরাও এই মিছিলে সামিল হন। এদিন সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে গোটা শহর পরিক্রমা করে এই মিছিলটি। মৃত নাবালিকা পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীর খুনের ঘটনায় দোষীর ফাঁসির সাজার দাবিতেই সরব হন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। মিছিলে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষা কর্মী শুভায়ু দাস জানিয়েছেন, গত ২৯ জানুয়ারি উত্তর বালুচর থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় পঞ্চম শ্রেণির এই নাবালিকা ছাত্রী। এরপর বুধবার রাতে ওই ছাত্রীর গলাকাটা দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় মৃতের এক আত্মীয় শ্রীকান্ত কেশরীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের ফাঁসির সাজার দাবিতে এই মিছিল করা হয়েছে।

এক অতিথি শিক্ষক ও তিন ছাত্রছাত্রীতে চলছে স্কুল, ক্ষোভ খানাকুলে

মহেশ্বর চক্রবর্তী

হুগলি: শিক্ষকের অভাবে আরামবাগ মহকুমার খানাকুলের কিশোরপুর এক নম্বর অঞ্চলে একটি স্কুল বন্ধ হতে চলেছে বলে দাবি। স্কুলের নাম বামুনখানা বিবেকানন্দ জুনিয়র হাইস্কুল।

শিক্ষককে বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর। তাঁদের হাত ধরে হাজার হাজার মানুষ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ে শিক্ষকই যদি না থাকেন, তা হলে সেই প্রতিষ্ঠান চলবে কী ভাবে? এই বেহাল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বামনখানা বিবেকানন্দ জুনিয়র হাইস্কুলে। এই বিষয়ে বিজেপি নেতা তথা স্থানীয় বাসিন্দা অনিমেষ চক্রবর্তীর দাবি, প্রথম থেকেই সরকারি ভাবে কোনও স্থায়ী শিক্ষক নেই। একজন মাত্র শিক্ষক। স্কুলটা উঠতে বসেছে। সরকারটাই অযোগ্য। একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাঁচাতে কারও কোনও উদ্যোগ নেই।

২০১৬ সালে স্থাপিত হয় এই বিদ্যালয়। পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠক্রমের ব্যবস্থা আছে। পাশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি থাকায় ষষ্ঠ শ্রেণী থেকেই ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হত। বিদ্যালয় স্থাপনের পর ৩ জন অতিথি শিক্ষক এবং প্রায় ৯৭ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে পাঠক্রম শুরু হয়। নিয়ম অনুযায়ী ওই ৩ টি শিক্ষকের ২ জন ইতিমধ্যেই অবসর নিয়েছেন, বাকি একজন শিক্ষক অবসর নেওয়ার পরেও নিজের অসুস্থতাকে উপেক্ষা করে শিক্ষকতা করছেন।

এছাড়াও এই বিদ্যালয়কে বাঁচাতে গ্রামেরই কিছু যুবক-যুবতী শিক্ষকতা করতে আসেন প্রায় ৮ বছর ধরে। এর বিনিময়ে কিন্তু তাঁরা কোনও পারিশ্রমিক পাননি বলে দাবি। তাই তাঁরাও ধীরে ধীরে স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। এই অবস্থায় এই বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা খাতায় কলমে ১৮ তে দাঁড়িয়েছে। তবে স্কুলে আসে তিন থেকে চার জন। এমনটাই জানালেন ওই স্কুলের একমাত্র অতিথি শিক্ষক উত্তম দোলুই।

এদিন মাত্র তিনজন ছাত্রছাত্রী নিয়ে সাড়ে এগারোটার সময় প্রার্থনার পর বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন শুরু করেন অতিথি শিক্ষক। ছাত্র ও ছাত্রীরা জানায়, স্কুলে কোনও শিক্ষক নেই। একজন আরামবাগ থেকে আসেন। সময়ের কোনও ঠিক নেই। স্কুল কখন শুরু হবে কেউ জানে না। অবিভাবিকা ত্রিবেণী চক্রবর্তীর দাবি, 'আমরা চাই স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ হয়ে স্কুলটি আগের মতো চালু হোক।' খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শম্পা মাইতির দাবি, 'আগে থেকে জানা ছিল না মাস্টারের অভাবে স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তবে উচ্চ প্রশাসনকে জানাব।' সবমিলিয়ে শিক্ষককের অভাবে একের পর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আরামবাগ মহকুমায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। উদাসীন প্রশাসন। বেহাল ও জটিল পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে আরামবাগের শিক্ষা পরিকাঠামোয়।

রোগীদের থেকে বেশি বিলের বদলে মানবিক হওয়ার পরামর্শ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: রোগীদের কাছ থেকে অত্যাধিক মোটা পরিমাণ বিল না নিয়ে নার্সিংহোম মালিকদের মানবিক হতে পরামর্শ দিলেন নদিয়া জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর জ্যোতিষ চন্দ্র দাস। সোমবার কৃষ্ণনগরের একটি বেসরকারি রিসর্টে নার্সিংহোম মালিকদের সংগঠন প্রোগ্রেসিভ নার্সিংহোম অ্যান্ড হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশনের পঞ্চম নদিয়া জেলা সম্মেলনে যোগ দিয়ে তিনি এই কথা বলেন। তিনি বলেন, 'নার্সিংহোম এবং বেসরকারি হাসপাতাল মালিকদের মনে রাখতে হবে অনেক গরিব রোগী নিরুপায় হয়ে চিকিৎসার জন্য আসেন বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে। তাঁরা চিকিৎসার জন্য খুব কষ্ট করে অর্থ সংগ্রহ করে আনেন। কাজেই তাঁদের সঙ্গে মানবিক ব্যবহার করতে হবে এবং যথাসম্ভব কম অর্থ নিতে হবে।' অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের চেয়ারম্যান শেখ আলহাজউদ্দিন। ডেপুটি সিএমওএইচ -১ ডা দেবাশিস সরকার।

অনুষ্ঠানে নার্সিংহোম মালিকদের করণীয় বিষয় যত্ন সহকারে উত্থাপন করেন। সংগঠনের জেলা সম্পাদক সব্যসাচী সাহা উপস্থিত থেকে সম্মেলন পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে সকলকে ধন্যবাদ জানান। বিভিন্ন উপায় স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যে সমস্ত অনিয়ম ধরা পড়ে সেই সম্পর্কেও এদিন নার্সিংহোম মালিকদের অবহিত করা হয়।

উত্তরপাড়া পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: বিশিষ্ট তৃণমূল নেতা তথা উত্তরপাড়া পুরসভার দু'বারের প্রাক্তন চেয়ারম্যান পিনাকী ধামালি রবিবার রাত সাড়ে দশটায় কলকাতার এক হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯। তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী ও দুই পুত্রকে। গত কয়েকদিন ধরে তিনি অসুস্থতার কারণে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই রবিবার রাতে প্রয়াত হন তিনি।

২০০০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত দু'বার উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। তারপর ২০১০ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। গত পুর নির্বাচনে তিনি নির্দল হিসেবে তাঁর ওয়ার্ড থেকে জিতেছিলেন। গত ২১ জানুয়ারি তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। আরও জানা যায়, তিনি ৯০ সাল থেকে কংগ্রেস কাউন্সিলর ছিলেন। তারপর তৃণমূল হওয়ার পরে তৃণমূলে চলে আসেন।

এদিন কলকাতা থেকে তাঁর মরদেহ উত্তরপাড়া পুরসভায় আসার পরে সেখানে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালেন উত্তরপাড়ার পুর চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, কাউন্সিলর অর্ণব রায়। এরপর মরদেহ হিন্দমোটরের বাড়িতে যায়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সব কাউন্সিলররা। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির উত্তরপাড়া মণ্ডলের সভাপতি সঞ্জয় বণিক, সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। তাঁরা সমবেদনা জানান। এলাকার লোকেরা উপস্থিত ছিলেন। তারপর মরদেহ শিবতলা নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়ার পুর চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, কাউন্সিলররা ও পার্টি কর্মীরা এবং ভাইস চেয়ারম্যান।

এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়ার পুর চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, 'তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। তাঁর পরিবারকে সমবেদনা জানাই। আমি বেদনাহত।' পুরসভা সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ বলেন, 'খুব দুঃখের ঘটনা, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি পরিবারকে সমবেদনা জানাই। ২০০০ থেকে ২০১০ দু'বারের চেয়ারম্যান ছিলেন। আমি ভাইস চেয়ারম্যান ছিলাম, সেই সময় সিপিএমের জমানা ছিল, এটা বোঝার ব্যাপার। ৯০ সাল থেকে কাউন্সিলর ছিলেন।'

ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের নিয়ে বৈঠক সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পানাগড়ের স্থানীয় ব্যবসায়ী ও এলাকার বাসিন্দাদের নিয়ে বৈঠক করলেন দ্য বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের আধিকারিকরা। সোমবার বিকেলে পানাগড় বাজারের একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পানাগড়, দুর্গাপুর ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা সহ উপস্থিত ছিলেন দুই বর্ধমান জেলার সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান উত্তম মুখোপাধ্যায় ও পানাগড় চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি সহ-সভাপতি সহ অন্যান্যরা।

উত্তম মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক ও ডিজিটাল হয়েছে। বেকারদের সুযোগ-সুবিধা থেকে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা মেলার সঙ্গে মানুষ কী কারণে ব্যাংক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন, সেই সমস্ত বিষয় পানাগড় বাজারের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সরাসরি শুনে যাতে আগামী দিনে উন্নততর পরিষেবা দেওয়া যায় ও বর্তমানে যে সমস্ত পরিষেবা শুরু হয়েছে সেই সমস্ত বিষয়ে এদিন বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

বুলেটের আয়োজনে গণবিবাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, খড়গপুর: সারেগামা খ্যাত বুলেট এবং বোহেমিয়ানদের দল গত শনিবার রাতে তালবাগিচা শিবমন্দির মাঠে বিয়ের অনুষ্ঠানস্থলে গানের সুরে মুগ্ধ করে। বুলেট নতুন ও পুরাতন গান পরিবেশন করেন এবং শীঘ্রই আবার খড়গপুরে আসার প্রতিশ্রুতি দেন। উল্লেখ্য, খড়গপুর শহরের তালবাগিচায় ভলকান ক্লাবের উদ্যোগে ১৪ দম্পতির গণবিবাহের আয়োজন করা হয়। মেহেন্দির পর শনিবার দিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী রীতিতে বিয়ের আয়োজন করা হয়।

ক্লাবের সেক্রেটারি সুব্রত তাপালি জানান, একটি দরিদ্র পরিবারের মেয়ের গণবিবাহ অনুষ্ঠান, যার বয়স ১৮ এবং বরের ২১ বছর, পুরোহিতদের দ্বারা আয়োজন করা হয় এবং বর ও কনেকে উপহারও দেওয়া হয়। এছাড়াও একটি ভোজসভার আয়োজন করা হয় যাতে হাজার হাজার মানুষ বুলেটের গণবিবাহে অংশ নেয়। খড়গপুর পুরসভার

চেয়ারপার্সন কল্যাণী ঘোষ, কাউন্সিলর অপূর্ব ঘোষ, হেমা চৌবে এবং অন্যরা সন্ধ্যায় বিয়ের স্থানে উপস্থিত ছিলেন এবং বর-কনেকে আশীর্বাদ করেন।

লিভ বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভ শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: লিভ বোনাসের দাবিতে সোমবার দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের সরপি মোড় সংলগ্ন একটি বেসরকারি ইস্পাত কারখানার গেট বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালেন কারখানার শ্রমিকরা। শ্রমিকদের পক্ষে সুভাষ রুইদাস দাবি করেন, 'কারখানায় কাজ করেন ৪০ জন শ্রমিক। আমাদের লিভ বোনাস বকেয়া রয়েছে। মকর সংক্রান্তির দিন লিভ বোনাসের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা দেয়নি। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার জন্য ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কর্তৃপক্ষকে সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল। গতকাল সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ায় এদিন বাধ্য হয়েই শ্রমিকরা বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন।'

বাবার কোলে চেপে মাধ্যমিক দিচ্ছে বিষ্ণু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: জন্ম থেকেই দু' পায় কাজ করে না। যার কারণে চলাফেরা করতে সমস্যা। তাতেও কোনও ভাবে ভেঙে না পড়ে মনের জোড়ে এগিয়ে চলেছে কালনার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বিষ্ণু বসাক। বাবার কোলে চেপে জীবনের বড় পরীক্ষা দিচ্ছে বিষ্ণু।

প্রবাদ আছে, ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। তাই সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে হার মানিয়ে বাবার কোলে চড়ে এসে অবশেষে জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা দেওয়া শুরু করেছে কালনার বিষ্ণু বসাক। কালনার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নুসরতপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত হাটসিমলা এলাকার বাসিন্দা বিষ্ণু। নসরতপুর পারুলডাঙা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র সে। বাবার কোলে চেপে চাপাহাটি কেপিসি বালিকা বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতিদিন নির্ধারিত সময়েই পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছয় ওই ছাত্র।

ওই ছাত্রের বাবা বিমল বসাক জানিয়েছেন, ছোট থেকেই ছেলে দাঁড়াতে এবং হাঁটতে পারে না। স্কুলের শিক্ষকদের বিষয়টি বলার পরেই কোলে চেপে তার পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছেলের পরীক্ষা দিতে কোনও সমস্যা হচ্ছে না। সকলেই সহযোগিতা করছে তাকে।

আদিবাসীদের মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: সোমবার বেলপাহাড়িতে কলকাতার এসএসকেএম-এর চিকিৎসকরা জঙ্গলমহলের আদিবাসী মানুষদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর একটি সচেতনতা শিবির করেন। শহিদ ক্ষুদিরাম বসু স্মৃতি বিদ্যালয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইনস্টিটিউট অফ সাইক্রিয়াটিক এবং কলকাতার গড়িয়ার বিআরডব্লিউএস হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে শিবিরটি হয়। ৭ জন চিকিৎসকের টিম নিয়ে শিবিরে ৫৫ জন আদিবাসী মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন এসএসকেএম-এর নিউরো এপিডেমিওলজি বিভাগের প্রধান ড. রিয়াল দাস। বিআরডব্লিউএস হাসপাতালের পক্ষে শিবিরের তত্ত্বাবধানে ছিলেন ড. শান্তনু ভট্টাচার্য, ড. শুভার্থী ভট্টাচার্য এবং ড. শিপ্রা ভট্টাচার্য। ড. শুভার্থী ভট্টাচার্য বলেন, 'আদিবাসী জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষাও বিশেষ জরুরি। এইসব এলাকায় বিগত দিনের মাওবাদী উপদ্রব, অপুষ্টি এবং করোনার মতো ঘটনাগুলি এলাকাবাসীর মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলেছে।'

অনলাইনে প্রতারিতদের টাকা ফেরাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: গত কয়েক মাস ধরে এলাকায় কয়েকজনের কাছ বিভিন্ন ফোন কলস, বিভিন্ন লিংকের মাধ্যমে প্রতারকরা টাকা আত্মসাৎ করেছিল বলে অভিযোগ। পাণ্ডবেশ্বর থানার সাইবার সহায়তা কেন্দ্র তদন্ত চালিয়ে সেই টাকা তুলে দেয় ৫ জন প্রতারিতদের হাতে। ৫ জনের আশি হাজার ২০৩ টাকার চেক তুলে দিলেন পাণ্ডবেশ্বর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রাহুলদেব মণ্ডল।

ভ্যালেন্টাইনে মিলবে না লাল টুকটুকে গোলাপ !

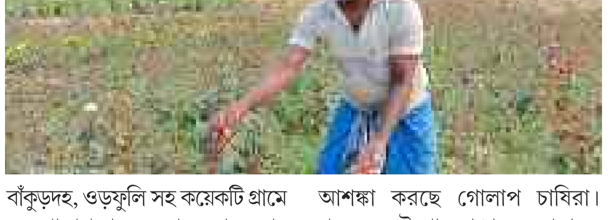

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: অনেকেই বলেন, বাঙালির ভ্যালেন্টাইন ডে হল সরস্বতী পূজা। এবছর সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি। দুই সংস্কৃতির মিশ্রণে থাকা এই দিনটিতে স্বাভাবিকভাবেই গোলাপ ফুলের চাহিদা থাকবে বলে মনে করছে ফুল চাষিরা। কিন্তু গোলাপের এই দিনে কতটা উৎকৃষ্ট মানের গোলাপ পাওয়া যাবে তা নিয়েই কপালে চিন্তার ভাঁজ গোলাপ চাষিদের। তাই মন ভালো নেই হাওড়ার গোলাপ চাষিদের। হাওড়ার বাগনানের ওড়ফুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁকুড়দহ, ওড়ফুলি সহ কয়েকটি গ্রামে যে গোলাপ চাষ হয় তার সুনাম জগৎ জোড়া। কিন্তু এবছর প্রাকৃতিক আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য উন্নত মানের গোলাপ পাওয়া না যাওয়ার আশঙ্কা করছে গোলাপ চাষিরা। প্রসঙ্গত, এই গ্রাম পঞ্চায়েত ছাড়া ও কল্যাণপুরের বিরামপুরে ও ব্যাপক গোলাপের চাষ হয়। কিন্তু পোর্ট ফুলের গোলাপে গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত গোলাপের পাপড়ি হয় বাদামি রং এর হয়ে যাচ্ছে নয়তো কুঁকড়ে যাচ্ছে। যাকে স্থানীয় ভাষায় গোলাপ চাষিরা গোলাপের ধসা রোগ বলে উল্লেখ করছেন। আসলে কৃষি বিজ্ঞানীদের মতে ওই এলাকার গোলাপ গাছগুলির প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়েছে। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে গোলাপের কুঁড়ি ঝড়ে যাচ্ছে। বাঁকুড়দহের গোলাপ চাষি পুলক ধাড়া জানান, 'বাজার থেকে ঋণ করেও অনেক সময় গোলাপ চাষ করতে হয়। এবছর এই সময়ে একদিকে কুয়াশার দাপট অন্যদিকে পশ্চিমা বাতাসের জন্য গোলাপের ফলন মার খেয়েছে। এছাড়া স্বাভাবিকভাবেই যে রোগ হচ্ছে তা কিছুতেই ঠেকানো যাচ্ছে না। ফলে ব্যাপক পরিমাণ ক্ষতির মুখে পড়ছে চাষিরা।' এদিকে এই বিষয় নিয়ে হাওড়া জেলা কৃষি অধিকর্তা রাম প্রসাদ ঘোষ জানান, 'বিষয়টি গত বছর নজরে আসতেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়ে। এটি একটি ছত্রাক জনিত রোগ। রেজাল্ট এলেই উপযুক্ত ছত্রাক নাশক ওষুধ নাম জানিয়ে দেওয়া হবে। এ বিষয়ে আমরা আশাবাদী।'

ভোট প্রচারে শিশুকে ব্যবহার নয় কড়া নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি: ভোটযুদ্ধ বড় যুদ্ধ! যে কোনও উপায়ে জেতা চাই-ই চাই। তাই নবতিপর বৃদ্ধ থেকে কোলের শিশু, কাউকেই প্রচারে ব্যবহার করতে পিছপা হয় না রাজনৈতিক দলগুলি। লোকসভা নির্বাচনের আগে শিশুদের নিয়ে নতুন নির্দেশিকা জারি করল নির্বাচন কমিশন। তারা জানিয়েছে, নির্বাচনের কাজে কোনও ভাবেই কোনও শিশুকে ব্যবহার করা যাবে না। এ বিষয়ে কমিশন 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করছে।

জাতীয় নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, আসন্ন লোকসভা ভোটের প্রচারে কোনওভাবেই শিশুদের ব্যবহার করতে পারবে না রাজনৈতিক দলগুলি। রাজনৈতিক দলের পোস্টার সাঁটানো, প্রচারপত্র বিলি থেকে শুরু করে স্লোগান দেওয়া, কোনও ক্ষেত্রেই শিশুদের ব্যবহার করা চলবে না। এমনকী, ভোটপ্রচার চলাকালীন রাজনৈতিক নেতারা কোনও শিশুকে কোলে বা হাতে নিয়ে ঘুরতে পারবেন না। ভোটপ্রচারের র‌্যালি বা গাড়িতে কোনও শিশুকে রাখা চলবে না।শুধু প্রচারসভা বা র‌্যালি নয়, ভোট সংক্রান্ত কবিতা, গান, স্লোগান বা বক্তৃতায় শিশুদের উল্লেখ রাখা যাবে না। কোনও ছবি বা ভিডিওতেও রাজনৈতিক দলের পতাকাবাহক হিসেবে কোনও শিশুকে রাখা চলবে না। তবে কোনও প্রচারসভা, পদযাত্রার কাছাকাছি কোনও শিশু বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকলে, এই নিয়ম কার্যকর হবে না।

কমিশনের নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, কোনও নির্বাচনী প্রচারে শিশুদের কোলে নিয়ে বা কোনও গাড়িতে শিশুদের নিয়ে যাওয়া যাবে না। প্রচারে ব্যবহৃত কোনও কবিতা, গান, বক্তৃতায় শিশুদের উল্লেখ রাখা যাবে না। তবে কোনও রাজনৈতিক নেতার সভায় যদি বাবা, মায়ের সঙ্গে শিশুও উপস্থিত থাকে, তা নির্বাচনী প্রচার হিসাবে গণ্য করা হবে না। সে ক্ষেত্রে তাতে কোনও বাধাও থাকবে না বলে জানিয়েছে কমিশন।

প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে প্রচারের সময়ে শিশুশ্রম প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৬ (সিএলপিআর) মেনে চলতে হবে। ওই আইনে যা যা বলা আছে, কড়া ভাবে তা মেনে চলতে হবে, নির্দেশ কমিশনের। সেই সঙ্গে তারা নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা সমস্ত আধিকারিককেও শিশুদের ব্যবহার না করার নির্দেশ দিয়েছে।

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে নালিশ শুভেন্দুর

বৈঠক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গেও

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি: রবিবার রাতেই দিল্লি পৌঁছেছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সূত্রের খবর, জরুরি ভিত্তিতেই নাকি ডাক পড়েছে তাঁর। সোমবার বেলা বাড়তেই পরপর বৈঠক সারলেন বিজেপি বিধায়ক। এদিন সকালেই তিনি পৌঁছে যান সংসদে। প্রথমে অমিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। পরে বৈঠক করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গে। অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে কী কী বিষয়ে তাঁর কথা হয়েছে, তা বিস্তারিত জানালেও ধোঁয়াশা রেখে দিলেন শাহী-বৈঠক নিয়ে। দু দফা বৈঠক শেষে এদিন সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, লকেট চট্টোপাধ্যায় ও শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় শুভেন্দু অধিকারীকে। সংসদ চত্বরে তাঁকে বৈঠকের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে মুখ খুলতে চাননি তিনি।

রাজ্যের বকেয়া নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একদিকে যখন বারাবার কেন্দ্রকে আক্রমণ করছেন, তখন দিল্লিতে গিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নালিশ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানিয়েছেন, সোমবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গে দেখা করে ক্যাগ রিপোর্ট নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। শুভেন্দু উল্লেখ করেছেন ২ লক্ষ কোটি টাকা নয়ছয় করার অভিযোগ রয়েছে ক্যাগ রিপোর্টে। বিজেপি বিধায়কের দাবি, জিএসটি কার্যকর হওয়ার পর থেকে কোনও অডিট হয়নি রাজ্যে। বিনোদন খাতে প্রচুর টাকা খরচ করছে সরকার, এ কথাও সীতারামনকে বলেছেন শুভেন্দু। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা দাবি করেছেন যে, রাজ্য সরকার নতুন করে ৭ হাজার কোটি টাকা চাইতে পারে কেন্দ্রের থেকে। যদিও রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বা অর্থ সচিব মনোজ পন্থ ঋণ নেওয়ার কোনও ইঙ্গিত দেননি। তাও সাত তাড়াতাড়ি দিল্লি গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কার্যত নালিশ করলেন।

শুভেন্দু জানিয়েছেন, আগে নেওয়া ঋণের টাকার যথাযথ হিসাব না দিলে বাংলার সরকারকে যাতে টাকা না দেওয়া হয়, সেই আর্জি তিনি জানিয়েছেন কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রীকে। সংবাদমাধ্যমে শুভেন্দু জানান, 'কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের কাছে আমি বাংলার সরকারের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ করেছি। ক্যাগ রিপোর্ট নিয়ে যাতে কেন্দ্র তদন্ত করে সেই আর্জি জানিয়েছি।' পাশাপাশি জিএসটির টাকা নিয়েও যে বাংলায় দুর্নীতি হচ্ছে, তার ইঙ্গিত দিয়েছেন শুভেন্দু। অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে তিনি এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন বলেও জানান।

শুভেন্দুর সংযোজন, 'পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা পাঠাচ্ছে কেন্দ্র। আর সেই টাকা দিয়ে ইলেকট্রিক বিল পে করা হচ্ছে, অর্থাৎ কেন্দ্রের টাকা নিচ্ছে রাজ্য।' শুভেন্দুর দাবি, যে অর্থ কমিশনের টাকা উন্নয়ন খাতে খরচ করার জন্য পাঠানো হয়, সেটা দিয়েই বিডিও অফিস থেকে নবান্ন, সব জায়গার ইলেকট্রিক বিল দেওয়া হচ্ছে।

বিরোধী দলনেতা জানিয়েছেন, তাঁর কথা শুনে অর্থমন্ত্রী সীতারামন তাঁকে বলেছেন, সম্পূর্ণ অভিযোগ ই-মেল করে জানাতে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন সীতারামন।

উল্লেখ্য, রাজ্যের টাকা আটকে রেখেছে বলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ তুলেছে রাজ্য তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা। এরই মধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে ক্যাগ-এর একটি অডিট রিপোর্ট।

ভয়াবহ দাবানলে ১১২ জনের মৃত্যু

চিলি, ৫ ফেব্রুয়ারি: চিলিতে ভয়াবহ দাবানলে অন্তত ১১২ জনের মৃত্যুতে ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। বিপর্যস্ত এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন চিলির প্রেসিডেন্ট গ্যাব্রিয়েল বোরিচ। দাবানলে মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। কারণ ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে এখনও প্রচুর মানুষের দেহ উদ্ধার হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, প্রচণ্ড গরম ও তাপপ্রবাহের পরেই ভয়াবহ দাবানল ছড়িয়ে পড়ে মধ্য ও দক্ষিণ চিলির বিরাট এলাকাজুড়ে। অন্তত ২৬ হাজার হেক্টর জমি আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে। দু'দিন পরও দাবানল পুরোপুরি আয়ত্তে আসেনি। ৪০টি এলাকা এখনও আগুনের লেলিহান শিখার কবলে রয়েছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শহরগুলোর মধ্যে সমুদ্রঘেঁষা ভিনা দেল মার একদম প্রথমে রয়েছে। সেখানে ইতিমধ্যেই ৬৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। সেখানকার এক বাসিন্দা বলেন, 'আকাশ থেকে ছাই ঝরছে এমন ভাবে যেন বৃষ্টি পড়ছে। কোনও মতে পালিয়েছি। আমাদের সর্বস্ব পুড়ে গিয়েছে।'

চিলির বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের সংখ্যা কমপক্ষে ১১২। উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে ৩১টি হেলিকপ্টার। ১৪০০ জন দমকলকর্মী ও ১৩০০ জন সেনা জওয়ান উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এখনও ৪৩টি জায়গায় আগুন নেভাতে পারলেও,প্রবল গরমের জন্য দাবানল নিভছে না। ফলে ভয়াবহতা গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন।

উল্লেখ্য, ২০১৭ থেকে প্রায় প্রতি বছরই গরমকালে কোথাও না কোথাও দাবানল লাগে। গত বছর দাবানলে মৃত্যু হয়েছিল ২৭ জনের। প্রায় ৪ লক্ষ হেক্টর জমি পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছিল। চিলিতে দাবানলের প্রকোপ উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বিগ্ন পরিবেশবিদরাও।

থানায় জঙ্গি হামলায় ১০ পুলিশকর্মীর মৃত্যু

ইসলামাবাদ, ৪ ফেব্রুয়ারি: তিনদিন পর ৮ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন। সাধারণ নির্বাচনের আগে রক্তাক্ত ভারতের প্রতিবেশী দেশ। সোমবার ভোরবেলায় খাইবার পাখতুনখোয়ার একটি থানায় জঙ্গিদের দল হামলা চালালে ঘটনাস্থলেই ১০ পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয়। উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগেই নির্বাচনের একটি র‌্যালিতে আততায়ীর গুলিতে এক ব্যক্তি খুন হন।

পাকিস্তান পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ডেরা ইসমাইল খান জেলার চৌধান থানায় ৩০ জন জঙ্গি তিনদিক থেকে তিনটি দলে ভাগ হয়ে হামলা চালায়। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে পুলিশের সঙ্গে তাদের গুলির লড়াই শেষে জঙ্গিদের গুলিতে ১০ জন পুলিশকর্মী প্রাণ হারান। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৪ জন। যদিও হামলাকারী জঙ্গিদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা তা নিয়ে কোনও তথ্যই পাক পুলিশের তরফে মেলেনি। তবে সোমবার ভোর থেকে ওই ঘাঁটি জঙ্গিদের দখল রয়েছে।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে ব্যাপক নাশকতা চালিয়েছে পাক তালিবান-সহ একাধিক জঙ্গিগোষ্ঠী। দেশের সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা পর থেকেই নাশকতার মাত্রা বেড়েছে। দিন চারেক আগেই খাইবার পাখতুনখোয়ার সিদ্দিকাবাদ ফটক বাজার এলাকায় নির্বাচনের প্রচার করতে গিয়ে খুন হয়েছেন রেহান জাইব খান, উনি ইমরান খানের দলের নেতা। সেই মিছিলেই আততায়ীরা তাঁকে গুলি করে হত্যা করে পালিয়ে যায়। গুলিতে আহত হন আরও তিন পিটিআই সমর্থক। যদিও আততায়ীরা কোন গোষ্ঠীর তা জানা যায়নি।

ক্রমাগত নাশকতার জেরে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার দাবিও তুলেছিল বহু শিবির। এরপরই নিরাপত্তা আধিকারিকদের সঙ্গে পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশনের জরুরি বৈঠক হয়। সীমান্তে বিভিন্ন এলাকায় লাগাতার নাশকতার ঘটনা ঘটলেও, নির্বাচন পিছতে নারাজ কমিশন। তবে ৮ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন চলাকালীন আরও নাশকতা হতে পারে বলেই আশঙ্কা ওয়াকিবহাল মহলের।

বছরের প্রথম ভাষণের আগেই ধাক্কা মুইজ্জুর

মালদ্বীপ, ৫ ফেব্রুয়ারি: চিনপন্থী অবস্থানের জেরে আরও বিপাকে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জু। বছরের প্রথম ভাষণ দেওয়ার আগেই ধাক্কা খেলেন তিনি। পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরুর আগেই প্রেসিডেন্টের ভাষণ বয়কটের সিদ্ধান্ত দুই প্রধান বিরোধী দলের।

মালদ্বীপের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি বছরের শুরুতে পার্লামেন্টে বিশেষ ভাষণ দিয়ে প্রেসিডেন্ট দেশের সার্বিক উন্নতির চিত্র তুলে ধরা ছাড়াও আগামী দিনে দেশের অগ্রগতির পথ নির্দেশ করেন। বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা নিয়েও আলোচনাও হয় এই বক্তৃতায়। প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হওয়ার পরে এটাই পার্লামেন্টে মুইজ্জুর প্রথম ভাষণ। বছরের শুরুতে মুইজ্জু চিন সফরে থাকায় পার্লামেন্টে ভাষণ বেশ খানিকটা পিছিয়ে যায়।

সোমবার পার্লামেন্টে প্রেসিডেন্টের ভাষণের আগেই তা বয়কটের ডাক দেয় দুই প্রধান বিরোধী দল মালদ্বীপ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (এমডিপি) ও দ্য ডেমোক্র্যাটস। এমডিপি ভাষণ বয়কটের কোনও নির্দিষ্ট কারণ জানালেও, ডেমোক্র্যাটদের দাবি, ভারত বিরোধী মন্তব্যের জেরে সাসপেন্ড করা তিন মন্ত্রীকে আবার পার্লামেন্টে ফিরিয়ে আনার জন্যই ভাষণ বয়কট করা হচ্ছে।

রামভক্ত হনুমান, মন্দিরে ঢুকেই রামকে প্রণাম, ভাইরাল ভিডিও

লোনাভালা, ৫ ফেব্রুয়ারি: রামভক্ত হনুমান। রাম ও হনুমান সম্পর্কে একাধিক গল্প প্রচলিত রয়েছে। তাই রামের সবচেয়ে বড় ও একনিষ্ঠ ভক্ত হিসাবে হনুমানও পূজিত হয় পুণ্যার্থীদের কাছে। তাদের বিশ্বাস, যেখানে রাম বিরাজ করছে সেখানেই হনুমান রয়েছে। আরও ভালভাবে বলা যায়, রামের দ্বারে প্রবেশ করতে হলে হনুমানের অনুমতি প্রয়োজন। রাম, লদণ, সীতার সঙ্গে হনুমান না থাকলে যেন ছবি সম্পূর্ণ হয় না। অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনের পরদিনই এক হনুমানকে মন্দিরের গেটে এসে বসতে দেখা গিয়েছিল। সেই ভিডিয়ো রীতিমতো ভাইরাল হয়েছিল। এবার আরও এক হনুমানের রামভক্তির ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে। যেখানে হনুমানটি কেবল মন্দিরের গেটে এসে বসেনি, কলা-সহ অন্যান্য প্রিয় খাবার ছেড়ে সোজা রামের বেদিতে উঠে মূর্তির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে। যা দেখে অবাক সকলে। ভাইরাল ভিডিয়োটিতে দেখা যাচ্ছে, মন্দিরে ভগবান রামের পুজো চলছে। হঠাৎ করেই অনাহূত অতিথির মতো সেখানে আগমন ঘটে এক আস্ত হনুমানের। বন্য প্রাণীটিকে দেখে অস্বস্তিতে পড়ে যান সেখানে উপস্থিত পুরোহিত থেকে ভক্তরা। কিছুটা ভীত ও অপ্রস্তুত হয়েই তাঁরা হনুমানটির সামনে থেকে সরে যান। হনুমানটি পুজোর জায়গায় কয়েক সেকেন্ড বসার পর সোজা উঠে যায় রামের বেদিতে। নৈবেদ্য হিসাবে সাজানো কলা, অন্যান্য ফল বা খাবারের কিছুতেই মুখ দেয়নি সে। রামের মূর্তির সামনে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে সে। তারপর হঠাৎ করেই রামের মূর্তির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। এরপর সে চলে যায়।

হনুমানের এই কর্মকাণ্ডের ঘটনাটি অযোধ্যায় নয়, মহারাষ্ট্রের লোনাভালার রাম মন্দিরের। যেদিন অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন হয়, সেই ২২ জানুয়ারি তারিখেই লোনাভালার রাম মন্দিরে হনুমানের এই কর্মকাণ্ড হয় বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো পোস্ট করে জানিয়েছেন এক নেটিজেন। তারপর এই ভিডিয়োটি ভাইরাল হতে সময় লাগেনি।

ভ্যালেন্টাইন্স ডে-সহ আরও ২দিন বেঙ্গালুরুতে নিষিদ্ধ হল মদ বিক্রি

বেঙ্গালুরু, ৫ ফেব্রুয়ারি: ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে বেঙ্গালুরুতে নিষিদ্ধ মদ! অবাক হচ্ছেন? ভালোবাসার দিনে মদ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বেঙ্গালুরু প্রশাসন। জেলাশাসক দয়ানন্দ কেএ জানিয়ে দিয়েছেন, শুধু ১৪ ফেব্রুয়ারি নয়, তারপর আরও দু'দিন প্রযোজ্য থাকবে এই নিয়ম। এর পিছনে কারণ আছে অবশ্য। 'কর্নাটক লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বেঙ্গালুরু টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন'র উপনির্বাচন রয়েছে সে দিন। সেই কারণেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয় এবং বেঙ্গালুরুতে শান্তি বজায় থাকে, সেই কারণেই ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মদ্যপান এবং বিক্রি নিষিদ্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন দয়ানন্দ। বর্তমানে সেখানে আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি জারি রয়েছে। আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। ১৯৬৭ সালের কর্নাটক আবগারি বিধির ১০ (বি) ধারা অনুযায়ী এবং ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৩৫ (সি) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই কয়েক দিন জেলা জুড়ে সমস্ত ধরনের মদ বেচা-কেনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং 'ড্রাই ডে' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। বেঙ্গালুরুর সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র- ইয়েলাহাঙ্কা, বাতারায়নপুর, যশবন্তপুর, দাসারাহাল্লি, মহাদেবপুর, বেঙ্গালুরু দক্ষিণ এবং আনেকালের শিক্ষকরা তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নতুন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন। শহরের জেলাশাসক সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, উপনির্বাচনের জন্য বেঙ্গালুরুতে ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে তিন দিনের জন্য অ্যালকোহল বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। ১৪ তারিখ বিকেল ৫টা থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি সকাল ৬টা পর্যন্ত এই নির্দেশ কার্যকর থাকবে।

জেল থেকে 'ছুটি' নিয়েও শপথ নিতে পারলেন না আপ নেতা সঞ্জয়

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি: জেল থেকে 'ছুটি' নিয়ে শপথ নিতেচ সংসদ ভবনে গিয়েছিলেন আপ নেতা সঞ্জয় সিং। সোমবার রাজ্যসভার অন্য সাংসদরা শপথ নিলেও অনুমতি পেলেন না আপ নেতা। জানা গিয়েছে, শপথ নেওয়ার অনুমতি দেননি রাজ্যসভার সভাপতি তথা উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড় । উল্লেখ্য, জেলবন্দি থাকলেও সাংসদ পদে সঞ্জয়কে শপথ নেওয়ার অনুমতি দিয়েছিল আদালত। সোমবারই রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে শপথ নেওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করাতে রাজি হননি দেশের উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়। সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ের প্রতিবেদনে এমনটাই জানানো হয়েছে। ধনখড় জানান, রাজ্যসভার স্বাধিকার রক্ষা কমিটি সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে একটি স্বাধিকারভঙ্গের অভিযোগের তদন্ত করছে। তাই তার ফয়সলা না হওয়া পর্যন্ত সাংসদ হিসাবে শপথ নিতে পারবেন না আপের এই নেতা। দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় গত অক্টোবর মাসের গোড়ায় গ্রেপ্তার হন সঞ্জয়। গত ১ ফেব্রুয়ারি দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে সাত দিনের জন্য অন্তর্বর্তিকালীন জামিনের আর্জি জানান তিনি। সঞ্জয় জানান, চলতি বাজেট অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য এবং রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে শপথ নেওয়ার জন্য তাঁর জামিনের প্রয়োজন। আদালত তাঁর বিচারবিভাগীয় হেপাজতের মেয়াদ ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বৃদ্ধি করলেও সোমবার সঞ্জয়কে সংসদ ভবনে গিয়ে শপথ নেওয়ার অনুমতি দেয়।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Arandi-II Gram Panchayet
Purah, Dakshmin Narayanpur, Arambagh

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different development works vide **e-NIT No.: 007/15th FC & 5th SFC (Tied & Untied)/Arandi-II/2023-24,** for 18 nos. scheme from **15th FC & 5th SFC (Tied & Untied) Fund**. Date of Online Submission **05/02/2024 to 13/02/2024 up to 14:00Hours.** For details information visit undersigned GP Office & eTender portal **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Arandi-II Gram Panchayet

BANSBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE

The Chairman, Bansberia Municipality invites e-Tenders from Bonafide Contractors **WBMAD/CHAIRMAN/ BNS/NIT-15/2023-24,Dated 31/01/2024. WBMAD/CHAIRMAN/ BNS/NIT-16/2023-24,Dated01/02/2024. WBMAD/CHAIRMAN/BNS/NIT-17/2023-24,Dated02/02/2024. WBMAD/CHAIRMAN/BNS/NIT-5/2023-24(3rd CALL)Dated: 02/02/2024.WBMAD/CHAIRMAN/BNS/NIT-5/2023-24 (2ND CALL),Dated:03/02/2024. WBMAD/CHAIRMAN/ BNS/NIT-12/2023-24(2ND CALL), Dated 03/02/2024.** For details log on to **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Bansberia Municipality

Tender ID- 2024_ZPHD_661015_1
Notice bearing **NIT No-88 Date- 05/02/24** invites E-Tender for CFCG Contact Barsul-II Gram Panchayet for details or visit E-Tender site.

Sd/- Prodhan
Barsul 2 Gram Panchayat

Office of the Sankchura Bagundi Gram Panchayat
Vill + P.O- Dakhsin Bagundi P.S. Basirhat, Dist. : 24 Parganas (North)

NIT NO. - 15/SBGP/2023-24
Date- 31.01.2024
Fund : 5th SFC/2023-24

Bid Submission Start day on **31/01/2024.** Bid Submission Closing day on **07/02/2024.** Bid Opening day & time on **09/02/2024 at 15 hours)** or any other day and time as desired and fixed by the tender authority.Place at Sankchura Bagundi GP. For detail WB **e.tenders.gov.in**

Sd/- Golam Mustafa Gari, Prodhan,
Sankchura Bagundi Gram Panchayat

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
CORRIGENDUM
1st Call 2nd Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 331/PW/Eng/24 Dt. 18.01.24
Bid submission period 12.02.24 instead of 02.02.24

Visit to website : **www.wbtenders.gov.in.** For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- Superintending Engineer, Asansol Municipal Corporation

ABRIDGED NIT

On behalf of Dakshin Gangadharpur Gram Panchayat of Patharpratima Block under south 24 Parganas dist. invites bids through e-tendering process for const. of Twelve (12) nos Civil works within the GP area. The Estimated Cost excluding GST & L. Cess are **Rs. 1,65,590/-, 1,65,590/-, 1,65,590/-, 1,65,590/, 1,65,590/-, 2,07,746/-, 7,79,807/-, 2,93,518/-, 2,12,082/-, 4,41,372/- 6,13,406/-, 2,75,621/-** and Tender IDs are **2024_ZPHD_660458_1, 660466_1, 660470_1, 660474_1, 660478_1, 660481_1, 660484_1, 660486_1, 660487_1, 66491_1, 660492_1, 660494_1** respectively. The last Date of submissions of Bid (online) are **13/02/2024 & 21/02/2024 up to 01:00 PM.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in.** Gram Panchayat. For details please visit to our GP Office.

Sd/- Pradhan,
Dakshin Gangadharpur GP

PANCHBERIA GRAM PANCHAYAT
KALORA : DASPUR : PASCHIM MEDINIPUR

NOTICE INVITING E-TENDER

E-Tender is invited vide **NIT No. WBPMID/PGP/GP/5th SFC/NIT-18/23-24, Memo No-160, Dated: 31.01.2024** for 01 Scheme Construction of Samsan Shed near Khar Radhakrishnapur Shib Sitala Mandir.For details visit at **https://www.wbtenders.gov.in**. Bid Submission Start Date **01.02.2024 at 11.00 A.M.** Bid Submission end Date **10.02.2024 at 6.00 P.M.**

Sd/-
Pradhan
Panchberia Gram Panchayat

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.- Panihati, P.S.-Khardah,
Dist.- North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel No.- 033 2553-2909 ; Fax: 033 2553 1487

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work **Tender Nit No.: PM/PWD/MP/NIT-17/23-24 & PM/PWD/NIT-16/2023-24, dated 05.02.2024** under Panihati Municipality for details log on **www.wbtenders.gov.in.** Contact concern authority P.W.Department.Panihati Municipality at the above address.**Last Date of submission 26/02/2024.**

Sd/- Executive Officer
Panihati Municipality

BIRNAGAR MUNICIPALITY
e-Tende r Notice

Name of Work:- Sinking of Deep Tube well (200mm x 300 mm dia) & Pump House at Dakshinpara of Ward No. 01, Khardapara of Ward No. 06 within Birnagar Municipality Tender **ID- 2024_MAD_660752_ 1 to 4).**

Sl. No.	NIT No.	Date of Publishing	Bid submission closing date online
01.	WBMAD/BM/8e/2023-24 (2nd Call) Memo No. 50/PWD, Date-05-02-2024	05.02.2024 at 05.00pm	16.02.2024 at 12.00 pm

For details please visit **www.wbtenders.gov.in & www.birnagarmunicipality.org**

Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites E-tender vide memo **no. WBMAD/CM/ BTRD/ PWD/ NIT-47/23-24 WBMAD/ CM/ CCRD/ PWD/ NIT-48/23-24 WBMAD/ CM/ DRN/ PWD/ NIT-50/23-24 WBMAD/ CM/ BTRD/PWD/NIT-53/23-24 WBMAD/ CM/DRN/ PWD/ NIT-54/23-24** for various works under Chakdaha municipal area. For further information please visit **www.wbtenders.gov.in**

OFFICE OF THE KATABARI GRAM PANCHAYAT
P.O.–NATIAL. MURSHIDABAD. WEST BENGAL
Tender Notice

Percentage rate e - Tender invited vide **NIT No. - MSD/KGP/JALANGI/08/2023-24 of 15th. FC & MSD/ KGP/JALANGI/09/2023-24.** 05th. SFC by the Prodhan, KATABARI GRAM PANCHAYAT. Date & time of publication of e-NIT **02/02/2024 at 10:00 a.m.** Last date of submission of bid (online) **09/02/2024 up to 09:00 a.m.** Intending bidders may download tender documents from **htpp://wbtenders.gov.in** or Notice board of the Katabari Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad for details.

Sd/- PRODHAN
KATABARI GRAM PANCHAYAT
Katabari, Jalangi, Murshidaba

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ (জিএসইউ), শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা–৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই–টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং.ঃ ইএলইজি–জিএসইউ–ওটি–১০–২০২৩–২৪। কাজের বিবরণঃ** ''সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি সহ চিতপুরে কোচিং ডিপোর জন্য ক্যাটওয়াক সহ বর্তমান পিট লাইন নং. ১,২,৩ এবং ৪–এর সম্প্রসারণ'' সম্পর্কিত চিতপুর ডিপোয় আন্ডার ফ্লোর হুইল লেদ (ইউএফডব্লুএল)–তে শেডে বৈদ্যুতিক বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যাদি। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৬৩,৮৬,৩১১.২০ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ১,২৭,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ০৮ মাস। **টেন্ডার প্রকাশের তারিখঃ** ০২.০২.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৩.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ২৩.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টোর পরে। **টেন্ডার বিডিং শুরুর তারিখঃ** ০৯.০২.২০২৪। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।

SDAH-367/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in –এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 236 to 237, 175(2nd Call), 176(2nd Call), 177(2nd Call), 198(2nd Call), 181(2nd Call)/ 23-24 Dated- 05-02-2024

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Murshidabad, Coochbehar, Paschim Medinipur and Uttar Dinajpur District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **06-02-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **20-02-2024 & 26-02-2024 upto 3.00 pm** as per NIeT.

Date: 05.02.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors for execution the different works . e-Tender details given below:

NIT No.: 94/MOG-I/24, Date: 05.02.2024 & Tender ID : 2024_ZPHD_660692_1.
Last Date of Bid Submission: **24.02.2024 at 18:30 Hrs.**
2nd Call of NIT No.: 56/MOG-I/24 with Title : 104/MOG-I/24 & Tender ID : 2024_ZPHD_651558_2.
Last Date of Bid Submission: **16.02.2024 at 18:30 Hrs.**
For details log on **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

বিশাখাপট্টনম টেস্টে ১০৬ রানের জয়ে সিরিজে ফিরল রোহিতরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: জেমস অ্যান্ডারসন বলেছিলেন, ৬০-৭০ ওভারের মধ্যে জেতার চেষ্টা করবে ইংল্যান্ড। শেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে তিনি যখন ক্রিজে এলেন, তখনো ইংল্যান্ডের জয়ের জন্য দরকার ছিল ১১৮ রান। ম্যাচের পরিস্থিতি এতেই বুঝে যাওয়ার কথা।

ভারত প্রথম ইনিংসে যত করেছিল, চতুর্থ ইনিংসে এসে ইংল্যান্ডকে করতে হতো প্রায় তত রান। কাজটি সহজ ছিল না মোটেও, তবে 'বাজবল' খেলে চলা ইংল্যান্ড 'আশ্বাস' দিয়েছিল রোমাঞ্চের। শেষ পর্যন্ত বিশাখাপট্টনমে ভারতের সঙ্গে আর পেরে ওঠেনি তারা। ৫ ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে ১০৬ রানের জয়ে সমতা এনেছে ভারত। ১৫ ফেব্রুয়ারি রাজকোটে তৃতীয় টেস্ট।

জয়ের জন্য ইংল্যান্ডের দরকার ছিল ৯ উইকেটে ৩৩২ রান। প্রথম সেশনে তারা তোলে ১২৭ রান, তবে বিনিময়ে ভারতকে দিতে হয় ৫ উইকেট। রেহান আহমেদ, ওলি পোপ, জো রুট, জ্যাক ক্রলির পর জনি বেয়ারস্টোর উইকেট নিয়ে ভারত মধ্যাহ্নবিরতিতে যায় সিরিজ ১-১ করার ক্ষেত্রে পরিষ্কার ফেবারিট হয়ে। সেটি দ্রুতই হয়নি, তবে ভারত পেয়েছে প্রত্যাশিত জয়।

সকালে প্রথম ১৭ বলে উঠেছিল ২ রান, এরপর বুমরাকে ড্রাইভ করে ইংল্যান্ডের মনোভাবটা ফুটিয়ে তোলেন ক্রলি। তিনি অবশ্য আক্রমণ করেন সুযোগ বুঝে, রুট-পোপরা তা করেননি। রেহানকে ফিরিয়ে দিনে ভারতের প্রথম ব্রেকথ্রু এনে দেন অক্ষর প্যাটেল, তাঁর নিচু হওয়া বলে ব্যাকফুটে খেলতে গিয়ে এলবিডব্লু হন ইংল্যান্ডের 'নাইটহক'।

নেমে দ্রুতই ২০ পেরিয়ে যান পোপ, কিন্তু অশ্বিনকে জোরের ওপর কাট করতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনেন। এর আগে রেহানের ক্যাচ ডাইভ দিয়ে নাগাল না পেলেও এবার দারুণ রিফ্লেক্সে পোপেরটি ধরেন অধিনায়ক রোহিত। গতকাল পাওয়া চোটের কারণে মাঠে ছিলেন না ভারতের নিয়মিত স্লিপ ফিল্ডার শুবমান গিল।

আঙুলে চোট পাওয়া রুট এসে প্রথম বলেই রিভার্স সুইপে চার মারেন অশ্বিনকে। এরপর আবার রিভার্স সুইপে মারেন চার, যদিও এ শটে তেমন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। অক্ষরকে এরপর ডাউন দ্য গ্রাউন্ডে এসে মারেন ছক্কা। অশ্বিনকে সে শটের পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ক্যাচ তোলেন অক্ষরের হাতে। ১০ বল, ১৬ রান, এরপর অদ্ভুত শটে আউট;রুটের ইনিংসই ছিল অদ্ভুত।

এই ডামাডোলের মধ্যে ক্রলি রান করে গেছেন সুযোগ বুঝে, বেয়ারস্টোর সঙ্গে জুটিটাও জমছিল ভালোই। কুলদীপের বলে এলবিডব্লু হয়ে থামতে হয় তাঁকে। ভারত সে উইকেট পায় রিভিউ নিয়ে। খোলা চোখে বল উইকেট মিস করে যাবে বা আম্পায়ার্স কল হবে মনে হলেও উইকেটে হিট করে, ইংলিশদের বিস্ময়ের মাঝে ভারত মাতে উল্লাসে। সেশনের শেষ বলে বেয়ারস্টো হন এলবিডব্লু, এবার বুমরার বলে তাঁকে আউটই দিয়েছিলেন আম্পায়ার। বেয়ারস্টো রিভিউ নেন, কিন্তু লেগ স্টাম্পে হয় আম্পায়ার্স কল।

৪ উইকেট হাতে রেখে ইংল্যান্ডের তখন দরকার ছিল ২০৫ রান, নিশ্চিতভাবেই যা করতে প্রয়োজন ছিল 'স্টোকস-মিরাকল'। সেই স্টোকস বিরতির পর হন রানআউট। বেন ফোকসের সঙ্গে জুটিতে সতর্ক ছিলেন, কিন্তু মুহূর্তের ভুলের খেসারত দিতে হয় ইংল্যান্ড অধিনায়ককে। শর্ট মিডউইকেট থেকে শ্রেয়াস আইয়ারের থ্রো সরাসরি ভাঙে স্ট্রাইক প্রান্তের স্টাম্প।

ভারতকে এরপর অপেক্ষায় রাখে ফোকস ও হার্টলির অষ্টম উইকেট জুটি। শেষ পর্যন্ত ডাক পড়ে বুমরার, তাঁর স্লোয়ারে ফোকস ফিরতি ক্যাচ দিলে ভাঙে তখন পর্যন্ত ইংল্যান্ডের ইনিংস-সর্বোচ্চ ৫৫ রানের জুটি। মাঝে অশ্বিন ৫০০তম উইকেট পেয়েই গিয়েছিলেন প্রায়, রিভিউ নিয়ে বাঁচেন হার্টলি।

অ্যান্ডারসনের আগে এবার শোয়েব বশিরকে পাঠায় ইংল্যান্ড, তিনি পরিণত হন ম্যাচে মুকেশ কুমারের প্রথম উইকেটে। বুমরার বলে বোল্ড হয়ে এরপর হার্টলির প্রতিরোধ ভাঙে বর্ধিত সেশনে। ৫০০তম উইকেটের অপেক্ষা বাড়ে অশ্বিনের, তবে এমন জয়ের পর তাতে কোনোই আপত্তি করার কথা নয় তাঁর!

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত ৩৯৬ ও ৭৮.৩ ওভারে ২৫৫ (গিল ১০৪, শ্রেয়াস ২৯, অশ্বিন ২৯; হার্টলি ৪/৭৭, অ্যান্ডারসন ২/২৯, রেহান ৩/৮৮)।

ইংল্যান্ড ২৫৩ ও ২৯২ (ক্রলি ৭৩, ডাকেট ২৮, রেহান ২৩, পোপ ২৩, রুট ১৬, বেয়ারস্টো ২৬, স্টোকস ১১, ফোকস ৩৬, হার্টলি ৩৬, বশির ০, অ্যান্ডারসন ৫*; বুমরা ৩/৪৬, মুকেশ ১/২৬, কুলদীপ ১/৬০, অশ্বিন ৩/৭২, অক্ষর ১/৭৫)

ফল ভারত ১০৬ রানে জয়ী

২০০ করেও মিলল না ম্যাচের সেরার পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশাখাপত্তনমে প্রথম ইনিংসে দ্বিশতরান করেছিলেন যশস্বী জয়সওয়াল। তাঁর সেই ইনিংসে ভর করেই ৩৯৬ রান তুলেছিল ভারত। কিন্তু টেস্ট জিতেও ম্যাচের সেরা পুরস্কার পেলেন না যশস্বী। তাতে যদিও দুঃখ নেই তরুণ ওপেনারের। দল জেতায় খুশি যশস্বী।

গত বছর অভিষেক ম্যাচে শতরান করেছিলেন যশস্বী। সে বার ১৭১ রান করে থেমে যেতে হয়েছিল। শনিবার তিনি ২০০ রানের গণ্ডি পার করেন। ২০৯ রান করে দলকে বড় রান তুলতে সাহায্য করেন। ম্যাচ শেষে যশস্বী বলেন, দারুণ লাগছে। এই জয়টা উপভোগ করছি। দেশের মাটিতে টেস্ট জেতার আনন্দটাই অন্যরকম। আমরা জয়ের প্রক্রিয়ার দিকে বেশি নজর দিই। এ বারে যেমন নজর ছিল ফিল্ডিংয়ের দিকে। সেটা ভাল হয়েছে।

ইংল্যান্ডের সামনে ৩৯৯ রানের লক্ষ্য রেখেছিল ভারত। চতুর্থ ইনিংসে সেই রান তোলা কঠিন ছিল মানছেন যশস্বীও। তিনি বলেন, তপিচে ফাটল ছিল। বল ঘুরছিল। ফলে চতুর্থ ইনিংসে এই পিচে রান করা সত্যিই খুব কঠিন পরীক্ষা ছিল।দ কিন্তু এই পিচে পেসার যশপ্রীত বুমরার সাফল্য পেয়েছেন। ম্যাচে ৯ উইকেট নিয়ে সেরার পুরস্কার পেয়েছেন বুমরাই। তাঁর বোলিং প্রসঙ্গে যশস্বী বলেন, তবুমরা দুর্দান্ত বল করেছে। স্লিপে খুব গতিতে বল আসছিল। স্লিপে দাঁড়িয়ে বুমরার বল ধরা খুব কঠিন হয় অনেক সময় এই গতির জন্য।

যশস্বী প্রথম ইনিংসে দ্বিশতরান করলেও দ্বিতীয় ইনিংসে করেন মাত্র ১৭ রান। যশস্বী বলেন, দুটো ইনিংসেই আমি একই ভাবে ব্যাট করার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নেমেছিলাম। নতুন বলে বড় শট খেলে ইনিংস গড়ার পরিকল্পনা ছিল আমার। প্রথম ইনিংসে ঠিক থাকলেও, দ্বিতীয় ইনিংসে আউট হয়ে গেলাম তাড়াতাড়ি।

কলম্বো টেস্টে শুধু ইনিংস হারটাই এড়াতে পেরেছে আফগানিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগের দিন দুই জাদরান;ইব্রাহিম ও নুর আলীর ব্যাটে ঘুরে দাঁড়ানোর যে বার্তা দিয়েছিল আফগানিস্তান, চতুর্থ দিনে দেখা গেল না তেমন কিছুই।

৯৩ রানে শেষ ৯ উইকেট হারিয়ে আফগানিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ তিন শ ছোঁয়ার আগেই। তাতে প্রাপ্তি শুধু শ্রীলঙ্কাকে দ্বিতীয়বার ব্যাটিংয়ে পাঠাতে পারা। ৫৬ রানের যে লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শ্রীলঙ্কা দুই দলের মধ্যে একমাত্র টেস্টটি জিতে গেছে কোনো উইকেট না হারিয়েই।

১ উইকেটে ১৯৯ রান নিয়ে দিন শুরু করা আফগানিস্তান সপ্তম ওভারেই হারায় রহমত শাহর উইকেট।

কাসুন রাজিতার বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দেওয়া রহমত আগের দিনের ৪৬ রানের সঙ্গে মাত্র ৮ রান যোগ করতে পারেন। বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি আগের দিনের আরেক অপরাজিত ইব্রাহিমও। ক্যারিয়ারের প্রথম শতক পাওয়া এই ওপেনার আজ ১৩ রান যোগ করে ফেরেন প্রবাত জয়াসুরিয়ার বাঁহাতি স্পিনে বোল্ড হয়ে।

জয়াসুরিয়া এরপর একে একে তুলে নেন অধিনায়ক হাসমতউল্লাহ শহীদি, কাইস আহমেদ, জিয়া,উর, রেহমান ও নাভিদ জাদরানের উইকেটও। পাঁচে নামা নাসির জামাল এক প্রান্ত আগলে রাখলেও সঙ্গী হিসেবে দীর্ঘমেয়াদে পাননি কাউকেই। শেষ পর্যন্ত ৮২ রানে শেষ ৮ উইকেট হারিয়ে ২৯৬ রানেই থেমে যায় আফগানিসতানের দ্বিতীয় ইনিংস।

১০৭ রানে ৫ উইকেট নেন জয়াসুরিয়া। ৩২ বছর বয়সী এই স্পিনার সপ্তমবারের মতো নিয়েছেন ইনিংসে ৫ উইকেট। ডানহাতি পেসার আসিতা ফার্নান্দো নেন ৩ উইকেট।

স্বল্প রান তাড়া করতে নেমে শ্রীলঙ্কা লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ৭.২ ওভারেই। দিমুথ করুনারত্নে ৩২ আর দিলশান মাদুশকা ২২ রানে অপরাজিত থাকেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

আফগানিস্তান ১৯৮ ও ১১২.৩ ওভারে ২৯৬ (ইব্রাহিম ১১৪, নুর ৪৭, রহমত ৫৪, হাসমতউল্লাহ ১৮, জামাল ৪১*, আলিখিল ১, কাইস ১, জিয়াউর ০, নাভিদ ৪, নিজাত ০, সালিম ২; বিশ্ব ০/৩৭, আসিতা ৩/৬৩, রাজিতা ২/৫৯, জয়াসুরিয়া ৫/১০৭, ধনাঞ্জয়া ০/২৩)।

শ্রীলঙ্কা ৪৩৯ ও ৭.২ ওভারে ৫৬/০ (করুনারত্নে ৩২*, মাদুশকা ২২*; জিয়াউর ০/১২, নাভিদ ০/৩০, নিজাত ০/৫, কাইস ০/৮)।

ফল শ্রীলঙ্কা ১০ উইকেটে জয়ী।

আগের সর্বোচ্চ ১৮*, এরপর রবীন্দ্রর ২৪০

নিজস্ব প্রতিনিধি: আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রাচিন রবীন্দ্রর স্বপ্নযাত্রা চলছেই। ২০২৩ সালের আইসিসির বর্ষসেরা উদীয়মান ক্রিকেটার এবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলেছেন ২৪০ রানের ইনিংস। মাউন্ট মঙ্গানুইতে গতকাল সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রথম দিন ১১৮ রানে অপরাজিত ছিলেন রবীন্দ্র, আজ পেয়েছেন দ্বিশতক। টেস্ট ক্যারিয়ারেরই রবীন্দ্রর এটি প্রথম শতক। প্রথম শতকে সর্বোচ্চ রান করা নিউজিল্যান্ড ব্যাটসম্যান এখন তিনিই। ২০২১ সালের সালের নভেম্বর থেকে ২০২২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত রবীন্দ্র খেলেছিলেন তিনটি টেস্ট। ওই ৩ ম্যাচে করেছিলেন ৭৩ রান, সর্বোচ্চ ছিল অপরাজিত ১৮ রান। দুই বছরেরও বেশি সময় ফিরে রবীন্দ্র যেন ভিন্ন এক ব্যাটসম্যান। ফেরার ম্যাচেই করলেন দ্বিশতক। মানে রবীন্দ্রর সর্বোচ্চ ইনিংসটি ১৮ থেকে গিয়ে ঠেকল ২৪০ রানে!

রবীন্দ্র তাঁর আদর্শ কেইন উইলিয়ামসনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন থেকে দিন শেষ করেছিলেন। আজ উইলিয়ামসন বেশিক্ষণ টেকেননি। তবে রবীন্দ্র খেলে গেছেন। ২৭০ বলে পূর্ণ করেন ১৫০ রান। তাঁর ডাবল সেঞ্চুরিটি আসে দক্ষিণ আফ্রিকার অভিষিক্ত অধিনায়ক নিল ব্র্যান্ডকে কাট করে নেওয়া সিঙ্গেলে। ৩৪০ বলে ২০০-তে পৌঁছান তিনি।

নিউজিল্যান্ডের ১৯তম ব্যাটসম্যান হিসেবে টেস্টে দ্বিশতকের দেখা পেলেন রবীন্দ্র। আর দেশের মাটিতে ২০০ রানের ইনিংস খেলা ১৪তম কিউই ব্যাটসম্যান তিনি। তবে এ ইনিংসে রবীন্দ্র ঢুকে গেছেন নিউজিল্যান্ডের আরও একটি সংক্ষিপ্ত তালিকায়। ক্যারিয়ারের প্রথম শতকটিকেই ২০০ পর্যন্ত টানতে পেরেছেন এর আগে মাত্র তিনজন নিউজিল্যান্ড ব্যাটসম্যান।

নিউজিল্যান্ডের হয়ে প্রথম এ কীর্তি ছিল মার্টিন ডন্নেলির। ক্যারিয়ারে ডন্নেলি খেলেছিলেন মাত্র ৭টি টেস্ট। তবে এ বাঁহাতি তাতেই রেখে গেছেন ছাপ। ৭ টেস্টে ডন্নেলির গড় ছিল ৫২.৯০। ১৯৩৭ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে ইংল্যান্ড সফরে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৭ সালে আবার ইংল্যান্ড সফরে যান, এবার অধিনায়ক হয়ে। লর্ডসে ৩৫৫ মিনিট ব্যাটিং করে খেলেছিলেন ২০৬ রানের ইনিংস। ক্যারিয়ারে ওই একবারই তিন অঙ্কের দেখা পেয়েছিলেন ডন্নেলি।

তালিকায় ডন্নেলির পরের নামটি ম্যাথু সিনক্লেয়ার। ১৯৯৯ সালে ওয়েলিংটনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অভিষেকেই ২১৪ রানের ইনিংস খেলেছিলেন সিনক্লেয়ার। সে সময় অভিষেকে দ্বিশতক করা মাত্র চতুর্থ ব্যাটসম্যান ছিলেন তিনি।

সিনক্লেয়ারের ওই কীর্তির ২২ বছর পর সেটির পুনরাবৃত্তি করেন ডেভন কনওয়ে। প্রায় ৩০ পেরিয়ে অভিষেক, নেমেই দ্বিশতক;দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্ম নেওয়া কনওয়ে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন শুরুতেই। এর পর থেকে নিউজিল্যান্ডের ওপেনিংয়ে ভরসাও হয়ে উঠেছেন এ বাঁহাতি। ডন্নেলির মতো কনওয়ের ইনিংসটিও এসেছিল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে লর্ডসেই। কনওয়ে অবশ্য থেমেছিলেন ২০০ রানেই।

তাঁদের ছাড়িয়ে ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি ইনিংসকে রবীন্দ্র নিয়ে গেছেন ২৪০ রান পর্যন্ত। ট্রিপল সেঞ্চুরিটা হয়ে যাবে;একসময় মনে হচ্ছিল সেটিও। তবে দ্বিতীয় দিন চা-বিরতির আগেই রবীন্দ্র থেমেছেন ব্র্যান্ডের শর্ট বলে পুল করতে গিয়ে ইনসাইড এজে বোল্ড হয়ে। ইনিংসে ২৬টি চারের সঙ্গে তিনি মেরেছেন ৩টি ছক্কা।

ইংল্যান্ডকে হারিয়ে টেস্ট বিশ্বকাপে পয়েন্ট তালিকায় রোহিতদের লাফ

নিজস্ব প্রতিনিধি: হায়দরাবাদে হেরে পিছিয়ে পড়েছিলেন। বিশাখাপত্তনমে জিতে আবার এগিয়ে গেলেন রোহিত শর্মারা। দ্বিতীয় টেস্টে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় উঠেছে ভারত। এক লাফে দু'টি দলকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন রোহিতেরা।

বিশাখাপত্তনম টেস্টের পরে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে ভারত। ছ'টি টেস্ট খেলে তিনটি জিতেছে তারা। দু'টি হেরেছেন রোহিতেরা। ড্র হয়েছে একটি টেস্ট। ভারতের পয়েন্ট ৩৮। পয়েন্টের শতাংশ ৫২.৭৭। এই পয়েন্টের শতাংশের উপর নির্ভর করেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় হিসাব করা হয়।

ওয়েস্ট ইন্ডিজরে কাছে দ্বিতীয় টেস্টে হারলেও শীর্ষে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু প্যাট কামিন্সদের পয়েন্টের শতাংশ কমেছে। ১০টি টেস্টের মধ্যে ছ'টি জিতেছেন তাঁরা। তিনটি ম্যাচ হেরেছেন। একটি ড্র হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্ট ৬৬। তাদের পয়েন্টের শতাংশ কমে হয়েছে ৫৫.০০।

তিন নম্বরে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকার পয়েন্টের শতাংশ ৫০.০০। চার নম্বরে থাকা নিউ জল্যিান্ডের পয়েন্টের শতাংশও ৫০.০০। পাঁচ নম্বরে রয়েছে বাংলাদেশ। তাদের পয়েন্টের শতাংশও ৫০.০০। ছয় নম্বরে থাকা পাকিস্তানের পয়েন্টের শতাংশ ৩৬.৬৬।

পয়েন্ট তালিকায় নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজও। এই টেস্টের আগে পর্যন্ত একটিও টেস্ট জেতেনি তারা। কিন্তু ব্রিসবেনে জেতায় তালিকায় সাত নম্বরে উঠে এসেছে তারা। তাদের পয়েন্টের শতাংশ ৩৩.৩৩। আট নম্বরে রয়েছে ইংল্যান্ড। ভারতের কাছে হারলেও অবস্থান বদলায়নি তাদের। তবে পয়েন্টের শতাংশ কমেছে। বেন স্টোকসদের পয়েন্টের শতাংশ এখন ২৫.০০। ন'নম্বরে থাকা শ্রীলঙ্কার পয়েন্টের শতাংশ ০.০০।

২১ কোটি টাকার দায় নিয়ে ঝগড়া পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কার এশিয়া কাপের বাড়তি খরচ নিয়ে চাপানউতোর

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত বছর এশিয়া কাপের আয়োজক ছিল পাকিস্তান। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের পাকিস্তানে খেলতে যেতে দিতে রাজি হয়নি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। ভারতের আপত্তির কারণে প্রতিযোগিতা হয়েছিল হাইব্রিড মডেলে। অধিকাংশ ম্যাচ আয়োজনের দায়িত্ব নিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। দু'দেশ মিলিয়ে প্রতিযোগিতা হওয়ায় আয়োজনের খরচ বেড়ে গিয়েছিল অনেকটাই। সেই বাড়তি খরচের দায় ভার নিতে রাজি নয় কোনও দেশেরই ক্রিকেট বোর্ড। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) এবং শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসসি) সমাধান চেয়ে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভাপতি জয় শাহের দ্বারস্থ।

দু'দেশ মিলিয়ে এশিয়া কাপ আয়োজন করতে গিয়ে ভারতীয় মুদ্রায় ৩০ কোটি টাকার মতো বেশি খরচ হয়েছিল। এই খরচের একংশের দায় ভার নিতে রাজি নয় কোনও দেশই। বিমান, হোটেল, মাঠ, স্থানীয় পরিবহন ভাড়া-সহ কিছু ক্ষেত্রে বাড়তি খরচ হয়েছিল। গত সপ্তাহে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে আয়োজিত এসিসির কাউন্সিল মিটিংয়ে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট কর্তারা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, অতিরিক্ত এই ব্যয় তাঁরা বহন করতে পারবেন না। কারণ, সরকারি ভাবে তাঁরা এশিয়া কাপের আয়োজক ছিলেন না।

পিসিবির তৎকালীন চেয়ারম্যান জাকা আশরফ প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচ লাহোর থেকে মুলতানে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে কারণেও বাড়তি কিছু খরচ হয়েছিল। তবু পাকিস্তানের কর্তারা বাড়তি খরচের দায়িত্ব নিতে নারাজ। পিসিবির যুক্তি, তাঁরা পুরো প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে রাজি ছিলেন। শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এসিসি। তাঁদের কোনও বক্তব্যকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এসিসির জন্যই প্রতিযোগিতা আয়োজনের খরচ

অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তাই এই বাড়তি খরচ তারা বহন করবেন না। পাক কর্তারা খরচ বৃদ্ধির দায় সরাসরি চাপিয়ে দিয়েছেন এসিসির উপর।

পাকিস্তানের এই যুক্তি আবার মানতে রাজি হননি এসিসি সভাপতি। সূত্রের খবর, বালির বৈঠকে জয় বলেছেন, এসিসি বোর্ড পুরো প্রতিযোগিতাই শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিল। কিন্তু পিসিবি জোর করে চারটি ম্যাচ আয়োজন করেছিল। এসিসির এক কর্তা বলেছেন, ''পিসিবির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান খাওয়ার শা এবং সিইও সলমন নাসির বাড়তি খরচ নিয়ে কথা বলছিলেন, সে সময় এসিসি সভাপতি এবং শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট কর্তাদের অবস্থান এক দিকে ছিল।'' পাক কর্তাদের কথা শোনার পর জয় বলেছেন, পাকিস্তান আয়োজনের দায়িত্ব ছাড়তে রাজি হয়নি। আয়োজক হিসাবে তারা শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট পরিকাঠামো এবং অন্য সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করেছিল। তাই শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটকে খরচ মিটিয়ে দেওয়া উচিত পাকিস্তানের। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট সভাপতি শামি সিলভা অভিযোগ করেন, হোটেল এবং চার্টার্ড বিমানের খরচ পিসিবি তাঁদের দেয়নি। তাঁর অভিযোগ শুনে জয় বলেছেন, ''আপনারা এ ব্যাপারে সরাসরি পিসিবির সঙ্গে কথা বলুন।'' সূত্রের খবর, এর পরেও বাড়তি খরচের বোঝা কারা বহন করবে তা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকায় পরিস্থিতি জটিল হয়েছে। যদিও পিসিবি সিইও নাসির বলেছেন, ''হোটেল এবং বিমানের কয়েকটি বিল আমরা খতিয়ে দেখছি। দ্রুত সেগুলির টাকা দিয়ে দেওয়া হবে শ্রীলঙ্কাকে।'' চার্টাড বিমানের খরচ পাকিস্তান দেবে না বলে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে। তাদের যুক্তি, যে সংস্থার মাধ্যমে চার্টার্ড বিমান ভাড়া করা হয়েছিল, সেটি অনুমোদিত নয়।

এসিসি সূত্রে খবর পিসিবি এখনও পর্যন্ত ২ লাখ ৮১ হাজার ৭০০ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২ কোটি ৩৪ লাখ টাকা) দিয়েছে এসসিকে। আরও ২০ লাখ ৬৯ হাজার ৮৮৫ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৭ কোটি ১৯ লাখ ৪৪ হাজার টাকা) দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। পিসিবির দাবি, প্রতিযোগিতাটি এসিসির। তাই অতিরিক্ত খরচ তাদেরই বহন করতে হবে। হোস্টিং ফি বাবদ এসিসির কাছে প্রায় ২১ কোটি টাকা দাবি করেছেন পাক কর্তারা।

মেসি না খেলায় আয়োজকদের ডলার কেটে রাখবে হংকং সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইন্টার মায়ামির হয়ে হংকং একাদশের বিপক্ষে লিওনেল মেসি না খেলায় হতাশা প্রকাশ করেছে হংকং সরকার। রোববার হংকং স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত 'হাইব্রিড প্রীতি ম্যাচে' এক মিনিটও খেলানো হয়নি মেসিকে।

এই ম্যাচটির জন্য আয়োজকদের অনুদান দিয়েছিল হংকং সরকার। সেখান থেকে অর্থ কেটে রাখার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) নতুন মৌসুম শুরুর আগে এশিয়ায় প্রাক্-মৌসুম সফরে রয়েছে ইন্টার মায়ামি। দলের সঙ্গে থাকলেও মেসি হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে মাঠে খুব একটা নামছেন না। গত বৃহস্পতিবার রাতে সৌদি আরবের আল নাসরের বিপক্ষে ম্যাচে মাত্র ৬ মিনিট খেলেছিলেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক।

তবে হংকংয়ের নির্বাচিত একাদশের বিপক্ষে ম্যাচের আগে মেসিকে খেলানোর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মায়ামি কোচ জেরার্ড মার্টিনো। ম্যাচটি দেখতে হংকংয়ের ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহও ছিল ব্যাপক। এএফপি জানায়, এক হাজার হংকং ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৪ হাজার টাকা) খরচ করে টিকিট কিনেছিলেন দর্শকেরা। ৩৮ হাজার ধারণক্ষমতার স্টেডিয়াম ছিল ভরা। কিন্তু যাঁর খেলা দেখার জন্য তাঁদের উৎসাহ, সেই মেসিকে নামানোই হয়নি। খেলানো হয়নি লুইস সুয়ারেজকেও। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময় থেকে দর্শকেরা 'রিফান্ড' চেয়ে আওয়াজ তোলেন। দর্শকদের হইচইয়ের পর ম্যাচশেষে মেসিকে না খেলানোয় তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন মায়ামি কোচ।

তবে হংকংয়ের নির্বাচিত একাদশের বিপক্ষে ম্যাচের আগে মেসিকে খেলানোর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মায়ামি কোচ জেরার্ড মার্টিনো। ম্যাচটি দেখতে হংকংয়ের ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহও ছিল ব্যাপক। এএফপি জানায়, এক হাজার হংকং ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৪ হাজার টাকা) খরচ করে টিকিট কিনেছিলেন দর্শকেরা। ৩৮ হাজার ধারণক্ষমতার স্টেডিয়াম ছিল ভরা। কিন্তু যাঁর খেলা দেখার জন্য তাঁদের উৎসাহ, সেই মেসিকে নামানোই হয়নি। খেলানো হয়নি লুইস সুয়ারেজকেও। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময় থেকে দর্শকেরা 'রিফান্ড' চেয়ে আওয়াজ তোলেন। দর্শকদের হইচইয়ের পর ম্যাচশেষে মেসিকে না খেলানোয় তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন মায়ামি কোচ।বিবৃতিতে জানানো হয়, মায়ামি-হংকং একাদশ ম্যাচের জন্য হংকংয়ের মেজর স্পোর্টস ইভেন্টস কমিটি (এমএসইসি) ভেন্যু বাবদ ১০ লাখসহ মোট দেড় কোটি হংকং ডলার (১৯ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার) অনুদান দিয়েছিল। এখন আয়োজকদের প্রদেয় অর্থ কেটে নেওয়ার কথাও জানানো হয়েছে, 'এমএসইসি আয়োজকদের সঙ্গে হওয়া শর্তাবলির পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যার মধ্যে মেসি না খেললে তহবিলের পরিমাণ হ্রাস অন্তর্ভুক্ত।'

চোটের কারণে মেসি ও সুয়ারেজের না খেলার বিষয়টি আয়োজকেরা জানতেন না বলেও দাবি করা হয় বিবৃতিতে, 'সংবাদমাধ্যমে খবরে প্রকাশের পরও মেসি ও সুয়ারেজের না খেলা বিষয়ে ম্যাচের আগে কোনো তথ্যই জানত না টেটলার এশিয়া।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**